প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নাম

আশিস রাইচুর

শুধুমাত্র বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ, বেঙ্গালুরু, ভারতবর্ষ দ্বারা মুদ্রিত ও বণ্টিত।
বর্তমান সংস্করণ: 2025

যোগাযোগ করার জন্য ঠিকানা
All Peoples Church & World Outreach,
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

ফোন নম্বর: +91-80-25452617
ই-মেইল: bookrequest@apcwo.org
ওয়েবসাইট: apcwo.org

অন্যথায় নির্দেশিত না হলে, সমস্ত শাস্ত্রের উদ্ধৃতি বাংলা পুরাতন সংস্করণ, (BSI) বাইবেল থেকে নেওয়া হয়েছে। বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা কপিরাইট © 2016। অনুমতি দ্বারা ব্যবহৃত। সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব
অল পিপলস চার্চের সদস্য, অংশীদার এবং বন্ধুদের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে এই প্রকাশনার বিনামূল্যে বিতরণ সম্ভব হয়েছে। আপনি যদি এই বিনামূল্যের প্রকাশনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমরা আপনাকে অল পিপলস চার্চ থেকে বিনামূল্যে প্রকাশনা মুদ্রণ এবং বিতরণে সহায়তা করার জন্য আর্থিকভাবে অবদান রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনি যদি জানতে চান যে কীভাবে আপনি এই অবদান করতে পারেন, তাহলে অনুগ্রহ করে **apcwo.org/give** ওয়েবসাইটে যান অথবা এই পুস্তকের পিছনে "অল পিপলস চার্চ-এর সাথে অংশীদারিত্ব করুন" পৃষ্ঠাটি দেখুন। ধন্যবাদ!

বিনামূল্যের সম্পদ এবং সম্পর্কিত ওয়েবসাইটগুলি
প্রচার: apcwo.org/sermons | **পুস্তক:** apcwo.org/books | **চার্চ অ্যাপ:** apcwo.org/app
বাইবেল কলেজ: apcbiblecollege.org | **ই-লার্নিং:** apcbiblecollege.org/elearn
পরামর্শ দান: chrysalislife.org | **সঙ্গীত:** apcmusic.org
পরিচর্যাকারীদের সহভাগীতা: pamfi.org | **APC ওয়ার্ল্ড মিশনস্:** apcworldmissions.org

(Bengali—The Mighty Name of Jesus)

প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নাম

আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

কলসীয় 3:17

সূচীপত্র

ভূমিকা

1. যে নাম সকল নামের ঊর্ধ্বে 1

2. এই নামের পিছনে যে ব্যক্তি রয়েছেন 7

3. পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নামের প্রকাশ 16

4. আমার পিতার নামে 29

5. তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার 37

6. যীশুর নামেতে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছেন 43

7. কী ঘটে যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি? 46

8. যীশুর নামে বিশ্বাস করুন 51

9. যীশুর নামেতে 55

10. যীশুর নামে ক্ষমালাভ 59

11. যীশুর নামেতে পরিত্রাণ 61

12. যীশুর নামেতে অনন্ত জীবন 63

13. যীশুর নামেতে ধৌত হওয়া, পবিত্রীকৃত হওয়া, ধার্মিক গণিত হওয়া 65

14. যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিত হওয়া 67

15. যীশুর নামেতে প্রার্থনা করা 70

16. যীশুর নামেতে ধন্যবাদ দেওয়া ও আরাধনা করা 72

17. যীশুর নামেতে সকল কাজ করা 74

18. যীশুর নামেতে আমরা একত্র হই 77

19. যীশুর নামেতে পরস্পরকে গ্রহণ করা, সমাদর করা
ও আশীর্বাদ করা 79

20. যীশুর নামেতে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা 82

21. যীশুর নামেতে আরোগ্য দান করা 85

22. যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ করা 87

23. যীশুর নামেতে মন্দ আত্মাদের দূর করা 89

24. যীশুর নামেতে আরও মহান কাজ করা 92

25. অনুনমোদিত হয়ে যীশুর নামকে ব্যবহার করা 94

26. যীশুর নামের জন্য তাড়িত হওয়া 96

27. যীশুর নামের জন্য ত্যাগস্বীকার করা 98

28. আমরা যীশুর নামেক ধারণ করি 100

29. যীশুর নামে অনুযোগ করা 102

30. যীশুর নাম চিরকালের জন্য 105

ভূমিকা

প্রত্যেক বিশ্বাসীকে এক অভূতপূর্ব আশীর্বাদ প্রদান করা হয়েছে—যেন তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রমশালী নাম উচ্চারণ করে তাঁকে আহ্বান করতে পারে। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীতে যীশুর শিষ্যগণ ও বিশ্বাসীরা সেই নামের মাধ্যমে যে আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব তাদের হাতে অর্পিত হয়েছিল, তা উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিলেন।

এই গ্রন্থটি বিশ্বাসীদের সহায়তা করতে চায়—যাতে তারা যীশুর নামের গূঢ় শক্তিকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারে, এবং সেই নামের মহিমায় দৈনন্দিন জীবনে চলতে শিখে। যখন আমরা যীশুর নামের পরাক্রমে চলতে শেখি, তখন আমরা সেই পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বে অগ্রসর হই—যেখানে ঈশ্বরের শান্তি, নিরাপত্তা ও অপরিমেয় যোগান সর্বদা আমাদের সহচর হয়ে ওঠে।

জিসাস! দা নেম দ্যাট চারমস্ আওয়ার ফিয়ারস্,
দ্যাট বিডস্ আওয়ার সরোস সিস্,
টি’স মিউজিক ইন দ্য সিনারস ইয়ার্স
টিস লাইফ, অ্যান্ড হেলথ, অ্যান্ড পিস।

(*“ও ফর আ থাউস্যান্ড টাংস্ টু সিং”,* 1739, চার্লস্ ওয়েসলি-র দ্বারা লেখা গানের থেকে নেওয়া হয়েছে)

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই জীবনে ব্যক্তিগত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হই। সে প্রতিকূলতা হতে পারে জীবনের কঠিন পরিস্থিতি, আমাদের প্রয়োজনের মুখোমুখি হওয়া, কোনো ঝড় যা পথ রুদ্ধ করে দাঁড়ায়, কোনো পর্বতসম সমস্যা যা সামনে প্রতিভাত হয়, অথবা রোগব্যাধি ও দুর্দশা যা আমাদের দিকে ধেয়ে আসে। শত্রু যে সকল উপকরণ আমাদের জীবনে উপস্থিত করে, সেগুলিকে আমরা যেন জানি যে সাহসের সঙ্গে প্রতিহত করা সম্ভব—এই বিশ্বাসে যে আমাদের মধ্যে যে কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমরা যীশুর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে পারি।

যখন আমরা চারপাশের মানুষদের জীবনে পরিচর্যা করি, আমরা যেন তা সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে করি, যীশুর নামে। প্রভু যীশু নিজেই আমাদেরকে অনুমোদন দিয়েছেন যেন আমরা তাঁর কাজ করি এবং তাঁর নামে তাঁকেই যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করি।

সমগ্র মণ্ডলী যেন এই গভীর সত্যটিকে কেবল তাত্ত্বিকভাবে নয়, অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করে। আমরা যেন সেইরূপ একটি বিশ্বাসীর প্রজন্ম হয়ে উঠি, যারা যীশুর নামের মহাশক্তি ও অধিকারকে নতুন করে আবিষ্কার করি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তা দৃশ্যমান করি, যেভাবে পূর্বে কখনও করিনি। যীশুর এই মহা পরাক্রমশালী নামের মাধ্যমে যা কিছু আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে, আমরা যেন পূর্ববর্তী প্রজন্মের তুলনায় আরও গভীর ও বৃহৎ পরিমাণে তা প্রকাশ ও বহন করতে পারি।

প্রভু যীশুর পরাক্রমশালী নামের উপর এই অধ্যয়নটি যেন আপনার আত্মিক জীবনকে সমৃদ্ধ করে তোলে, যাতে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে সেই নামের শক্তিতে গমনাগমন করতে পারেন। এই নামের প্রভাবে আপনি যেন অসংখ্য মানুষকে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর মাধ্যমে আশীর্বাদ করতে সক্ষম হন।

ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।
আশিস রাইচুর

১

যে নাম সকল নামের ঊর্ধ্বে

একটি রাজকীয় পরিবারে একটি নবজাত শিশুর জন্ম কল্পনা করুন। শিশুটিকে একটি নাম দেওয়া হয়—যদিও সেই নাম অন্য অনেকেরও থাকতে পারে, তবুও এই নির্দিষ্ট শিশুটি অনন্যভাবে সেই নামের দ্বারা চিহ্নিত হয়। তবে কেবল নামেই তার পরিচয় সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু সে রাজার পরিবারে জন্মেছে, তাই সে রাজকীয় উত্তরাধিকারী—রাজপরিবার, রাজ্য এবং সিংহাসনের অংশীদার। তার নামের সঙ্গে এক রাজকীয় উপাধি যুক্ত হয়ে যায়, যা তার প্রাপ্ত মর্যাদা ও অবস্থানকে চিহ্নিত করে। এখন রাজ্যের প্রতিটি উপাদান, প্রভাব এবং কর্তৃত্ব সেই নামের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শিশুটি পরিণত হয় এক পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে, যিনি জীবনযুদ্ধে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেন। তিনি মহান কীর্তি সম্পাদন করেন এবং সম্মানিত হন। তখন সেই নামের মাহাত্ম্য আরও গভীরতর হয়। এখন মানুষ সেই নামকে কেবল তাঁর রাজকীয় পরিচয়ের জন্য নয়, বরং তাঁর নিজের কৃতিত্ব, গৌরবময় কর্ম ও মহান জীবনের জন্যও শ্রদ্ধা জানায়। সেই নাম হয়ে ওঠে এক জীবন্ত প্রতীক—একটি শক্তিশালী পরিচিতি, যার পেছনে ইতিহাস, গৌরব ও মহিমা জড়িত।

শাস্ত্রের আলোকে যীশুর নামের মধ্যে আমরা এই তিনটি দিকই স্পষ্ট দেখতে পাই।

এমন একটি নাম, যা স্বর্গীয় পিতা তাঁর জন্মের সময়ে দিয়েছিলেন

মথি ১:২১

এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

"যীশু" নাম হল সেই নাম যা স্বয়ং ঈশ্বর মনোনীত করেছিলেন, যাতে তাঁর পুত্রের মানবরূপে এই পৃথিবীতে আগমনকে চিহ্নিত করা যায়। ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত বাক্য যখন মাংসধারণ করলেন, পিতা তখন তাঁকে এক মহিমান্বিত নাম প্রদান করলেন—এই নামই "যীশু"। যোষেফকে এই

নাম জানানোর জন্য ঈশ্বর স্বর্গদূত প্রেরণ করেছিলেন। এই নামটিই পিতা তাঁর পুত্রকে জন্মের সময় দান করেন।

"যীশু" শব্দটির উৎস ইব্রীয় শব্দ *'ইহোশূয়া'*—অর্থাৎ "ত্রাণকর্তা" বা "ঈশ্বর আমার পরিত্রাণ"। ফলে যখন আমরা "যীশু" নাম উচ্চারণ করি, আমরা এমন এক নাম উচ্চারণ করি, যা মুক্তি ও পরিত্রাণ বহন করে।

মথি 1:21 পদে ব্যবহৃত "উদ্ধার" শব্দটি হলো গ্রিক ক্রিয়াপদ *'সোজো'* যা (*সোটেরিয়া,* "পরিত্রাণ" বিশেষ্য পদের মতো) একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। এর মধ্যে অনন্তকালীন পরিত্রাণ, পাপের ক্ষমা, পাপের উপর বিজয়, অসুস্থতা থেকে আরোগ্য, সংঘাতের উপর বিজয়, শত্রুর প্রতিটি কাজ থেকে মুক্তি, ক্ষতি থেকে উদ্ধার, বিপদ থেকে রক্ষা এবং সম্পূর্ণ সুস্থতা অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো "পরিত্রাণ প্রাপ্ত হওয়া, আরোগ্য লাভ করা, মুক্তি পাওয়া, বিজয়ী হওয়া, উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া, সুরক্ষিত হওয়া এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া।"

নতুন নিয়মে *'সোজো'* শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে কয়েকটি রেফারেন্স দেওয়া হল:

- **পাপ থেকে উদ্ধার** পাওয়ার ক্ষেত্রে (মথি 1:21; ইব্রীয় 7:25)
- **অনন্তকালীন পরিত্রাণের** ক্ষেত্রে (যোহন 3:16-18; মার্ক 16:16; প্রেরিত 4:12; রোমীয় 10:9,10; ইফিষীয় 2:8)
- **আরোগ্যতার** ক্ষেত্রে (মথি 9:22; মার্ক 6:56; মার্ক 10:52; যাকোব 5:15)
- **মন্দ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত** হওয়ার ক্ষেত্রে (লূক 8:36; যিহূদা 1:5 পদে ব্যবহৃত "নিস্তার" শব্দটির গ্রীক মূল *'সোজো'*)
- **বিপদের মুখ থেকে রক্ষা** পাওয়ার ক্ষেত্রে (মথি 8:25; মথি 14:30; মথি 27:42; 2 তীমথিয় 4:18 পদে "রক্ষা" শব্দটি হল *'সোজো'*)
- **আত্মিক সংগ্রাম / বিপদের মুখে নিরাপত্তা** লাভ করার ক্ষেত্রে (যোহন 12:27; 1 তীমথিয় 4:16)
- **আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকেও মুক্তি** প্রদান উপলক্ষে (যিহূদা 1:5)

যখন আমরা "যীশুর" নাম উচ্চারণ করি এবং তাঁকে আমাদের মুক্তিদাতা রূপে ঘোষণা করি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে—তিনি কেবল আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার করেন না, বরং তাঁর নামে নিহিত রয়েছে পরিত্রাণ, রক্ষা, সুরক্ষা, আরোগ্য, মুক্তি, বিজয়, স্বাধীনতা ও পূর্ণতা। এই নামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি। যীশুর নাম—এটি মুক্তির, রক্ষার, সুরক্ষার, আরোগ্যের, বিজয়ের এবং সম্পূর্ণতার নাম।

তিনি সেই নামটি উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছেন

ইব্রীয় 1:1-4

[1] ঈশ্বর পূর্ব্বকালে বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদিগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলিয়া,

[2] এই শেষ কালে পুত্রেই আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি ইঁহাকেই সর্ব্বাধিকারী দায়াদ করিয়াছেন, এবং ইঁহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন।

[3] ইনি তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক, এবং আপন পরাক্রমের বাক্যে সমুদয়ের ধারণকর্ত্তা হইয়া পাপ ধৌত করিয়া ঊর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন।

[4] স্বর্গদূতগণ অপেক্ষা যে পরিমাণে উৎকৃষ্ট নামের অধিকার পাইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

ঈশ্বর, যিনি অনন্তকালীন বাক্য, যাঁর মাধ্যমে সমস্ত সৃষ্টি কার্য সম্পন্ন হয়েছে এবং যিনি তাঁর পরাক্রান্ত বাক্যের দ্বারা সমস্ত সত্তাকে ধারণ করেন, তিনিই সিদ্ধান্ত নিলেন মাংস ধারণ করে মানবজীবনে প্রবেশ করার। তিনি ঈশ্বরের পুত্ররূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন—স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি আমাদের মাঝে কথা বললেন। তিনি পিতার মহিমার নিখুঁত প্রতিবিম্ব, এবং আমাদের পাপ থেকে শুচি করে মৃত্যুর পরে পুনরুত্থিত হয়ে এখন পিতার দক্ষিণ পাশে অধিষ্ঠিত—সকল স্বর্গদূতের ঊর্ধ্বে, মহান গৌরবে বিভূষিত। এই ঈশ্বরের পুত্রই সকল কিছুর উত্তরাধিকারী, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এক মহিমান্বিত নাম লাভ করেছেন—যে নাম সর্বনামকে ছাড়িয়ে অতুলনীয়, অপরূপ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। যদিও স্বর্গদূতদের নামও মহিমাময় (বিচারকর্ত্তৃগণ 13:18), তবুও যীশুর নাম সেই সকল নামের ঊর্ধ্বে।

যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাজকীয় পরিবারের সমস্ত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার অধিকারী হন। অনুরূপভাবে, ঈশ্বরের রাজ্যের সমস্ত মহিমা, প্রতাপ, রাজত্ব ও শক্তি যীশুর নামের সঙ্গে

অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। এই নামই স্বর্গরাজ্যের রাজকীয় পরিচয়ের প্রতীক। এর চেয়ে ঊর্ধ্বে আর কোনো রাজা নেই। এই নাম সেই ব্যক্তির, যিনি সব কিছুর উত্তরাধিকারী; সেই ব্যক্তির, যিনি *"সেই পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু"* (1 তীমথিয় 6:15)। এটি সেই ব্যক্তির নাম, যিনি *"প্রতাপ ও সমাদরের মুকুটে বিভূষিত"* (ইব্রীয় 2:9)। সর্বোচ্চ সিংহাসন ও পরম রাজত্ব—যা সমস্ত কিছুর উপর রাজত্ব করে—তাঁর নামে প্রতিষ্ঠিত। *"সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে"* (গীতসংহিতা 103:19)।

তিনি যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, সেই সাফল্যের জন্য এই নাম তাঁকে দেওয়া হয়েছে

ফিলিপীয় 2:5-11

5 খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক।

6 ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না,

7 কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন;

8 এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।

9 এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;

10 যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে"

11 যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

এটা এক গভীর ও মহিমামণ্ডিত সত্য: *"এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ"* (ফিলিপীয় 2:9)। যীশু তাঁর মানুষরূপে দেহধারণ, পার্থিব জীবনযাপন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে যা কিছু সম্পন্ন করেছেন, সেই সকল কারণে পিতা তাঁহাকে *"অতিশয় উচ্চপদান্বিত"* করেছেন। তিনি সমগ্র মানবজাতির পাপের মূল্য পরিশোধ করেছেন; পতিত মানবজাতির ফলশ্রুতিকে অকার্যকর করে দিয়েছেন; শয়তান ও

তার অশুভ বাহিনীগুলিকে পরাজিত করে ধ্বংস করেছেন; এবং বিজয়ী হয়ে কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন। আজ, তাঁরই হাতে রয়েছে নরক ও মৃত্যুর চাবি—অর্থাৎ সর্বপ্রকার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য (প্রকাশিত বাক্য 1:18)।

"অতিশয় উচ্চপদান্বিত" (গ্রীক: *হুপেরুপসো*) অর্থাৎ—অপর সকলের ঊর্ধ্বে, সর্বোচ্চ মহিমার আসনে উন্নীত হওয়া। পিতা তাঁকে এমন এক পদে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেখানে তিনি—*"যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, পরাক্রম, ও প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন"* (ইফিষীয় 1:20-22)। স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁহার (মথি 28:18)। এমনই একজন ব্যক্তির নাম 'যীশু'—এক মহিমামণ্ডিত নাম, যা সকল নামের ঊর্ধ্বে, কারণ তিনিই সকলের ঊর্ধ্বে, অতুল মহিমায় অধিষ্ঠিত।

সব নামের চেয়ে মহান নাম

ফিলিপীয় 2:9-11

9 এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ;

10 যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে"

11 যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।

ঈশ্বর পিতা পূর্ব থেকেই স্থির ও ঘোষিত করে রেখেছেন যে যীশুর নামের উচ্চারণে, তিনটি ক্ষেত্রে—স্বর্গে, পৃথিবীতে ও পাতালে—প্রত্যেক সৃষ্ট সত্তা জানু নত করবে। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কর্তৃত্বের অধীন হবে, ভক্তিতে নত হবে, এবং প্রত্যেক জিহ্বা স্বীকার করবে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু—যাঁর চিরন্তন রাজত্ব অপরিবর্তনীয় ও মহিমামণ্ডিত।

যীশুর নামই সর্বোচ্চ—এই নামই *"সর্বশ্রেষ্ঠ নাম"*।

চিন্তাভাবনা

1) মাংসে মূর্তিমান বাক্য, ঈশ্বরের পুত্রকে “যীশু” নামটি দেওয়া হয়েছিল

ক) তাঁর জন্মের সময়ে,

খ) তিনি সেই নামটি উত্তরসূরি হিসেবে পেয়েছিলেন এবং

গ) তাঁর সাফল্যের জন্য তাঁকে সেই নামটি দেওয়া হয়েছিল।

এই তিনটি উপলক্ষ-এর—জন্ম, উত্তরাধিকার, ও সাফল্যের জন্য প্রাপ্তির—গভীর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং কীভাবে এই নামটি সব নামের চেয়েও মহান, সেটাও বলুন।

2

এই নামের পিছনে যে ব্যক্তি রয়েছেন

আমরা উপলব্ধি করেছি যে একটি নামের মহানতা নির্ভর করে সেই ব্যক্তির মহিমার উপর, যিনি সেই নামের নেপথ্যে বিদ্যমান। একটি নাম ততটাই সম্মানীয় যতটা সম্মানীয় সেই ব্যক্তি, যিনি তা ধারণ করেন। যখন আমরা সেই ব্যক্তির প্রতাপ ও মহিমাকে হৃদয়ে ধারণ করতে পারি, তখন আমরা তাঁর নামের মহত্বও উপলব্ধি করতে পারি। যেহেতু যীশু খ্রীষ্টই এই মহান নামের অধিকারী, তাই তাঁকে জানার মধ্য দিয়েই আমরা এই নামে এক অপরিমেয় আত্মবিশ্বাস ও সাহস লাভ করি।

এই অধ্যায়ে, আমরা নামের পিছনে থাকা ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মহত্ত্বের উপর প্রতিফলন করি। এটি যীশু কে, তার সম্পূর্ণ বর্ণনা নয়, বরং একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ যাতে আমরা সেই ব্যক্তির কথা স্মরণ করি যাঁর নাম নিয়ে আমরা অধ্যয়ন করছি। "যীশু" নামের পিছনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে চিন্তা করার জন্য আপনি এতে আরও কিছু যোগ করতে পারেন।

যীশুর নাম মহান, কারণ এই নাম সেই মহাপুরুষের প্রতিনিধিত্ব করে—যিনি যীশু নামে পরিচিত; যাঁর পরিচয় অতুল, যাঁর কার্য সম্পাদন ইতিহাস-পরিবর্তক, এবং যাঁর প্রতিশ্রুতি ভবিষ্যতের গৌরবময় দিনগুলির পূর্বাভাস বহন করে।

যিহোবা—"যীশু" নামটি হল এমন একজন ব্যক্তির নাম যিনি ত্রিত্ব ঈশ্বরের একজন। তাঁকে "সর্বশক্তিমান ঈশ্বর (*এল গিব্বোর*)", "সনাতন পিতা" (যিশাইয় 9:6) বলা হয়ে থাকে। তিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সাথে সমান (I যোহন 5:7)। তিনি সম্পূর্ণ ভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরকে প্রতিনিধিত্ব করেন (কলসীয় 1:19; কলসীয় 2:9)। তিনি যিহোবা, যেমন পিতা ও পবিত্র আত্মাও (যোহন 1:1-3; যোহন 20:28; রোমীয় 9:5; I তীমথিয় 3:16; তীত 1:3,4; ইব্রীয় 1:8)। তিনি হলেন মহান "আমি আছি" (যোহন 8:58); তিনি ইম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর (যিশাইয় 7:14; মথি 1:23)। যীশুর নামে ডাকার অর্থ হল যিহোবা ঈশ্বরকে ডাকা, অনন্তকালীন, স্বয়ং-

অস্তিত্বে থাকা, অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরকে ডাকা, যিনি তাঁর চুক্তিকে বজায় রাখেন।

যীশুর নামে আহ্বান জানানো মানে হলো সেই যিহোবা ঈশ্বরকে আহ্বান করা—যিনি অনন্ত, স্বয়ং-অস্তিত্বশীল, অপরিবর্তনীয় এবং চুক্তিতে অটল। তিনিই সেই বিশ্বস্ত ঈশ্বর, যিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে অবিচলভাবে রক্ষা করেন।

অনন্তকালীন বাক্য—"যীশু" নামটি সেই অনন্তকালীন বাক্যের নাম, যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং যিনি নিজেই ঈশ্বর (যোহন 1:1,2)। তিনি চিরকালীন ঈশ্বরীয় বাক্য (প্রকাশিত বাক্য 19:13)। দৃশ্যমান ও অদৃশ্য, এই জগতের সকল কিছুই তাঁর দ্বারা, তাঁর মাধ্যমে এবং তাঁর জন্য সৃষ্টি হয়েছে (যোহন 1:3; ইফিষীয় 3:9; কলসীয় 1:16)। তিনিই সমস্ত সৃষ্টির উৎস ও কারণ, কারণ সকল কিছু তাঁর মধ্য থেকেই উদ্ভূত এবং তাঁর দ্বারাই নির্ধারিত (প্রকাশিত বাক্য 3:14)। তিনি সকল কিছুর পূর্বে বিদ্যমান, এবং তিনিই সকল কিছুকে ধারণ করেন, বজায় রাখেন, চালিত করেন ও সম্পূর্ণতায় পৌঁছে দেন (কলসীয় 1:17; ইব্রীয় 1:3)। যীশুর নামের মধ্যে এমন পরাক্রমশালী শক্তি রয়েছে যা সৃষ্টি করতে পারে, প্রতিষ্ঠা করতে পারে, পরিচালনা করতে পারে, নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে পারে—দৃশ্যমান হোক বা অদৃশ্য, শারীরিক হোক বা আত্মিক—সমস্ত কিছু।

ঈশ্বরের পুত্র—"যীশু" নামটি সেই ঈশ্বরের নাম, যিনি মানুষরূপে জন্ম নিয়েছিলেন এবং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে এই পৃথিবীতে বাস করেছিলেন। তাঁর মতো আর কেউ কখনও ছিল না, এবং হবেও না। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, যিনি আমাদের কাছে স্বীয় রূপে প্রকাশিত হয়েছেন (2 করিন্থীয় 4:4; কলসীয় 1:15; ইব্রীয় 1:3)। তিনি পিতার মহিমার প্রকাশ, যা আমাদের কাছে প্রকাশিত (যোহন 1:14; ইব্রীয় 1:3)। তিনি পিতার সঙ্গে একরূপ, তাই যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করেছেন (যোহন 10:30; যোহন 14:7,9)। তিনি পিতার বাক্য উচ্চারণ করেছেন, পিতার কাজ সম্পন্ন করেছেন, এবং পিতার ইচ্ছাকেই পরিপূর্ণ করেছেন (ইব্রীয় 10:7)। তিনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (মথি 4:17)। তিনি সব কিছুর উত্তরাধিকারী, এবং সকল কিছুই তাঁকে অর্পিত হয়েছে (ইব্রীয় 1:2,8)। পবিত্র আত্মার শক্তিতে তিনি

ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং মৃত্যুর মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন (রোমীয় 1:4)। তাঁর পূর্ণতা থেকে আমরা সকলেই অনুগ্রহের উপর অনুগ্রহ লাভ করেছি (যোহন 1:16; রোমীয় 5:17)। যীশুর নামের উচ্চারণ পিতার মহিমাকে প্রকাশ করে, পিতার ইচ্ছাকে স্থাপন করে এবং এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত করে।

ঈশ্বরের মেষশাবক—"যীশু" নামটি সেই নিষ্পাপ, নির্দোষ, সিদ্ধ ঈশ্বরীয় মেষশাবকের নাম, যিনি একাই পৃথিবীর সমস্ত পাপকে দূর করতে সক্ষম ছিলেন (যোহন 1:29; প্রকাশিত বাক্য 5:6)। তিনি সেই ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি পৃথিবীর প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বলিদান হওয়ার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন (1 পিতর 1:18-20; প্রকাশিত বাক্য 13:8)। তিনি আমাদের সকলের মতোই পরীক্ষিত হয়েছিলেন, তবুও কখনও পাপ করেননি (ইব্রীয় 4:15)। তাঁর রক্ত ছিল পবিত্র, নিষ্কলুষ ও কোমল। ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে মহাপবিত্র স্থানে উৎসর্গিত সেই রক্তই আমাদের পরিত্রাণের মূল্য প্রদান করেছিল (ইব্রীয় 9:11,12)। তিনি আমাদেরকে তাঁর রক্তের মাধ্যমে ক্রয় করেছেন ও উদ্ধার করেছেন, এবং আমাদেরকে ঈশ্বরের জন্য রাজা ও যাজক করে তুলেছেন (ইফিষীয় 1:7; কলসীয় 1:13,14; 1 পিতর 1:18; 1 করিন্থীয় 6:20; প্রকাশিত বাক্য 1:5,6)। তিনিই নিস্তারপর্বের সেই মেষ (1 করিন্থীয় 5:7) যার রক্ত আমাদের ঢেকে রাখে, আমাদের রক্ষা করে এবং তাড়নাকারীর হাত থেকে মুক্তির ঘোষণা বহন করে। যখন আমরা ঘোষণা করি ঈশ্বরের মেষশাবকের রক্ত আমাদের জন্য কী করেছে, তখন আমরা শয়তান ও সমস্ত মন্দ আত্মার উপর বিজয় লাভ করি (প্রকাশিত বাক্য 12:11)। তিনি চিরন্তন কালের জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরীয় মেষশাবক হয়ে থাকবেন (প্রকাশিত বাক্য 22:3)। যীশুর নামের মধ্য দিয়ে আমাদের পাপ ক্ষমা করা হয়; আমরা ধৌত হই, শুচিকৃত হই, ও ধার্মিক গণ্য হই। যীশুর নামেই আমরা পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করি, এবং শয়তানের আর আমাদের উপর বা মধ্যে কোনো দাবি অবশিষ্ট থাকে না।

মসীহ, অভিষিক্ত ব্যক্তি—"যীশু" নামটি সেই মসীহের নাম—খ্রীষ্ট, পবিত্র অভিষিক্ত ব্যক্তি (দানিয়েল 9:25; গীতসংহিতা 2:2,7; মথি 16:16,17; যোহন 4:25,26)। তিনিই সেই দাস, যার বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী পূর্বে ঘোষণা করেছিলেন (যিশাইয় 42:1; যিশাইয় 49:6; যিশাইয় 52:13; যিশাইয় 53:11; মথি 12:18)। এই অভিষিক্ত ব্যক্তি ও তাঁর অভিষেক সমস্ত প্রকার মন্দ আত্মার ভার সরিয়ে দেন এবং শয়তানের জোয়াল ভেঙে

দেন (যিশাইয় 10:27)। যীশুর নামের মহাশক্তিতে প্রত্যেক মন্দ আত্মার অত্যাচার ছিন্নভিন্ন হয় এবং শয়তানের প্রতিটি বন্ধন চূর্ণ হয়ে যায়।

জগতের জ্যোতি—"যীশু" নামটি সেই ব্যক্তির নাম, যিনি হলেন প্রকৃত জ্যোতি (যোহন 1:9)। তিনি ঊষার প্রকাশ (লূক 1:78), উজ্জ্বল প্রভাতি তারা (2 পিতর 1:19; প্রকাশিত বাক্য 2:28; প্রকাশিত বাক্য 22:16)। তিনি জগতের জ্যোতি (যোহন 8:12), যাঁর আলো অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে—বিষণ্ণতা, নিরাশা ও হতাশাকে অপসৃত করে। কোনো অন্ধকারই এই জ্যোতির সামনে স্থায়ী হতে পারে না, অথবা তাকে কমিয়ে দিতে পারে না। যীশুর নামের মধ্যে, অন্ধকারের প্রতিটি কাজ, যা কিছু অন্ধকার উৎসারিত করেছে, তা বিলুপ্ত ও ধ্বংস হয়ে যায়। এই পরাক্রমশালী নামের সামনে অন্ধকার নিজেই পশ্চাদপসরণ করে।

উত্তম মেষপালক—"যীশু" নামটি হল উত্তম মেষপালকের নাম (যোহন 10:11), যিনি মেষদের মহান মেষপালক (ইব্রীয় 13:20), আমাদের প্রাণের মেষপালক ও তত্ত্বাবধায়ক (1 পিতর 2:25), এবং প্রধান মেষপালক (1 পিতর 5:4)। তিনি তাঁর মেষদের কোমলতার সাথে পথপ্রদর্শন করেন, নেতৃত্ব দেন, পরিতৃপ্ত করেন, সান্ত্বনা জাগান, আরোগ্য দান করেন, পুনঃস্থাপন করেন, রক্ষা করেন এবং আগলে রাখেন। যীশুর নামের মধ্যে, আমরা যারা তাঁর মেষ, আমরা নিরাপদে আশ্রয় পাই; আর কেউ আমাদেরকে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হবে না।

পথ, সত্য ও জীবন—"যীশু" নামটি সেই মহান ব্যক্তিত্বের নাম, যিনি হলেন পিতার কাছে যাওয়ার একমাত্র পথ (যোহন 14:6)। তিনিই হলেন দরজা (যোহন 10:7)—ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র দ্বার। তিনি সত্য। মিথ্যা, প্রতারণা, বিতর্ক ও সমস্ত মানবিক যুক্তি তাঁর সামনে নিরর্থক হয়ে পড়ে। তিনি হলেন সত্য স্বয়ং, যিনি মানুষকে প্রকৃত মুক্তি দান করেন (যোহন 8:31,32,36)। তিনি জীবন। তিনি জীবনদায়ী অন্ন, অনন্ত জীবনের উৎস (যোহন 6:33,35,48-51)। তিনি জীবনদায়ী জল (যোহন 4:10,14; যোহন 7:37,38; প্রকাশিত বাক্য 21:6; প্রকাশিত বাক্য 22:17)। তিনি জীবন দান করেন, এবং তা পরিপূর্ণতায় পরিণত করেন (যোহন 10:10)। তাঁর মধ্যে আমাদের অন্তরের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হয়, এবং আমাদের অন্তর্নিহিত চাহিদাগুলি তৃপ্তি লাভ করে। যীশুর নামের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি পথ খুঁজে পায়, সত্য তাকে পরিচালনা করে, মুক্তি

দেয় এবং রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। আর যারা পাপের মধ্যে মৃত, তারা যীশুর নামের মাধ্যমে অনন্ত জীবনের স্পর্শ লাভ করে।

উদ্ধারকর্তা—“যীশু” নামটি এই জগতের পরিত্রাতার নাম (মথি 1:21; লূক 2:11; 1 তীমথিয় 1:15; 1 যোহন 4:14)। তিনি সমগ্র পৃথিবীর পাপ স্বেচ্ছায় নিজের উপর বহন করেছেন (যিশাইয় 53:4; 1 যোহন 2:2); যে দণ্ডমূল্য আমাদের দেওয়া উচিত ছিল, তা তিনি পরিশোধ করেছেন এবং আমাদের হয়ে নরকের অভিমুখে অবতরণ করেছেন, যাতে আমরা নিখরচায় ক্ষমা লাভ করতে পারি। যীশুর নামেই পাপ ক্ষমা হয় এবং আমরা মুক্তি লাভ করি। তাঁর নামেই পরিত্রাণ নিহিত!

আরোগ্যদাতা—“যীশু” নামটি এক মহান চিকিৎসকের নাম, যিনি সকল প্রকার রোগ ও ব্যাধি হইতে আমাদের মুক্তি প্রদান করেন (মথি 4:23-25)। তিনি খঞ্জকে চলতে সক্ষম করেছিলেন, অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছিলেন, বধিরকে শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, বোবাকে বাকশক্তি প্রদান করেছিলেন, কুষ্ঠরোগীদের পরিপূর্ণভাবে আরোগ্য করেছিলেন এবং মানুষকে যাবতীয় রোগব্যাধি হইতে সুস্থ করে তুলেছিলেন (মথি 15:29-31)। তিনি আমাদের সকল অসুখ ও রোগ স্বীয় দেহে বহন করেছিলেন ক্রুশের উপর, যাতে তাঁর ঘায়ের দ্বারা আমরা আরোগ্য লাভ করি (যিশাইয় 53:4,5; 1 পিতর 2:24)। তিনি ধার্মিকতার সূর্য, যিনি স্বীয় ডানার ছায়ায় আরোগ্য নিয়ে আমাদের আচ্ছাদিত করেন (মালাখি 4:2)। যীশুর নামের মধ্যেই সুস্থতার প্রতিশ্রুতি নিহিত। রোগ, দুরারোগ্য ব্যাধি, প্রতিবন্ধকতা, শারীরিক বিকলতা এবং দীর্ঘকালীন দুর্বলতা সেই নামের সম্মুখে অবনত হয়, যেন মানুষ আরোগ্যলাভ করতে পারে।

***শালোমের* রাজকুমার**—“যীশু” নামটি সেই মহান ব্যক্তির নাম, যিনি *শালোমের* রাজকুমার, শান্তিরাজ (যিশাইয় 9:6)। তিনি সেই রাজা, যিনি প্রত্যেক আগতের জীবনে পরিপূর্ণতা ও পূর্ণ শান্তি আনয়ন করেন। ক্রুশের উপর তিনি আমাদের শাস্তি নিজে বহন করেছেন, যাতে আমাদের *শালোম* দান করতে পারেন—শান্তি, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা (যিশাইয় 53:5)। তিনি এমন এক নিখুঁত শান্তি প্রদান করেন, যা জগত দিতে অক্ষম (যোহন 14:27; যোহন 16:33)। যীশুর নাম উচ্চারণই এক গভীর *শালোম* বয়ে আনে—শান্তি, সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, পূর্ণাঙ্গ সুস্থতা। এই নাম আমাদের ভয়কে প্রশমিত করে, বিভ্রান্তিকে অপসারিত করে, অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করে এবং অন্তরে এক অপূর্ব পূর্ণতা স্থাপন করে।

অলৌকিক কার্যকারী ব্যক্তি—"যীশু" নামটি সেই মহান অলৌকিক কার্যকারী ব্যক্তির নাম, যিনি সকল আশীর্বাদের উৎস। তিনি মৃতকে জীবিত করেছেন, জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছেন, অল্প খাদ্যকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছেন, ঝড় ও উত্তাল ঢেউকে স্তব্ধ করেছেন, জেলেদের অভাব পূরণ করে নৌকা ভরিয়ে তুলেছেন, এবং আরও বহু অলৌকিক কাজ করেছেন—যা তিনি আজও অব্যাহতভাবে করে চলেছেন (ইব্রীয় 13:8)। তিনি সেই পরিত্রাতা, যিনি আমাদের অবাধ্যতার সমস্ত অভিশাপকে দূর করেছেন—ক্রুশের উপর নিজে অভিশপ্ত হয়ে (গালাতীয় 3:13,14)। তিনিই অব্রাহামের আশীর্বাদসমূহকে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা ঈশ্বরের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত আধ্যাত্মিক আশীর্বাদে পরিপূর্ণ (ইফিষীয় 1:3)। যীশুর নাম উচ্চারিত হলে অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে, অসম্ভব সম্ভব হয়ে ওঠে, প্রতিটি অভিশাপ অপসারিত হয়, এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ অবাধে আমাদের জীবনে প্রবাহিত হয়।

একজন স্বজাতীয় উদ্ধারকর্তা—"যীশু" নাম এক মহান ব্যক্তির নাম, যিনি আমাদের স্বজাতীয় উদ্ধারকর্তা ও মুক্তিদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন (যিশাইয় 59:20; রোমীয় 11:26)। তিনি আমাদের মতোই হয়ে উঠেছেন (ইব্রীয় 2:11,14,15; ইব্রীয় 10:5), আমাদের রক্তসম্পর্কীয় ভাই, আমাদের পরিবারের একজন সদস্য, যাতে তিনি আমাদের দুরবস্থায় নেমে এসে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন। তিনি শেষ আদম, দ্বিতীয় পুরুষ (1 করিন্থীয় 15:45-47), মানব যীশু খ্রীষ্ট (1 তীমথিয় 2:5), যিনি আমাদের পতন থেকে উদ্ধার করেছেন। আদম আমাদের যে সমস্ত অভিশাপ ও পরাধীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের সেখান থেকে মুক্ত করেছেন। তিনি নিজেকে একটি পবিত্র বলিদানরূপে উৎসর্গ করলেন এবং সমস্ত মানুষের মুক্তির মূল্য স্বয়ং পরিশোধ করলেন (1 তীমথিয় 2:6)। তিনি দারিদ্র্য বরণ করলেন, যাতে আমরা তাঁর দয়ার দ্বারা ধনবান হতে পারি (2 করিন্থীয় 8:9)। এখন আমরা সদাপ্রভুর দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত—পাপের পরাধীনতা থেকে রেহাই পেয়েছি (রোমীয় 6:14; তীত 2:14), প্রত্যেক অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করেছি (গালাতীয় 3:13), শয়তানের আধিপত্য থেকে উদ্ধার পেয়ে গেছি (কলসীয় 1:13,14), এবং এই বর্তমান দুষ্কৃতিময় যুগ থেকেও তিনি আমাদের উদ্ধার করেছেন (গালাতীয় 1:4)। তিনি আমাদের যা ছিলাম, তাই হয়ে উঠলেন—যাতে তিনি আমাদের সেখানে তুলে আনতে পারেন যেখানে তিনি রয়েছেন, এবং আমাদের ঈশ্বরের পুত্র

ও কন্যা, তাঁর সহ-দায়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। তাঁর মধ্যস্থতায় আমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছি, ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয়েছি এবং জীবনে রাজত্ব করছি (রোমীয় 5:15-19)। আমাদের মুক্তিদাতা জীবিত (ইয়োব 19:25,26)। যীশুর পরাক্রমশালী নাম আমাদেরকে মুক্ত করে, ক্রয় করে, স্বাধীনতা দেয়, বন্ধন ভাঙে, তাড়িতদের মুক্তি দেয়, বন্দীদের মুক্ত করে এবং জীবনের উপর বিজয়ী কর্তৃত্ব প্রদান করে।

শয়তানের বিনাশকারী—"যীশু" নামটি সেই মহান ব্যক্তির নাম, যিনি এক নারীর গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন শয়তানের মস্তক চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে (আদিপুস্তক 3:15)। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি শয়তানকে এই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করার আসনচ্যুত করে দিয়েছিলেন (যোহন 12:31)। এই যীশুই সেই পরম পবিত্র ব্যক্তি, যার মধ্যে শয়তান কোনো পাদানির স্থান খুঁজে পায়নি, প্রবেশের অধিকার পায়নি, কোনো প্রকার ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব লাভ করতে পারেনি (যোহন 14:30)। এই যীশুই ক্রুশের উপর শয়তানের বিচার কার্য সম্পন্ন করেন, তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তার চূড়ান্ত পরিণতির ঘোষণা দেন (যোহন 16:11)। এই যীশুই ক্রুশের মাধ্যমে শয়তান ও তার সমুদয় অশুচি আত্মাদের নিরস্ত্র করেন এবং প্রকাশ্যে তাদের উপর তাঁর জয়ঘোষণা করেন (কলসীয় 2:15)। তিনি সেই পরাক্রমশালী ব্যক্তি, যিনি আরেক বলিষ্ঠ জনের গৃহে প্রবেশ করে, তাকে পরাস্ত করে তার সমস্ত সম্পত্তি উদ্ধার করেছেন (লূক 11:21,22)। এই যীশুই তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে শয়তানকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন (ইব্রীয় 2:14)। আর তিনি এই সকল কিছুই করেছেন আমাদের জন্য—আমাদের হয়ে, আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে। অতএব আজ, যীশুর পরাক্রমশালী নাম উচ্চারিত হলেই শয়তান ও তার অশুভ আত্মারা কাঁপতে শুরু করে, ভীত হয়ে পলায়ন করে; মন্দ আত্মারা বিতাড়িত হয়, শয়তানের কার্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, আর লোকেরা পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করে।

এক বিজয়ী রাজা, অনন্তকালীন রাজা—"যীশু", এই নামটি সেই মহান ব্যক্তির নাম, যিনি নরক ও মৃত্যুর শক্তিকে পরাভূত করে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন; তিনিই মৃতদের মধ্য হতে প্রথমজাত (প্রকাশিত বাক্য 1:5,18; কলসীয় 1:18)। তিনি সেই যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী (মথি 28:18); সকল সৃষ্টির শিরোমণি, যাঁর পায়ের অধীনে সমস্ত কিছু নিম্নস্থ করা হয়েছে। তিনি পিতার দক্ষিণ পাশে অধিষ্ঠিত—সমস্ত রাজ্য, ক্ষমতা ও নামের ঊর্ধ্বে, কেবল এই যুগে নয়,

ভবিষ্যৎ যুগেও যেসব নাম উদিত হবে, তাদের সকলের ঊর্ধ্বে (ইফিষীয় 1:20-22)। তিনি এখন নতুন নিয়মের মধ্যস্থ, (1 তীমথিয় 2:4,5; ইব্রীয় 7:25; ইব্রীয় 8:6; ইব্রীয় 9:16,17) আমাদের ধর্মপ্রতিজ্ঞার প্রেরিত (ইব্রীয় 3:1), অগ্রদূত (ইব্রীয় 6:20), প্রকৃত আবাসতাম্বুর সেবক (ইব্রীয় 8:2), মহাযাজক (ইব্রীয় 3:1; ইব্রীয় 4:14), পক্ষসমর্থক (1 যোহন 2:1) ও করুণাময় সদ্ভাবনার প্রতীক (ইব্রীয় 7:25)। তিনি প্রথম ও শেষ, আলফা ও ওমেগা—সকল কিছুর মধ্যে যাঁর দ্বারা সবকিছু স্থিতি পায়। তিনি আদি, তিনি অনন্ত; তিনিই পরিপূর্ণতা, তিনিই সার্বভৌম (প্রকাশিত বাক্য 1:8; প্রকাশিত বাক্য 2:8; প্রকাশিত বাক্য 21:6; প্রকাশিত বাক্য 22:13)। তিনি হলেন 'আমেন' (প্রকাশিত বাক্য 3:14)—ঈশ্বরের সকল উদ্দেশ্যের পরিণত রূপ (ইফিষীয় 1:10; ইফিষীয় 3:10,11)। তিনি যিশয়ের গুঁড়ি (যিশাইয় 11:1), শাখা (যিশাইয় 11:1; সখরিয় 3:8; সখরিয় 6:12), দায়ূদের বংশজাত (2 তীমথিয় 2:8) ও মূলস্বরূপ (প্রকাশিত বাক্য 5:5; প্রকাশিত বাক্য 22:16), যিহূদা গোত্রের সিংহ (প্রকাশিত বাক্য 5:5), যিনি বিজয় অর্জন করেছেন। তিনি এই পৃথিবীর রাজা (প্রকাশিত বাক্য 1:5), খ্রীষ্ট আমাদের প্রভু (1 তীমথিয় 1:12), প্রতাপের প্রভু (1 করিন্থীয় 2:8), সর্বজনের প্রভু (প্রেরিত 10:36)। তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদায় অভিষিক্ত, সমস্ত কিছুর পরম শিরে, চিরকালের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত (কলসীয় 1:18)। তিনিই সেই ধন্য ও একমাত্র ক্ষমতাবান, রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু—অবিনশ্বর, অদৃশ্য, অনন্ত, যাঁর জন্য সমস্ত সম্মান ও মহিমা চিরকালীন (1 তীমথিয় 6:15,16; প্রকাশিত বাক্য 19:15,16)। আমাদের যা কিছু প্রয়োজন, তাঁর নামই তার যোগানদাতা। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নামেই আজ্ঞাবহ; স্বর্গ, পৃথিবী ও পাতাল—সর্বত্রই প্রতিটি হাঁটু নত হবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা স্বীকার করবে যে তিনিই প্রভু, যীশু খ্রীষ্ট।

যখন তাঁর নাম বিশ্বাস সহকারে আহ্বান করা হয়, তখন সেই সমস্ত কিছুই সম্ভবপর হয়ে ওঠে, যা তিনি শারীরিকভাবে এই পৃথিবীতে অবস্থানকালে সম্পাদন করেছিলেন। তাঁর নাম আমাদের যত নিকটে, তিনিও ততটাই আমাদের নিকটবর্তী। তিনি যা কিছু স্বরূপে এবং যা কিছু কার্যরূপে সম্পন্ন করেছেন, তার সমস্ত ঐশ্বরিক প্রকাশ সেই গৌরবময় নামের মধ্যেই নিহিত। যীশু স্বয়ং তাঁর নামের মাধ্যমে বর্তমান।

তিনি যা কিছু স্বরূপে এবং যা কিছু কার্যরূপে
সম্পন্ন করেছেন, তার সমস্ত পরিপূর্ণতা ও প্রকাশ
সেই গৌরবময় নামের মধ্যেই নিহিত।

চিন্তাভাবনা

1) যীশু নামধারী ব্যক্তির পরিচয়, তিনি কী কী করেছেন এবং ভবিষ্যতে কী করবেন, তা নিয়ে চিন্তা করুন। এই অধ্যায়ে যেগুলি বলা হয়নি, এমন অন্তত তিনটি দিক তালিকাভুক্ত করুন, যেগুলি আপনি যীশুর পরিচয়ের তালিকায় যোগ করতে পারেন।

3

পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের নামের প্রকাশ

আমরা যখন গভীরতরভাবে অনুসন্ধান করতে চলেছি যে প্রভু যীশু তাঁর নাম ব্যবহারের অধিকার প্রদান করে বিশ্বাসীদের জন্য কী কী উপলব্ধ করেছেন, তখন আমাদের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচন করা আবশ্যক।

প্রথমত, আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে যীশু যখন 12 জন প্রেরিত ও পরবর্তীতে 70 জন শিষ্যকে তাঁর নাম ব্যবহারের বিষয়ে নির্দেশ দেন, তখন তারা সকলেই ছিলেন ইহুদি। আত্মিক উত্তরাধিকার সূত্রে ঈশ্বরের নাম ব্যবহারের বিষয়ে তাদের হৃদয়ে এক গভীর পবিত্রতা ও সচেতনতা বিদ্যমান ছিল। নতুন নিয়মের অনুসারী হিসেবে, আমাদের জন্য পুরাতন নিয়মের দিকে ফিরে তাকানো এবং সেখানকার দৃষ্টান্তসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এই বিষয়ে গভীর বোধ গঠনে সহায়ক হবে। এই অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরের নাম ব্যবহারের বিষয়ে পুরাতন নিয়মের একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যয়ন করবো।

দ্বিতীয়ত, প্রভু যীশু আমাদের কাছে এক সিদ্ধ আদর্শ, যিনি আত্মিক কর্তৃত্ব ও অধিকার সহকারে গমনাগমন করেছেন। তিনি পিতার নামে এসেছিলেন এবং সেই নামেই তাঁর কার্যসম্পাদন করেছেন। অতঃপর, তিনি আমাদেরকে তাঁরই নামে প্রেরণ করেছেন, যাতে আমরা তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি, যেমন তিনি পিতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এইজন্য পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা পর্যালোচনা করবো — পিতার নামে যীশুর এই পৃথিবীতে আগমন আসলে কী অর্থ বহন করে। সেই আলোকে আমরাও যেন যীশুর নামে এই পৃথিবীতে প্রসারিত হই, এবং তাঁর মহিমা বহন করি।

এই দুইটি দিক অনুধাবন করার পর আমরা প্রবেশ করবো সেই সৌভাগ্য ও অধিকার বিষয়ে, যা যীশুর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। তখন আমরা নতুন নিয়মে এই বিষয়ে কী কী প্রকাশ পাওয়া যায়, তা অনুসন্ধান করবো।

প্রথমেই আমরা উপস্থাপন করবো ঈশ্বরের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাম ও শিরোনাম, যেগুলি আমরা পুরাতন নিয়মে দেখতে পাই। তারপর আমরা লক্ষ্য করবো, কীভাবে ইস্রায়েলের জাতি তাদের দৈনন্দিন জীবনে ঈশ্বরের নামকে সম্মান ও মহিমান্বিত করতো।

এলোহিম (ঈশ্বর)

আদিপুস্তক 1:1

আদিতে ঈশ্বর *(এলোহিম)* **আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন।**

ইব্রীয় শব্দ *'এলোহিম'* হল পুরাতন নিয়মে "ঈশ্বর" অর্থে ব্যবহৃত সবচেয়ে প্রচলিত শব্দগুলির মধ্যে একটি, যা এক সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী ঈশ্বরকে নির্দেশ করে। লক্ষণীয়, *'এলোহিম'* শব্দটি ইব্রীয় ভাষায় বহুবচন রূপে ব্যবহৃত হয়, যার অর্থ হতে পারে "দেবতাগণ" কিংবা "পরাক্রান্ত ব্যক্তিগণ"। তবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো—যখন এই শব্দটি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে নির্দেশ করে, তখন তা সর্বদা একবচন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, *'এলোহিম'* যদিও বহুবচন নাম, ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এটি একত্ব ও অভিন্ন সত্তার অভিব্যক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ঈশ্বরের অভিন্ন ও অবিভক্ত প্রকৃতি এবং একই সঙ্গে একটি পরম ঐক্যের চিত্র তুলে ধরে: *"হে ইস্রায়েল, শুন; আমাদের ঈশ্বর (এলোহিম) সদাপ্রভু (যিহোবা) একমাত্র সদাপ্রভু"* (দ্বিতীয় বিবরণ 6:4)। এই *'এলোহিম'* একটি সমষ্টিগত বিশেষ্য, যা ত্রিত্ব ঈশ্বরের পরিচয়ে ইঙ্গিতবহ: একজন ঈশ্বর, কিন্তু তিন ব্যক্তিতে প্রকাশিত। যেমন পবিত্রশাস্ত্রে বলা হয়েছে: *"বস্তুতঃ তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন, আত্মা, জল ও রক্ত; এবং এই তিনের সাক্ষ্য এক"* (1 যোহন 5:8)। *'এলোহিম'*—যিনি বাইবেলের ঈশ্বর, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সহ সমস্ত সৃষ্টির অধিপতি—তিনিই একসত্তা ঈশ্বর, যিনি ত্রিত্বরূপে স্বপ্রকাশিত: পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

এল (ঈশ্বর)

হিব্রু শব্দ *'এল'* যার অর্থ "ঈশ্বর" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে, তা শক্তিশালী, সর্বশক্তিমান বা ক্ষমতাশালী বোঝায়। এটি ঈশ্বরকে পরাক্রমশালী সত্ত্বা হিসেবে দেখায়। এর প্রথম উল্লেখ আদিপুস্তক 14:18 পদে পাওয়া যায়। *'এল'* ঈশ্বরের বেশ কয়েকটি গুণের সাথে সংযুক্ত (কয়েকটি শাস্ত্রীয় উল্লেখ সহ তালিকাভুক্ত)। প্রদত্ত শাস্ত্রীয় উল্লেখগুলি খুঁজে বের করা, ধ্যান করা এবং ঈশ্বরের এই নাম ও গুণাবলীতে গভীরভাবে মনোযোগ দেওয়া আপনার সময়কে সার্থক করবে।

আপনি যখন ঈশ্বরের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে ধ্যান করছেন, তাঁর প্রতি আরাধনা যেন আপনার হৃদয়ে উদিত হয়।

- ***এল এলয়োন:*** পরাৎপর ঈশ্বর (আদিপুস্তক 14:18-22)
- ***এল সাদ্দাই:*** সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সম্পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন (আদিপুস্তক 17:1)
- ***এল ওলাম:*** অনন্তকালীন ঈশ্বর, অনন্তকালের ঈশ্বর, চিরকালের ঈশ্বর (আদিপুস্তক 21:33)
- ***এল কান্না:*** সগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর (যাত্রাপুস্তক 20:5)
- ***এল রাখূম:*** দয়ালু ঈশ্বর, করুনাময় ঈশ্বর (দ্বিতীয় বিবরণ 4:31)
- ***এল আমান:*** বিশ্বস্ত ঈশ্বর (দ্বিতীয় বিবরণ 7:9)
- ***এল গাদোল:*** মহান ঈশ্বর (দ্বিতীয় বিবরণ 7:21; দ্বিতীয় বিবরণ 10:17)
- ***এল গিব্বোর:*** শক্তিশালী ঈশ্বর, যোদ্ধা ঈশ্বর (দ্বিতীয় বিবরণ 10:17)
- ***এল ইয়ারে:*** ভয়ংকর ঈশ্বর (দ্বিতীয় বিবরণ 10:17)
- তিনি বিশ্বাস্য ঈশ্বর (*এল*), তাঁহাতে অন্যায় নাই; তিনিই ধর্ম্মময় ও সরল। (দ্বিতীয় বিবরণ 32:4)
- ***এল খাহী:*** জীবন্ত ঈশ্বর (যিহোশূয় 3:10)

ঈশ্বরের নাম ও
উপাধিগুলি তাঁর স্বভাব
ও গুণাবলির মহিমাময়
প্রকাশ।

আমি যে আছি সেই আছি

যাত্রাপুস্তক 3:13-15

13 পরে মোশি ঈশ্বরকে কহিলেন, দেখ, আমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের নিকটে গিয়া বলিব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তাঁহার নাম কি? তবে তাহাদিগকে কি বলিব?
14 ঈশ্বর মোশিকে কহিলেন, "আমি যে আছি সেই আছি"; আরও কহিলেন, ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এইরূপ বলিও, "আছি" তোমাদের নিকটে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।
15 ঈশ্বর মোশিকে আরও কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে এই কথা বলিও,

যিহোবা [সদাপ্রভু], তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর তোমাদের নিকটে আমাকে পাঠাইয়াছেন; আমার এই নাম অনন্তকালস্থায়ী, এবং এতদ্দ্বারা আমি পুরুষে পুরুষে স্মরণীয়।

এখানে যাত্রাপুস্তক 3 অধ্যায়ে যেমন লিপিবদ্ধ আছে, যখন মোশি ঈশ্বরের নাম জিজ্ঞাসা করলেন, *'এলোহিম'* মোশিকে বললেন, "আমি যে আছি" (সর্বদা বিদ্যমান, সর্বদা থাকিব), অথবা সংক্ষেপে "আমি যে আছি" যা ঈশ্বরকে বোঝায় যিনি সর্বদা বিদ্যমান, যিনি সর্বদা আছেন। বাইবেলের ঈশ্বর হলেন সেই ঈশ্বর যিনি সময়ের ঊর্ধ্বে। তিনি চিরন্তন বর্তমানে বাস করেন। তিনি আছেন। তিনি এমন এক রাজ্যে বাস করেন যা সময়ের বাইরে। আমরা যেমন সময়কে জানি, তা ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বহীন। তিনিই চিরন্তন, স্ব-অস্তিত্বশীল ঈশ্বর। এই মহান 'আমি যে আছি' হলেন *"অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্‌হাকের ঈশ্বর এবং যাকোবের ঈশ্বর"।* এই পিতৃপুরুষগণ এই মহান 'আমি যে আছি'-এর পথে চলেছিলেন এবং তাঁর সেবা করেছিলেন।

আকর্ষণীয়ভাবে, আমরা দেখি যে নতুন নিয়মেও প্রভু যীশু নিজের পরিচয়ের জন্য এই একই মহান শিরোনামটি ব্যবহার করেছেন: *"সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি"* (যোহন 8:58)।

যিহোবা (সদাপ্রভু)

ইস্রায়েল জাতির কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাপূর্ণ নামটি হল চুক্তিভিত্তিক নাম — যিহোবা (*ইয়েহোভা* বা *ইয়াহোয়ে*)। এই নামটি সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এটি ঈশ্বরের সঙ্গে ইস্রায়েল জাতির এক অটুট, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কের প্রতীক। বাংলা বাইবেলের বিভিন্ন অনুবাদে এই নামটি 'সদাপ্রভু', 'পিতা পরমেশ্বর' ইত্যাদি রূপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

যাত্রাপুস্তক 6:2-4

2 ঈশ্বর মোশির সহিত আলাপ করিয়া আরও কহিলেন, আমি যিহোবা [সদাপ্রভু];
3 আমি অব্রাহামকে, ইস্‌হাককে ও যাকোবকে 'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর' বলিয়া দর্শন দিতাম, কিন্তু আমার যিহোবা [সদাপ্রভু] নাম লইয়া তাহাদিগকে আমার পরিচয় দিতাম না।
4 আর আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিয়াছি, আমি তাহাদিগকে কনান দেশ দিব, যে দেশে তাহারা প্রবাস করিত, তাহাদের সেই প্রবাস-দেশ দিব।

"যিহোবা" নামটি অনন্তকালীন, স্বয়ং-অস্তিত্বশীল, অপরিবর্তনীয় সেই ঈশ্বরকে নির্দেশ করে যিনি তাঁর চুক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। যখন ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং তাঁকে একটি মহৎ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর নাম "যিহোবা"-র উপর গুরুত্বারোপ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি সেই ঈশ্বর, যিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পালন করেন এবং কালের অতল জুড়ে তাঁর চুক্তিকে রক্ষা করেন। "যিহোবা" নামটি একটি বিশেষ চুক্তিগত নাম, যা তিনি তাঁর নির্বাচিত জাতির জন্য প্রবর্তন করেছিলেন। এই নামের মাধ্যমে তিনি তাঁর জনগণের সঙ্গে একটি পবিত্র সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক সম্পদ ও আশীর্বাদ তাঁদের জন্য উপলব্ধ করেন। তিনি কামনা করেছিলেন যে, তাঁর লোকেরা যেন এই নামকে যথাযোগ্য সম্মান ও ভক্তিসহকারে উচ্চারণ করে এবং একমাত্র তাঁকেই পূজা ও মহিমা প্রদান করে: *"আমি সদাপ্রভু, ইহাই আমার নাম; আমি আপন গৌরব অন্যকে, কিম্বা আপন প্রশংসা ক্ষোদিত প্রতিমাগণকে দিব না।"* (যিশাইয় 42:8)

পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রসমূহে আমরা দেখতে পাই, 'যিহোবা' নামের সঙ্গে সংযুক্ত বহু শিরোনাম ঈশ্বরের চরিত্রের বিভিন্ন দিককে উদ্ঘাটন করে—তিনি কে, এবং তিনি তাঁর জনগণের প্রতি কীভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন ও কার্যকরী হন।

- ***যিহোবা-এলোহিম:*** অনন্তকালীন সৃষ্টিকর্তা (আদিপুস্তক 2:4-25)
- ***আদোনাই-যিহোবা:*** সার্বভৌম সদাপ্রভু; মালিক যিহোবা (আদিপুস্তক 15:2,8)
- ***যিহোবা-যিরহ:*** সদাপ্রভু আমাদের যোগানদাতা (আদিপুস্তক 22:8-14)
- ***যিহোবা-রাফা:*** সদাপ্রভু আমাদের আরোগ্যদাতা (যাত্রাপুস্তক 15:26)
- ***যিহোবা-নিসি:*** সদাপ্রভু আমাদের পতাকা (যাত্রাপুস্তক 17:15)
- ***যিহোবা-এলোহেকা:*** সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর (যাত্রাপুস্তক 20:2,5,7)
- ***যিহোবা-মেকাদ্দিশকেম:*** সদাপ্রভু আমাদের পবিত্রকারী (যাত্রাপুস্তক 31:13; লেবীয় 20:8; লেবীয় 21:8; লেবীয় 22:9,16,32; যিহিষ্কেল 20:12)
- ***যিহোবা-শালম:*** সদাপ্রভু আমাদের শান্তি (বিচারকর্ত্তৃগণ 6:24)
- ***যিহোবা-সাবাথ:*** বাহিনীগণের সদাপ্রভু (1 শমূয়েলে 1:3; ইত্যাদি, 284 বার)

- ***যিহোবা-এলিওন:*** পরাৎপর সদাপ্রভু (গীতসংহিতা 7:17; গীতসংহিতা 47:2; গীতসংহিতা 97:9)
- ***যিহোবা-রোহি:*** সদাপ্রভু আমাদের পালক (গীতসংহিতা 23:1)
- ***যিহোবা-হোসেনু:*** সদাপ্রভু আমাদের নির্মাতা (গীতসংহিতা 95:6)
- ***যিহোবা-এলোহিনু:*** সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বর (গীতসংহিতা 99:5,8,9)
- ***যিহোবা-সিদকেনু:*** সদাপ্রভু আমাদের ধার্মিকতা (যিরমিয় 23:6; যিরমিয় 33:16)
- ***যিহোবা-শাম্মা:*** সদাপ্রভু তত্র (যিহিস্কেল 48:35)
- ***যিহোবা-এলোহায়:*** সদাপ্রভু আমার ঈশ্বর (সখরিয় 14:5)

দৈনন্দিন জীবনে সদাপ্রভুর নাম

এখন আমরা এক দৃষ্টিপাত করবো, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকদের কাছে সদাপ্রভুর নামের তাৎপর্য কী ছিল। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে এই প্রকাশ বা আত্মিক উপলব্ধি ছিল প্রগতিশীল—অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকেরা সময়ের প্রবাহে ও প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ধীরে ধীরে এই সত্যগুলি উপলব্ধি করেছে।

লোকেরা সদাপ্রভুর নামে তাঁকে আরাধনা করত। অব্রাহাম এই বিষয়ে এক মহান উদাহরণ, যিনি তাঁর যাত্রাপথে বিভিন্ন স্থানে বেদি নির্মাণ করে সদাপ্রভুর নামে আহ্বান করেছিলেন (আদিপুস্তক 12:8; আদিপুস্তক 13:4; আদিপুস্তক 21:33; আদিপুস্তক 22:14; আদিপুস্তক 26:25)। বিশেষ বিশেষ সাক্ষাৎ ও ঘটনা একটি নতুন নামে ঈশ্বরের নতুন এক প্রকৃতি প্রকাশ করত। **যেমন:** *যিহোবা-জিরে*—"সদাপ্রভু যোগানদাতা" (আদিপুস্তক 22:14)।

লোকেরা ঈশ্বর যা করতেন, তার ভিত্তিতেই তাঁর নামের মাধ্যমে তাঁকে মহিমান্বিত করত। উদাহরণস্বরূপ, লাল সমুদ্র পার হওয়ার পর তারা গাইল, *"সদাপ্রভু যুদ্ধবীর; সদাপ্রভু তাঁহার নাম"* (যাত্রাপুস্তক 15:3)। আবার, অমালেকীয়দের বিরুদ্ধে বিজয়ের পরে, *"পরে মোশি এক বেদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম যিহোবা-নিঃষি [সদাপ্রভু আমার পতাকা] রাখিলেন"* (যাত্রাপুস্তক 17:15)।

তারা যেন ঈশ্বরের নাম অনর্থক না উচ্চারণ করে। দশ আজ্ঞার তৃতীয় আজ্ঞায় বলা হয়: *"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না, কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক লয়, সদাপ্রভু তাহাকে নির্দোষ করিবেন না"* (যাত্রাপুস্তক 20:7)। *"আর আমার নাম লইয়া মিথ্যা দিব্য করিও না, করিলে তোমার ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা হয়; আমি সদাপ্রভু"* (লেবীয়পুস্তক 19:12)।

তাঁর নাম ঘোষণা করা মানেই ছিল মহিমার প্রকাশ। এটি একটি গভীর আত্মিক সত্য যা পুরাতন নিয়মে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। মোশি যখন ঈশ্বরের মহিমা দেখার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তখন ঈশ্বর বলেন, *"আমি তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব।"* (যাত্রাপুস্তক 33:19) এই নামের ঘোষণা ছিল এক রাজকীয় আগমনের প্রচার, এক অনুপম প্রতাপের প্রকাশ। *"তখন তিনি কহিলেন, বিনয় করি, তুমি আমাকে তোমার প্রতাপ দেখিতে দেও। ঈশ্বর কহিলেন, আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব, ও তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব; আর আমি যাহাকে দয়া করি, তাহাকে দয়া করিব; ও যাহার প্রতি করুণা করি, তাহার প্রতি করুণা করিব"* (যাত্রাপুস্তক 33:18,19; দেখুন যাত্রাপুস্তক 34:5-8)।

সদাপ্রভুর নামের ঘোষণা মানেই তাঁর
মহিমা ও গৌরবের উজ্জ্বল প্রকাশ।

তাঁর নামে শপথ নেওয়া। আরও এক আশ্চর্য বিষয় হলো, ঈশ্বর নিজেই আদেশ দিয়েছিলেন সদাপ্রভুর নামে শপথ নিতে। এতে ঈশ্বর সেই শপথের সাক্ষী হয়ে যেতেন, এবং তা এক গম্ভীর প্রতিশ্রুতি রূপে পরিগণিত হতো। *"তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকেই ভয় করিবে, তাঁহারই সেবা করিবে, ও তাঁহারই নাম লইয়া দিব্য করিবে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 6:13)। যোনাথন ও দায়ূদ, উভয়েই ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিলেন (1 শমূয়েল 20:42)। তবে প্রভু যীশু পরে শিক্ষা দিলেন, *"শপথ করিও না"*, বরং *"কিন্তু তোমাদের কথা হাঁ, হাঁ, না, না, হউক"* (মথি 5:34,37)।

যাজকেরা সদাপ্রভুর নামে প্রজাদের আশীর্বাদ করতেন। ঈশ্বর স্বয়ং লেবির বংশকে নিযুক্ত করেছিলেন যেন তারা তাঁর পরিচর্যার দায়িত্ব বহন করে, নিয়ম-সিন্দুক বহন করে, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে এবং সদাপ্রভুর নামে জনগণকে আশীর্বাদ করে। *"সেই সময়ে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক বহন করিতে, সদাপ্রভুর পরিচর্য্যা করিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাতে দাঁড়াইতে এবং তাঁহার নামে আশীর্ব্বাদ করিতে সদাপ্রভু লেবির বংশকে পৃথক্ করিলেন, অদ্যাপি সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 10:8; দেখুন দ্বিতীয় বিবরণ 21:5)। রাজা দায়ূদ যখন যিরূশালেমে নিয়ম-সিন্দুক নিয়ে আসেন, তখন *"আর হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলির উৎসর্গ সাঙ্গ করিলে পর দায়ূদ বাহিনীগণের সদাপ্রভুর নামে লোকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন"* (2 শমূয়েল 6:18)।

যাজকেরা এবং লেবীয়েরা সদাপ্রভুর নামে পরিচর্যা করতেন। *"কেননা সদাপ্রভুর নামে পরিচর্য্যা করিতে নিত্য দণ্ডায়মান হইবার জন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার সকল বংশের মধ্য হইতে তাহাকে ও তাহার সন্তানগণকে মনোনীত করিয়াছেন"* (দ্বিতীয় বিবরণ 18:5)। সুতরাং, যাজকেরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে লোকেদের মাঝে, এবং লোকেদের প্রতিনিধি হিসেবে ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতেন।

ভাববাদীরা তাঁর নাম নিয়ে কথা বলতেন। সমগ্র পুরাতন নিয়ম জুড়ে, ভাববাদীরা ছিলেন সেই ব্যক্তিগণ, যাঁরা সদাপ্রভুর নামে কথা বলতেন এবং মানুষের নিকট তাঁর বার্তা পৌঁছে দিতেন (যাকোব 5:10)। তাঁরা সদাপ্রভুর নামে যা কিছু উচ্চারণ করতেন, রাজা থেকে সাধারণ জনগণ পর্যন্ত তা বিশ্বাস করত এবং সেই অনুসারে কার্য করত। যেমন 1 বংশাবলি 21:19 পদে লেখা আছে, *"অতএব সদাপ্রভুর নামে কথিত গাদের বাক্যানুসারে দায়ূদ উঠিয়া গেলেন"।*

যেখানে ঈশ্বরের নাম, সেখানে তিনি বাস করেন। আরেকটি আকর্ষণীয় সত্য যা প্রাচীনকালে লোকদের আচরণে প্রতিফলিত হতো, তা হলো—যে স্থানে ঈশ্বর তাঁর নাম স্থাপন করতেন, সেখানেই তিনি বাস করতেন এবং সেই স্থানেই মানুষ তাঁর আরাধনা করত। *"কিন্তু তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আপন নাম স্থাপনার্থে তোমাদের সমস্ত বংশের মধ্যে যে স্থান মনোনীত করিবেন, তাঁহার সেই নিবাসস্থান তোমরা অন্বেষণ করিবে, ও সেই স্থানে উপস্থিত হইবে"* (দ্বিতীয় বিবরণ 12:5)। নতুন নিয়মের অন্তর্গত সময়ে, বিশ্বাসীরাই হলেন ঈশ্বরের বাসস্থান, যেখানে তিনি তাঁর আত্মার মাধ্যমে অধিষ্ঠান করেন। পুরাতন নিয়মের স্থানের পরিবর্তে, এখন ঈশ্বরের নামের জন্য একত্রিত হওয়া

বিশ্বাসীদের মাঝেই ঈশ্বরের উপস্থিতি পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

এক জাতী, যারা সদাপ্রভুর নামে আহূত। ইস্রায়েল ছিল এমন এক জাতি, যারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম বহন করত। *“আর পৃথিবীস্থ সমস্ত জাতি দেখিতে পাইবে যে, তোমার উপরে সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাহারা তোমা হইতে ভীত হইবে”* (দ্বিতীয় বিবরণ 28:10)। যেহেতু তারা সদাপ্রভুর নাম বহন করত, তাই সেই নামের মর্যাদার কারণে ঈশ্বর কখনও তাঁদের পরিত্যাগ করতেন না। *“কারণ সদাপ্রভু আপন মহানামের গুণে আপন প্রজাদিগকে ত্যাগ করিবেন না; কেননা তোমাদিগকে আপন প্রজা করিতে সদাপ্রভুর অভিমত হইয়াছে’* (I শমূয়েল 12:22)। এই উপলব্ধির প্রেক্ষিতেই তারা সদাপ্রভুর নামের জন্য অনুগ্রহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করত, জীবন্ত করে তোলার প্রার্থনা করত, এবং দেশের উপর ঈশ্বরের অলৌকিক হস্তক্ষেপের জন্য কাতর আবেদন করত। *“তোমার নামের গুণে, হে সদাপ্রভু, আমার অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা তাহা গুরুতর”* (গীতসংহিতা 25:11)। তারা প্রার্থনা করত, *“সদাপ্রভু, তোমার নামের অনুরোধে আমাকে সঞ্জীবিত কর”* (গীতসংহিতা 143:11)। এবং আবার, *“হে প্রভু, শুন; হে প্রভু, ক্ষমা কর; হে প্রভু, মনোযোগ কর ও কর্ম্ম কর, বিলম্ব করিও না; হে আমার ঈশ্বর, তোমার নিজের অনুরোধে কার্য্য কর, কেননা তোমার নগরের ও তোমার প্রজাগণের উপরে তোমার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে”* (দানিয়েল 9:19)।

সদাপ্রভুর নাম নিয়ে তারা শত্রুদের মোকাবিলা করত। তারা সদাপ্রভুর নামের শক্তিতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করত। *“তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ, বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে, তুমি যাঁহাকে টিট্‌কারি দিয়াছ তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে আসিতেছি”* (I শমূয়েল 17:45)। *“আমরা তোমার পরিত্রাণে আনন্দগান করিব, আমাদের ঈশ্বরের নামে পতাকা তুলিব; সদাপ্রভু তোমার সকল যাচ্ঞা সিদ্ধ করুন”* (গীতসংহিতা 20:5)। *“ইহারা রথে ও উহারা অশ্বে নির্ভর করে, কিন্তু আমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নামের কীর্ত্তন করিব”* (গীতসংহিতা 20:7)।

তারা সদাপ্রভুর নামে গান গাইত ও প্রশংসা করত। তাঁর নামের উদ্দেশ্যে প্রশংসা গান করা মানে—তাঁর মহিমার উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার স্তবগান করা। *“এই কারণ, হে সদাপ্রভু, আমি জাতিগণের মধ্যে তোমার স্তব করিব, তোমার নামের উদ্দেশে স্তোত্র গান করিব”* (গীতসংহিতা 18:49)। এই নাম এক মহান, অতুলনীয়, রাজকীয় নাম—যা সর্বতোভাবে প্রশংসার

যোগ্য। *"হে সদাপ্রভু, আমাদের প্রভু, সমস্ত পৃথিবীতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত। তুমি আকাশমণ্ডলের ঊর্দ্ধেও তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছ"* (গীতসংহিতা 8:1)। তারা তাঁর নামের উদ্দেশ্যে মহিমা দিত (গীতসংহিতা 29:2; গীতসংহিতা 115:1), কৃতজ্ঞতা জানাত (গীতসংহিতা 30:4), তাঁর নামকে উচ্চকৃত করত (গীতসংহিতা 34:3), প্রশংসা করত (গীতসংহিতা 54:6), ধন্যবাদ জানাত (গীতসংহিতা 96:2), এবং নামের প্রতি পবিত্র ভয়ের অভিব্যক্তি করত (গীতসংহিতা 86:11)। *"সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তস্থান পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর নাম কীর্ত্তনীয়"* (গীতসংহিতা 113:3)। ঈশ্বর নিজেই তাঁর নাম ও তাঁর বাক্যকে অতিশয় উচ্চে স্থান দিয়েছেন: *"তব পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে প্রণিপাত করিব, তব দয়া ও তব সত্য প্রযুক্ত তোমার নামের স্তব করিব; কেননা তোমার সমস্ত নাম অপেক্ষা তুমি আপন বচন মহিমান্বিত করিয়াছ"* (গীতসংহিতা 138:2)।

তারা সদাপ্রভুর নামে সাহায্য, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা লাভ করত। *"...সদাপ্রভু সঙ্কটের দিনে তোমাকে উত্তর দিউন, যাকোবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে উন্নত করুক"* (গীতসংহিতা 20:1)। *"সদাপ্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ; ধার্ম্মিক তাহারই মধ্যে পলাইয়া রক্ষা পায়"* (হিতোপদেশ 18:10)। *"সদাপ্রভুর নামে আমাদের সাহায্য, তিনি আকাশ ও পৃথিবীর নির্ম্মাণকর্ত্তা"* (গীতসংহিতা 124:8)।

যারা সদাপ্রভুর নামে আসত, তারা তাদেরকে গ্রহণ করত। *"ধন্য তিনি, যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন; আমরা সদাপ্রভুর গৃহ হইতে তোমাদিগকে ধন্যবাদ করি"* (গীতসংহিতা 118:26)। এটা প্রভু যীশুর সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল।

সদাপ্রভুর নামে নির্ভর করার অর্থ হল সদাপ্রভুর উপর নির্ভর করা। *"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে সদাপ্রভুকে ভয় করে, যে তাঁহার দাসের রবে কর্ণপাত করে? যে অন্ধকারে চলে যাহার দীপ্তি নাই, সে সদাপ্রভুর নামে বিশ্বাস করুক, আপন ঈশ্বরে নির্ভর দিউক"* (যিশাইয় 50:10)। *"আর আমি তোমার মধ্যে দীনদুঃখী এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখিব; তাহারা সদাপ্রভুর নামের শরণ লইবে"* (সফনিয় 3:12)।

জাতীগণ সদাপ্রভুর নামের দিকে ফিরবে। ভাববাদীরা এমন এক সময়ের কথা বলেছিলেন যখন পরজাতীয়েরা সদাপ্রভুর নামে ডাকবে এবং সেইদিন একমাত্র সদাপ্রভু থাকবেন যাকে আরাধনা করা হবে। *"সেই সময়ে যিরূশালেম*

সদাপ্রভুর সিংহাসন বলিয়া আখ্যাত হইবে, এবং সমস্ত জাতি তাহার নিকটে, সদাপ্রভুর নামের কাছে, যিরূশালেমে, একত্রীকৃত হইবে; তাহারা আর আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কঠিনতা অনুসারে চলিবে না" (যিরমিয় 3:17)। *"আর যে কেহ সদাপ্রভুর নামে ডাকিবে, সেই রক্ষা পাইবে; কারণ সদাপ্রভুর বাক্যানুসারে সিয়োন পর্ব্বতে ও যিরূশালেমে রক্ষাপ্রাপ্ত দল থাকিবে, এবং পলাতক সকলের মধ্যে এমন লোক থাকিবে, যাহাদিগকে সদাপ্রভু ডাকিবেন"* (যোয়েল 2:32)। *"আর সদাপ্রভু সমস্ত দেশের উপরে রাজা হইবেন; সেই দিন সদাপ্রভু অদ্বিতীয় হইবেন, এবং তাঁহার নামও অদ্বিতীয় হইবে"* (সখরিয় 14:9)। *"কারণ সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি তাহার অস্তগমনস্থান পর্য্যন্ত জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, এবং প্রত্যেক স্থানে আমার নামের উদ্দেশে ধূপদাহ ও শুচি নৈবেদ্য উৎসৃষ্ট হইতেছে; কেননা জাতিগণের মধ্যে আমার নাম মহৎ, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন"* (মালাখি 1:11)।

ঈশ্বর লক্ষ্য করেন যখন আমরা তাঁর নামে ধ্যান করি। *"তখন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, তাহারা পরস্পর আলাপ করিল, এবং সদাপ্রভু কর্ণপাত করিয়া শুনিলেন; আর যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করিত, ও তাঁহার নাম ধ্যান করিত, তাহাদের জন্য তাঁহার সম্মুখে একখানি স্মরণার্থক পুস্তক লেখা হইল"* (মালাখি 3:16)।

যীশু: ঈশ্বর সম্পূর্ণতা একটি নামের মধ্যে

পুরাতন নিয়মের আলোকে এই বিষয়গুলির উপর দ্রুত নজর দিলে স্পষ্ট হয়—সদাপ্রভুর নাম ইহুদিদের দৈনন্দিন জীবনের এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সদাপ্রভু তাঁর নামের মধ্যেই ছিলেন, এবং সেই নামের উল্লেখের মাধ্যমেই তিনি তাঁর জনগণের মধ্যে উপস্থিত হতেন। তাঁরা সদাপ্রভুর নামের পবিত্রতা ও গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

এখন কল্পনা করুন—এই পটভূমির মাঝে প্রবেশ করছেন প্রভু যীশু, যিনি হলেন মাংসধারী বাক্য, ঈশ্বরের পুত্র, নাসরৎ শহর থেকে আগত এক নম্র ও নিরহংকারী কাঠুরে। তিনি তাঁর পরিচর্যা শুরু করলেন, 12 জন পুরুষকে আহ্বান করলেন, যাঁরা প্রত্যেকেই ইহুদী, এবং তাঁদেরকে প্রেরণ করলেন—তাঁর নামে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার জন্য! কল্পনা করুন সেই মুহূর্তটিকে, যখন যীশু তাঁর 12 জন প্রেরিতদের বলছেন, *"যাও, এবং এই নামটি ব্যবহার কর—যীশু খ্রীষ্ট"!*

প্রশ্ন ওঠে, কেন এই শিষ্যগণ—প্রথমে 12 জন এবং পরে 70 জন—যীশুর নামের মাধ্যমে অসুস্থদের সুস্থ করে তুললেন, মন্দ আত্মাদের তাড়িয়ে দিলেন এবং কর্তৃত্ব প্রয়োগ করলেন? তাঁদের ইহুদী ভাবধারায়

'যিহোবা' নাম এবং ঈশ্বরের সেই সমস্ত চুক্তিবদ্ধ নামগুলির স্থান কী ছিল, যেগুলি তারা গভীরভাবে জানতেন ও মানতেন?

এখানে আমরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারি:

প্রথমত, 12 জন প্রেরিতগণ এক গভীর আত্মিক প্রকাশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন—তাঁরা যীশুকে মসীহ ও ঈশ্বরের পুত্র রূপে চিনতে পেরেছিলেন ও বিশ্বাস করেছিলেন। এই বিশ্বাসই ছিল একমাত্র কারণ, যার জন্য তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহন যীশুর প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁকে মসীহ রূপে ঘোষণা করেছিলেন—একজন যিনি যোহনের পূর্বেও ছিলেন, যিনি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন, যিনি ঈশ্বরের মেষশাবক, ঈশ্বরের পুত্র (যোহন 1:29-34)। আন্দ্রীয় যীশুর অনুগামী হয়েছিলেন কারণ তিনি যোহনের সাক্ষ্য শুনেছিলেন। তিনি তাঁর ভাই শিমোন পিতরের কাছে গিয়ে বলেছিলেন, *"তিনি প্রথমে আপন ভ্রাতা শিমোনের দেখা পান, আর তাঁহাকে বলেন, আমরা মশীহের দেখা পাইয়াছি—অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ খ্রীষ্ট [অভিষিক্ত]"* (যোহন 1:41)। ফিলিপ যখন নথনেলকে খুঁজে পান, তখন খ্রীষ্টের সাক্ষাতে অনুপ্রাণিত হয়ে নথনেল বলেছিলেন, *"রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা"* (যোহন 1:49)। আমরা আরও দেখতে পাই, মথি 16:16 পদে শিমোন পিতর ঘোষণা করেন, *"আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"*। এই সাক্ষ্যগুলি স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে যীশু যাঁদেরকে প্রেরিত রূপে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা সবাই তাঁকে মসীহ ও ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, 12 জন প্রেরিতগণ যীশুকে অলৌকিক কর্ম সম্পাদন করতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁরা দেখেছিলেন লোকেরা সুস্থ হচ্ছে, দমন-পীড়নের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাচ্ছে, এবং একের পর এক অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। তাই, যখন যীশু তাঁদেরকে কর্তৃত্ব প্রদান করলেন এবং প্রেরণ করলেন—নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নাম ব্যবহারের জন্য—তখন তাঁরা সেই নাম সজ্ঞানে ও বিশ্বাসের সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। ফলাফল তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা তাঁদেরকে আরও অধিক উৎসাহিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছিল সেই মহৎ কার্য সম্পাদন করে যেতে, যার জন্য তাঁদের প্রেরণ করা হয়েছিল। এমনকি যারা যীশুর মাধ্যমে এবং সেই 12 জন প্রেরিতের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে অলৌকিক ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করেছিল, তারাও যীশুর নাম ব্যবহার করতে এগিয়ে এসেছিল, এবং যীশু তাঁদের বাধা দেননি (মার্ক 9:30-38; লূক 9:49,50)। পরে, যীশু আরও 70 জন ইহুদি অনুগামী নিযুক্ত করলেন, যাতে তাঁরা প্রচার করেন এবং তাঁর নামে অলৌকিক ও পরাক্রমশালী কর্ম সম্পাদন করেন, এবং তাঁর নির্দেশমতো তারা তা করেছিল (লূক 10:1,9,17)।

এই ইহুদি বিশ্বাসীগণ সর্বপ্রথম নিজেরাই যীশুর নামের পরাক্রম ও শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্বে ঈশ্বর নিজেকে *যিহোবা*-নামগুলির মাধ্যমে যেভাবে প্রকাশ করেছিলেন, সেই সকল ঐশিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এখন এক নামের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে—যীশুর নামের মধ্যে।

বর্তমান প্রজন্মের বিশ্বাসীদের জন্য এই অভিজ্ঞতা দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে। প্রথমত, আমাদের অবশ্যই যীশুকে ব্যক্তিগতভাবে জানার, তাঁর মহিমা উপলব্ধি করার একটি আত্মিক অভিজ্ঞতা থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, আমাদের জানতে হবে যে যীশু আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহারের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন, এবং সেই জন্য আমাদের উচিত সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে সেই নামের মহাশক্তিকে প্রয়োগ করা।

ঈশ্বর যা কিছুতে পরিপূর্ণ, সেই সমস্ত গুণ, মহিমা
ও শক্তির পরিপূর্ণ প্রকাশ নিহিত রয়েছে এক
মহিমান্বিত নামে—যীশু নামের মধ্যে!

চিন্তাভাবনা

1) পুরাতন নিয়মের সময়ে মানুষ কীভাবে সদাপ্রভুর নামটি তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করত, তা পর্যালোচনা করুন। এর মধ্যে অন্তত পাঁচটি দৃষ্টান্ত বেছে নিন যা নূতন নিয়মের বিশ্বাসীর সাথে সমান্তরাল সম্পর্ক বহন করে। আমরা কীভাবে যীশুর নামটি একই রকম (একই না হলেও) উপায়ে ব্যবহার করি, তা আলোচনা করুন।

2) যদি আপনি যিহোবা ঈশ্বরের নাম সম্পর্কে দৃঢ় ধারণা নিয়ে বেড়ে ওঠা একজন ইহুদি হতেন এবং যীশুর 12 জন প্রেরিত বা 70 জন শিষ্যের একজন হতেন, তাহলে—

   ক) যখন একজন তরুণ ছুতোর নাসরৎ থেকে এসে ঘোষণা করবেন যে আপনি তাঁর নাম ব্যবহার করে অলৌকিক ও পরাক্রমশালী কাজ সম্পাদন করতে পারবেন, আপনি কেমন প্রতিক্রিয়া জানাতেন?

   খ) আপনার অন্তরে কী ধরনের দ্বন্দ্ব কিংবা সংশয়ের উদ্রেক হতো?

   গ) এমন কোন কোন গভীর বাস্তবতা বা অভিজ্ঞতা আপনাকে তাঁর নাম ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করত?

4

আমার পিতার নামে

যোহন 5:43
আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি, আর তোমরা আমাকে গ্রহণ কর না; অন্য কেহ যদি আপনার নামে আইসে, তাহাকে তোমরা গ্রহণ করিবে।

যোহন 10:25
যীশু উত্তর করিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি, আর তোমরা বিশ্বাস কর না; আমি যে সকল কার্য্য আমার পিতার নামে করিতেছি, সেই সমস্ত আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রভু যীশু আমাদের জন্য আত্মিক কর্তৃত্বসহ গমনাগমনের এক সিদ্ধ দৃষ্টান্ত। তিনি পিতার নামে এসেছিলেন এবং পিতার নামেই তাঁর কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

যখন যীশু বললেন, *"আমি আমার পিতার নামে এসেছি,"*—এর তাৎপর্য এই যে, তিনি পিতার প্রদানকৃত কর্তৃত্বসহ আগমন করেছিলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে পিতাকে প্রকাশ করতেই এসেছিলেন। এর অর্থ, তিনি পিতার বাক্য উচ্চারণের জন্য, পিতার কার্য সম্পাদনের জন্য, পিতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করার জন্য, এবং পিতার অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।

যখন যীশু বললেন, "আমি আমার পিতার নামে এসেছি,"—এর তাৎপর্য এই যে, তিনি পিতার প্রদানকৃত কর্তৃত্বসহ আগমন করেছিলেন, এবং সম্পূর্ণরূপে পিতাকে প্রকাশ করতেই এসেছিলেন।

পিতার নামে কাজ করার অর্থ এই যে, যীশু ঠিক সেই কাজই করতেন, যা পিতা করতেন—তিনি সম্পূর্ণরূপে পিতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং তাঁর হয়ে কার্য সম্পাদন করেছেন, কারণ পিতা তাঁকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন।

এই অধ্যায়ে আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করবো, কীভাবে যীশু

পিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলতেন, যাতে তিনি পিতার নামে কথা বলতে এবং কাজ করতে পারতেন। পিতা যা করতেন, তিনি তা-ই করতেন। এই অনুধ্যান আমাদের সহায়তা করবে বোঝার জন্য, কীভাবে যীশু পিতার সঙ্গে গমনাগমন করতেন এবং কিভাবে তিনি পিতাকে নিখুঁতভাবে প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর কাজ সম্পাদন করতেন। প্রভু যীশু আমাদেরকে তাঁর নামে প্রেরণ করেছেন, যাতে আমরাও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করি—ঠিক যেমন তিনি পিতার নামে এসেছিলেন এবং পিতাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। অতএব, যেহেতু যীশু আমাদেরকে তাঁর নামে প্রেরণ করেছেন, আমরাও যেন তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করি।

একটা জীবন যেটা পিতার নামে যাপন করেছিলেন

"আমার পিতার নামে" এই অভিব্যক্তিটি কেবলমাত্র কোনও প্রেরণকারী সংস্থার দাবির চেয়েও অধিকতর কিছু। যীশুর পার্থিব জীবনের প্রতিটি দিক এই গভীর সত্য দ্বারা স্পর্শিত ছিল যে, তিনি এই পৃথিবীতে পিতার নামে আগমন করেছিলেন।

এইভাবেই যীশু তাঁর জীবন যাপন করেছিলেন—একজন এমন ব্যক্তি হিসেবে, যিনি তাঁর "পিতার নামে" এসেছিলেন।

যীশু পিতার অন্তরঙ্গে ছিলেন, এবং পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহভাগিতায় চলতেন এবং পিতাকে প্রকাশ করেছিলেন (যোহন 1:18)। *"যেমন পিতা আমাকে জানেন, ও আমি পিতাকে জানি"* (যোহন 10:15)।

যীশু পিতার সাথে এক সিদ্ধ ও নিখুঁত সম্পর্কে চলাফেরা করেছিলেন, এবং এই কারণে তিনি বলতে পেরেছিলেন, *"আমি ও পিতা, আমরা এক"* (যোহন 10:30)। *"যদি তোমরা আমাকে জানিতে, তবে আমার পিতাকেও জানিতে..."* (যোহন 14:7)। *"...যে আমাকে দেখিয়াছে, সে পিতাকে দেখিয়াছে..."* (যোহন 14:9)।

তিনি পিতার প্রেমে পরিপূর্ণভাবে স্থিত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি পিতার প্রেমে বিশ্রাম নিতেন। *"পিতা পুত্রকে প্রেম করেন"* (যোহন 3:35)। *"কারণ পিতা পুত্রকে ভাল বাসেন, এবং আপনি যাহা যাহা করেন, সকলই তাঁহাকে দেখান; আর ইহা হইতেও মহৎ মহৎ কর্ম্ম তাঁহাকে দেখাইবেন, যেন তোমরা আশ্চর্য্য মনে কর"* (যোহন 5:20)। দেখুন যোহন 10:17।

তিনি তাঁর পিতার সাথে সম্পর্ককে স্বীকার করতে ভয় পাননি, এমনকি যখন তাঁকে এর জন্য মৃত্যু বরণও করতে হয়েছিল (যোহন 5:18)।

তিনি জানতেন, যদি কেউ তাঁকে অসম্মান করে বা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সেই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সেই পিতাকেই অসম্মান ও প্রত্যাখ্যান করছে, যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন (যোহন 5:23)। *"যে আমাকে দ্বেষ করে, সে আমার পিতাকেও দ্বেষ করে"* (যোহন 15:23)।

পিতার ইচ্ছা পরিপূর্ণ করা এবং পিতার কার্য সম্পাদনের মধ্যেই তিনি তাঁর শক্তির উৎস খুঁজে পেতেন। *"যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, যেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করি ও তাঁহার কার্য্য সাধন করি"* (যোহন 4:34)। *"আমি আপনা হইতে কিছুই করিতে পারি না; ...কেননা আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি না, কিন্তু আমার প্রেরণকর্ত্তার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করি"* (যোহন 5:30)। *"যেমন জীবন্ত পিতা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবং পিতা হেতু আমি জীবিত আছি..."* (যোহন 6:57)। *"তুমি আমাকে যে কার্য্য করিতে দিয়াছ, তাহা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি"* (যোহন 17:4)।

তিনি পিতার কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত ছিলেন; এবং সেই কার্যের পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করা ও তা সমাপ্ত করার জন্য তিনি ছিলেন গভীরভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ (যোহন 5:17,19)।

যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে পিতার যে কাজগুলি তিনি করেছিলেন, সেইগুলি এক একটি সাক্ষ্য ছিল যে পিতা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন (যোহন 5:36)। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে পিতা তাঁর জীবনের উপর মুদ্রাঙ্কিত করেছিলেন (যোহন 6:27)।

তিনি যে কাজগুলি করেছিলেন সেইগুলি পিতার সাথে তাঁর সংযুক্ত থাকার একটা প্রকাশ ছিল। *"...সেই কার্য্যে বিশ্বাস কর; যেন তোমরা জানিতে পার ও বুঝিতে পার যে, পিতা আমাতে আছেন, এবং আমি পিতাতে আছি"* (যোহন 10:38)। *"...কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য সকল সাধন করেন"* (যোহন 14:10)। *"আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর"* (যোহন 14:11)।

তিনি সেটাই বলেছিলেন যেটা পিতা তাঁকে শিখিয়েছিলেন: *"...কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে এই সকল কথা কহি"* (যোহন 8:28)। *"আমার পিতার কাছে আমি যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিতেছি"* (যোহন 8:38)। *"কারণ আমি আপনা হইতে বলি নাই; কিন্তু কি কহিব ও কি বলিব, তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনিই আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন। আর আমি জানি যে, তাঁহার আজ্ঞা অনন্ত জীবন। অতএব আমি যাহা যাহা বলি, তাহা পিতা আমাকে যেমন কহিয়াছেন, তেমনি বলি"* (যোহন 12:49,50)। *"আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না..."* (যোহন 14:10)। *"... আর তোমরা যে বাক্য শুনিতে পাইতেছ, তাহা আমার নয়, কিন্তু পিতার, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন"* (যোহন 14:24)।

তাঁর কাছে একটা সম্পূর্ণ প্রত্যয় ছিল যে পিতা তাঁর সকল প্রার্থনা শুনতেন। লাসারের কবরের সামনে দাঁড়িয়ে যীশু বলেছিলেন: *"পিতঃ, তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ"* (যোহন 11:41)।

তিনি জানতেন যে তিনি সেই ব্যক্তি যাকে *"...পিতা পবিত্র করিলেন ও জগতে প্রেরণ করিলেন..."* (যোহন 10:36)।

যীশু এই নিশ্চয়তা সহকারে চলাফেরা করেছিলেন যে *"পিতা যে সমস্ত আমাকে দেন, সে সমস্ত আমারই কাছে আসিবে"* (যোহন 6:37)। যে লোকেদের নির্ধারিত করা হয়েছে তাঁর কাছে আসার জন্য তারা অবশ্যই আসবে। তিনি এটাও জানতেন যে তারা পিতার হাতে সুরক্ষিত রয়েছে। *"আমার পিতা, যিনি তাহাদের আমাকে দিয়াছেন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্; এবং কেহই পিতার হস্ত হইতে কিছুই কাড়িয়া লইতে পারে না"* (যোহন 10:29)।

যীশু ছিলেন এই বিষয়ে একান্ত নিশ্চিত যে পিতা তাঁর সাথে সর্বদা ছিলেন। *"...কেননা আমি একা নহি, কিন্তু আমি আছি, এবং পিতা আছেন, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন"* (যোহন 8:16)। *"আর যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে একা ছাড়িয়া দেন নাই..."* (যোহন 8:29)। *"...দেখ, এমন সময় আসিতেছে, বরং আসিয়াছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রত্যেকে আপন আপন স্থানে যাইবে, এবং আমাকে একাকী পরিত্যাগ করিবে; তথাপি আমি একাকী নহি, কারণ পিতা আমার সঙ্গে আছেন"* (যোহন 16:32)।

যীশু এমন একটা জীবন যাপন করেছিলেন যেটা সর্বদা পিতাকে সন্তুষ্ট করেছিল। *"...কেননা আমি সর্ব্বদা তাঁহার সন্তোষজনক কার্য্য করি"* (যোহন 8:29)। তিনি পিতার অধীনে বশীভূত হয়ে জীবনযাপন করেছিলেন। *"...কারণ পিতা আমা অপেক্ষা মহান্"* (যোহন 14:28)। *"...আমি পিতাকে প্রেম করি, এবং পিতা আমাকে যেরূপ আজ্ঞা দিয়াছেন, আমি সেইরূপ করি"* (যোহন 14:31)। *"...আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি"* (যোহন 15:10)।

যীশু তাঁর জীবনের প্রতিটি দৃষ্টান্তে পিতাকে মহিমান্বিত করেন। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, *"পিতঃ, তোমার নাম মহিমান্বিত কর"* (যোহন 12:28)। *"...আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করিয়াছি"* (যোহন 17:4)।

পিতার নামকে প্রদর্শন করেছিলেন ও ঘোষণা করেছিলেন

যোহন 17 অধ্যায়ে পিতার কাছে তাঁর প্রার্থনাতে, যীশু পিতার নামকে ব্যবহার করার উল্লেখ করেছেন। এই কথাগুলি থেকে আমরা কিছু অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি।

যোহন 17:6,26

6 জগতের মধ্য হইতে তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ, আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি। তাহারা তোমারই ছিল, এবং তাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, আর তাহারা তোমার বাক্য পালন করিয়াছে।

26 আর আমি ইহাদিগকে তোমার নাম জানাইয়াছি, ও জানাইব; যেন তুমি যে প্রেমে আমাকে প্রেম করিয়াছ, তাহা তাহাদিগেতে থাকে, এবং আমি তাহাদিগেতে থাকি।

যোহন 17:6,26 (BCV)

6 "এই জগতের মধ্য থেকে তুমি যাদের আমাকে দিয়েছিলে, তাদের কাছে আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার বাক্য পালন করেছে।

26 তোমাকে আমি তাদের কাছে প্রকাশ করেছি এবং তা প্রকাশ করতেই থাকব, যেন আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং আমি স্বয়ং যেন তাদের মধ্যে থাকি।"

বাংলা কেরি সংস্করণে পদটির আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়েছে: *"আমি তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি";* অথচ BCV সংস্করণে তার ভাবানুবাদ—

"আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি"—পিতার পরিচয় উদ্ঘাটনের তাৎপর্যকে গভীরভাবে তুলে ধরে। এই দ্বৈত পাঠই পরিষ্কারভাবে নির্দেশ করে যে যীশুর আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল পিতার নামে কথা বলা ও কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে তাঁকে মানুষদের সামনে যথার্থভাবে প্রকাশ করা। তদ্রূপ, আমরাও যেন যীশুর নামে প্রেরিত হয়ে তাঁকে যথার্থভাবে জগতে প্রকাশ করতে পারি।

যীশুর এই পৃথিবীতে আগমনের,
এবং পিতার নামে কথা বলা ও কার্য
সম্পাদনের মূল উদ্দেশ্য ছিল—পিতাকে
মানুষের সামনে যথার্থভাবে পরিচিত
করে তোলা। একইভাবে, আমরাও যেন
যীশুর নামে প্রেরিত হয়ে, তাঁকে যথাযথ
ও সত্যরূপে প্রকাশ করি।

তাঁর নামের দ্বারা সুরক্ষিত রাখা হয়েছে

যোহন 17:11,12

[11] আমি জগতে আর থাকব না, কিন্তু ওরা এখনও জগতে আছে। আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তাদের রক্ষা করো। আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনই এক হতে পারে।
[12] তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে নিরাপদে রেখেছি। সেই বিনাশ-সন্তান ছাড়া তাদের মধ্যে আর কেউ বিনষ্ট হয়নি, যেন শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হয়।

যীশু "রেখেছি" (গ্রীক *তেরেও*) শব্দটি উভয় 11 ও 12 পদে ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে—রক্ষা করা, আগলে রাখা, সজাগ দৃষ্টিতে তত্ত্বাবধান করা। যীশু যখন শারীরিকভাবে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ছিলেন—পিতার নামে, অর্থাৎ পিতার প্রদত্ত কর্তৃত্বে—তখন তিনি তাঁদের প্রতি এক আত্মিক নিরাপত্তার আবরণ বিস্তার করেছিলেন, যাঁদের পিতা তাঁর হাতে অর্পণ করেছিলেন। আর এখন, যখন তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তিনি প্রার্থনায় সেই একইরূপ আত্মিক সুরক্ষা কামনা করেছেন, যা পিতার নামে তাদের জন্য অন্বিষ্ট। এই অনুচ্ছেদ আমাদের শিক্ষা দেয়—আমরাও যীশুর নামের ক্ষমতা দ্বারা সেই সমস্তজনের উপর আত্মিক সুরক্ষার ছায়া বিস্তার করতে পারি, যাঁদের প্রতি আমরা আত্মিক দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছি এবং যাদেরকে ঈশ্বর আমাদের তত্ত্বাবধানে দিয়েছেন।

একটি জীবন, যা পিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সংযুক্ততায় অতিবাহিত করেছিলেন

যোহন 20:21

যীশু আবার বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন, আমিও তেমনই তোমাদের প্রেরণ করছি।"

যীশু কীভাবে পিতার নামে কাজ করতেন, তা অনুধাবনের মাধ্যমে আমরা এই বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করি—শিষ্যদের জন্য "যীশুর নাম ব্যবহার" আসলে কী অর্থ বহন করে। আমাদের কাছে "যীশুর নামে" বলা কেবল একটি ধর্মীয় বাক্যাংশ নয়; এটি সেই গভীর তাৎপর্য বহন করে যা "আমার পিতার নামে" কথাটি যীশুর কাছে ধারণ করত। তাঁর পার্থিব জীবনের প্রতিটি দিক এই সত্য থেকে উৎসারিত হয়েছিল যে, তিনি এখানে পিতার নামে উপস্থিত ছিলেন। এই ছিল এমন এক জীবনযাপন, যা পিতার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযুক্ততার মধ্যে প্রবাহিত ছিল।

আমরা যীশুর এই ঘোষণাকে—*"আমি আমার পিতার নামে এসেছি"*—তাঁর পিতার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারি না। তিনি যে পিতার নামে এসেছিলেন, তার অর্থ এই যে, তিনি পিতার সঙ্গে এক অনন্য সংযুক্তিতে ছিলেন—পিতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে চলাফেরা করতেন। একইভাবে, আমাদের জীবনেও যীশুর নাম ব্যবহার যেন সেই অন্তর্নিহিত সংযুক্ত জীবনের প্রকাশ হয়, যা আমাদের প্রভু যীশুর সঙ্গে প্রতিদিনকার অন্তরঙ্গ গমনাগমনের ফসল। আমরা যীশুর মধ্যে আছি এবং তিনিও আমাদের মধ্যে আছেন। যীশুর সঙ্গে এই ঐক্য এবং এই ঐক্য কতটা বাস্তবভাবে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতা করছি—এই বিষয়টি আমাদের পক্ষে "যীশুর নাম ব্যবহারের" সারবত্তা নির্ধারণ করে।

যেভাবে প্রভু যীশু এই পৃথিবীতে পিতার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে জীবনযাপন করেছিলেন, তা আমাদের জন্য একটি আদর্শ ও মাপকাঠি—আমাদেরও তেমনি যীশুর সঙ্গে সংযুক্ত থেকে জীবনযাপন করা উচিত। *"জীবন্ত পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমি যেমন পিতারই জন্য জীবনধারণ করি, আমাকে যে ভোজন করে, সে ও তেমনই আমার জন্য জীবনধারণ করবে"* (যোহন 6:57)। *"সেদিন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, আমি পিতার মধ্যে বিরাজ করি, তোমরা আমার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে বিরাজ করি"* (যোহন 14:20)। *"তাঁর মধ্যে বাস করছে বলে যে দাবি করে, সে অবশ্যই যীশু যেমন জীবনাচরণ করতেন, তেমনই করবে"* (1 যোহন 2:6)।

বিশ্বাসী কর্তৃক যীশুর নাম ব্যবহার নিছক এক অনুমোদিত কর্তৃত্বের চিহ্নমাত্র নয়—এর তাৎপর্য আরও গভীর। এটি আমাদের আত্মপরিচয়ের প্রকাশ, আমাদের জীবনধারার পরিচায়ক—আমরা কী বলি, কী করি এবং কীভাবে চলাফেরা করি, তা সবই যীশুর সঙ্গে আমাদের সংযুক্তির বহিঃপ্রকাশ। এটি এমন এক জীবনব্যবস্থা, যেখানে আমাদের প্রতিটি কর্ম, চিন্তা ও আচরণ যীশুর সঙ্গে যুক্ত থাকে। এটি হল সম্পূর্ণরূপে, সর্বদা এবং সর্বক্ষেত্রে যীশুকে যথার্থভাবে প্রতিনিধিত্ব করার একটি আহ্বান।

যীশু পিতার নামে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, এবং এখন তিনি আমাদের প্রেরণ করেছেন তাঁর নামে। যেমনভাবে যীশু পিতার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে গমনাগমন করেছিলেন, তেমনিভাবেই আমরাও যেন যীশুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবনযাপন করি, যাতে তাঁর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তাঁকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি।

চিন্তাভাবনা

1) পর্যালোচনা করুন, যীশু যখন বলেছিলেন, "আমি আমার পিতার নামে এসেছি," তখন তিনি এই বাক্য দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে, এই বাক্যটির তাৎপর্য নিচের বিষয়গুলিকে নির্দেশ করে—
   - তাঁর কর্তৃত্বের উৎস—পিতা তাঁকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছেন।
   - তাঁর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্য—পিতাকে প্রকাশ করা এবং তাঁকে মহিমান্বিত করা।
   - তাঁর দৈনন্দিন জীবনে চলাফেরা—পিতার সঙ্গে একান্ত সংযুক্ত থাকা।
   - পরিচর্যার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি—পিতা যা বলেন, তিনিও তা বলেন; পিতা যা করেন, তিনিও তা-ই করেন।

আমরা যখন "যীশুর নামে" এগিয়ে যাই, তখন আমরা কীভাবে এই দৃষ্টান্তগুলিকে আমাদের জীবনে অনুকরণ করতে পারি?

5

তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার

যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রভু যীশু তাঁর 12 জন প্রেরিত এবং পরবর্তী সময়ে আরও 70 জন শিষ্যকে প্রেরণ করেছিলেন, যেন তারা তাঁকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করে, তিনি যা প্রচার করতেন তা প্রচার করে এবং তিনি যা করতেন, যেমন—আরোগ্যদান, মুক্তি প্রদান ও অলৌকিক কার্য সম্পাদন—তা তাঁর নামের কর্তৃত্বে সম্পন্ন করে। এইজন্যেই, তাঁরা "নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে" অলৌকিক কার্য সাধন করতেন।

প্রথম শতাব্দীর শিষ্যেরা

যীশুর সুসমাচারসমূহে আমরা লক্ষ্য করি, তিনি তাঁর 12 জন প্রেরিতকে প্রেরণ করেছিলেন, যেন তাঁরা বাহিরে গমন করে তাঁর কার্যাবলি সম্পাদন করেন।

মথি 10:1,7,8 (এছাড়াও দেখুন মার্ক 6:7,12,13)

1 যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে তাঁর কাছে ডাকলেন। তিনি তাঁদের অশুচি আত্মা তাড়ানোর এবং সমস্ত রকম রোগ ও পীড়া ভালো করার ক্ষমতা দিলেন।
7 তোমরা যেতে যেতে এই বার্তা প্রচার কোরো: 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।'
8 তোমরা পীড়িতদের সুস্থ কোরো, মৃতদের উত্থাপন কোরো, যাদের কুষ্ঠরোগ আছে, তাদের শুচিশুদ্ধ কোরো, ভূতদের তাড়িও। তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ, সেইরূপ বিনামূল্যেই দান কোরো।

লূক 9:1,2,6,10

1 যীশু সেই বারোজন আহ্বান করে তাদের দুষ্টাত্মা বিতাড়নের এবং রোগনিরাময় করার ক্ষমতা ও অধিকার দিলেন।
2 তিনি তাঁদের ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আরোগ্য দান করার জন্য প্রেরণ করলেন।
6 সেইমতো তাঁরা যাত্রা করলেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করলেন, সর্বত্র করলেন লোকদের রোগনিরাময়।
10 প্রেরিতশিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে তাঁদের কাজের বিবরণ দিলেন। তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বেথসৈদা নগরের দিকে একান্তে যাত্রা করলেন।

যদিও আমাদের কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ নেই যে যীশু কীভাবে 12 জন প্রেরিতদের তাঁর নাম ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন, তবুও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে তাঁরা তাঁর নামের ব্যবহারে সক্রিয় ছিলেন। লূক 9 অধ্যায়ে, যখন প্রেরিতদের প্রেরণ করা হয়, তার পরপরই আমরা এই বিষয়ে উল্লেখ দেখি—

লূক 9:49,50

49 যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা একজনকে আপনার নামে দুষ্টাত্মা দূর করতে দেখে, তাকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিলাম, কারণ সে আমাদের কেউ নয়।"

50 যীশু বললেন, "তাকে নিষেধ কোরো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে নয়, সে তোমাদের সপক্ষে।"

স্পষ্টতই বোঝা যায়, এমন একজন ব্যক্তি—যিনি 12 জন প্রেরিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না—ঘটমান বিষয়গুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং তা আত্মস্থ করেছিলেন। এই ব্যক্তি সম্ভবত যীশুকে দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, এবং তাঁকে মসীহ, ঈশ্বরের পুত্ররূপে বিশ্বাস করেছিলেন। অতঃপর তিনি যীশুর নামের মধ্যে নিহিত ক্ষমতায় অশুদ্ধ আত্মাদের তাড়ানোর ও অলৌকিক কাজ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন (দেখুন: মার্ক 9:38,39)। অতএব, আমরা দেখতে পাই যে 12 জন প্রেরিতেরা যেমন সাহসের সঙ্গে নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের নাম ব্যবহার করে তাঁর কার্য সম্পাদন করছিলেন, ঠিক তেমনই এই ব্যক্তি–যিনি তাঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না–তাও করেছিলেন।

পুনরায়, আমরা দেখি যে প্রভু যীশু আরও 70 জন অনুগামীকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদেরকেও সেই একই কর্মভার অর্পণ করেছিলেন, যা তিনি তাঁর 12 জন প্রেরিতদের দিয়েছিলেন।

লূক 10:1,9,17-19

1 এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর জনকে নিযুক্ত করলেন এবং যে সমস্ত নগরে ও স্থানে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার আগেই তিনি দুজন দুজন করে তাঁদের সেইসব স্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

9 সেখানকার পীড়িতদের নিরাময় কোরো। তাদের বোলো, 'ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট।'

17 সেই বাহাত্তর জন শিষ্য সানন্দে ফিরে এসে বললেন, "প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের অধীনতা স্বীকার করে।"

18 তিনি উত্তর দিলেন, "আমি আকাশ থেকে বিদ্যুতের মতো শয়তানকে পতিত হতে দেখেছি।

19 আমি তোমাদের সাপ ও কাঁকড়াবিছে পদতলে দলিত করার এবং শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দান করেছি। কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি

করতে পারবে না।

এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে প্রেরিতগণ ও শিষ্যগণ সুসমাচার প্রচার করেছিলেন এবং যীশুর নামে সুস্থতা ও মুক্তির পরাক্রমশালী কার্য সম্পাদন করেছিলেন। তারা যখন যীশুর নাম ব্যবহার করে ফলপ্রসূ কার্য দেখেছিল, তখন তারা গভীরভাবে উৎসাহিত হয়েছিলেন: *"প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের অধীনতা স্বীকার করে।"* (পদ 17)। উত্তরে যীশু ব্যাখ্যা করে দিলেন, কী পরিমাণ কর্তৃত্ব তারা লাভ করেছে তাঁর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে। সেই কর্তৃত্ব যার বলে তারা প্রেরিত হয়েছিলেন, তা ছিল *"শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর"।* এবং যেহেতু তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, *"কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না,"*।

যীশু নাম আমাদেরকে সকল মন্দ আত্মা
ও শয়তানের শকল শক্তির উপর কর্তৃত্ব
প্রদান করে।

যীশু তাঁর নামকে ব্যবহার করার অধিকার সকল বিশ্বাসীদের কাছে এগিয়ে দিয়েছেন

যোহনের সুসমাচারে আমরা দেখতে পাই যে প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কীভাবে তাঁহার নামে কার্য সম্পাদন করতে হয় এবং প্রার্থনায় তাঁর নামকে ব্যবহৃত করতে হয়। সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রাংশগুলি এখানে তুলে ধরা হয়েছে; পরবর্তী পর্যায়ে আমরা সেগুলিকে আরও গভীরভাবে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করবো।

যোহন 14:12-14
12 সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;
13 আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।
14 যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

যোহন 16:23,24
23 আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন।

[24] এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।

নিচে উল্লিখিত বক্তব্যগুলির ওপর গভীরভাবে চিন্তা করুন।

যোহন 14:12-14-এর প্রসঙ্গে আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে যীশু প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর সমস্ত কার্য সেই সকল বিশ্বাসীগণও সম্পাদন করবেন—এমনকি, তাঁর স্বর্গারোহণ ও পবিত্র আত্মার প্রেরণার পর তারা আরও বৃহত্তর কাজ সম্পাদন করবে। যোহন 16:23,24-এ উল্লিখিত *"আর সেই দিনে"* কথাটি দ্বারা বোঝানো হয়েছে তাঁর পুনরুত্থানের পরবর্তী সময়কাল, অর্থাৎ যে কালের মধ্যে আমরাও এখন অবস্থান করছি।

অতএব, যীশুরই ন্যায় কার্য সম্পাদনের জন্য এবং তদপেক্ষাও বৃহত্তর কাজ সাধনের উদ্দেশ্যে, প্রতিটি বিশ্বাসীকে যীশুর নাম ব্যবহারের অধিকার অর্পণ করা হয়েছে। এই নাম ব্যবহারের অধিকারই বিশ্বাসীদের প্রার্থনাকে সরাসরি পিতার সিংহাসনে পৌঁছে দেয় এবং সেই অনুরোধসমূহ উত্তরপ্রাপ্ত হয়।

প্রভু যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর নাম ব্যবহারের আরও বহু দিক সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন, যা আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ক্রমান্বয়ে অনুসন্ধান করবো।

তাঁর পুনরুত্থানের পর, মহাআদেশে আমরা পুনরায় প্রত্যক্ষ করি যে তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে তাঁর পবিত্র নাম ব্যবহারের ঐশ্বরিক অধিকার প্রদান করেছেন।

মার্ক 16:17,18

[17] আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
[18] তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

এই আদেশে একটি গম্ভীর সত্য নিহিত রয়েছে—যে কেউ বিশ্বাস করে, সেই প্রত্যেকটি বিশ্বাসী যীশুর নাম ব্যবহার করে সেই সব কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম, যেগুলি যীশু স্বয়ং উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক বিশ্বাসী মন্দ আত্মার মোকাবিলা করতে পারে, তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের বিতাড়িত করতে পারে। যদি এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, যেখানে তাদের প্রাণঘাতী ও ভীতিকর

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয় (যেমন বিষধর সাপ ধারণ করা, অথবা প্রাণনাশক কিছু পান করা), তবুও তারা যীশুর নামে অক্ষত থাকবে। তারা যীশুর নামেই রোগীদের সুস্থ করে তুলবে।

প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে মোক্তারনামা দেওয়া হয়েছে

আজকের পরিভাষায় বলা যায়, যীশু আমাদের হাতে একপ্রকার "মোক্তারনামা" অর্পণ করেছেন—একটি অধিকারপত্র, যার মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট এক মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তাঁর নাম ব্যবহার করার ক্ষমতা লাভ করেছি।

অত্যন্ত বিস্তারিত আইনত বিষয়গুলির মধ্যে না গিয়ে, সরল ভাবে এটাই বোঝা যায়, এই মোক্তারনামা নির্ভর করে ...

1) কে সেই নামের পিছনে আছেন — আপনি যার প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনি আসলে কোন ব্যক্তিত্ব;

2) কতদূর পর্যন্ত সেই নাম ব্যবহারের অধিকার দেওয়া হয়েছে — আপনি কোন কোন কার্যে সেই নাম প্রয়োগ করতে পারবেন, এবং কত সময় পর্যন্ত সেই 'মোক্তারনামা' কার্যকর থাকবে।

যীশু আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহারের এক অতুলনীয় সৌভাগ্য ও অধিকার প্রদান করেছেন। এই নামে তিনিই স্বয়ং উপস্থিত আছেন। আমরা ইতিমধ্যেই গভীর মনোযোগে পর্যালোচনা করেছি সেই মহান ব্যক্তিত্বের মহিমা, যিনি আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহারের অনন্য সম্মান দান করেছেন। হয়তো আমাদের হৃদয় ও মন কখনোই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারবে না, এবং আমাদের ভাষা ও শব্দাবলি চিরকালই অপর্যাপ্ত থেকে যাবে সেই মহান সৌভাগ্যের ব্যাখ্যা প্রদানে, যা যীশুর মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।

আমরা এখানে যীশুর প্রতিনিধিত্ব করতে, তাঁকে প্রকাশ করতে, রাজ্যের উন্নতি সাধন করতে, তাঁর মণ্ডলী নির্মাণ করতে, মানুষের সেবা করতে, পিতার মহিমা প্রকাশ করতে এবং তাঁর নামে তাঁর কাজ করতে এসেছি। তিনি আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করার কর্তৃত্ব দিয়েছেন।

শাস্ত্র থেকে আমরা যতদূর জানি, মণ্ডলী, অর্থাৎ সাধুরা, বর্তমান যুগে ("মণ্ডলীর যুগ" নামে পরিচিত) এবং সহস্রাব্দে (যীশুর 1000 বছরের রাজত্বকালে) উভয় সময়েই যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং, আমাদের ক্ষমতা শীঘ্রই শেষ হচ্ছে না!

যীশু প্রতিটি বিশ্বাসীকে, ক্ষুদ্রতম শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ পর্যন্ত, মোক্তারনামা, বিশেষাধিকার এবং তাঁর নাম ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। আমাদের প্রত্যেকে তাঁর নামের দ্বারা প্রকাশিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে চলতে পারি। কী অসাধারণ এক বিশেষাধিকার আমাদের কাছে রয়েছে! আমাদের হৃদয় যেন এটি উপলব্ধি করতে পারে! আমরা যেন জেগে উঠি এবং যীশুর পরাক্রমশালী নামে আমাদের প্রাপ্য ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ে চলি!

যীশু প্রতিটি বিশ্বাসীকে, ক্ষুদ্রতম শিশু থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ পর্যন্ত, মোক্তারনামা, বিশেষাধিকার এবং তাঁর নাম ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন তাঁকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য।

চিন্তাভাবনা

1) এই অধ্যায়ে উদ্ধৃত শাস্ত্রাংশগুলি মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করুন, যা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে যীশুর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে পরাক্রমশালী কার্যসম্পাদন ও প্রার্থনা করার অসামান্য সৌভাগ্য দান করা হয়েছে।

2) যদি এই মোক্তারনামার কার্যকারিতা এখনো বজায় থাকে, তবে কি এই বক্তব্যটি যথার্থ—যে প্রথম শতকের মণ্ডলীর অবসানের সাথে সাথেই মণ্ডলীর মধ্যে অলৌকিক কাজের যুগও সমাপ্ত হয়েছে? যীশু কি কোথাও এই বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে শাস্ত্র সম্পূর্ণ হওয়ার পর এই মোক্তারনামার বিস্তার বা কার্যকারিতা কোনোভাবে সীমিত বা পরিবর্তিত হবে?

6

যীশুর নামেতে ঈশ্বর পবিত্র আত্মা এখানে রয়েছেন

যোহন 14:16-18,26

[16] আর আমি পিতার নিকটে নিবেদন করিব, এবং তিনি আর এক সহায় তোমাদিগকে দিবেন, যেন তিনি চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকেন;
[17] তিনি সত্যের আত্মা; জগৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, কেননা সে তাঁহাকে দেখে না, তাঁহাকে জানেও না; তোমরা তাঁহাকে জান, কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।
[18] আমি তোমাদিগকে অনাথ রাখিয়া যাইব না, আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি।
[26] কিন্তু সেই সহায়, পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন।

পবিত্র আত্মাকে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে যীশু বলেন, তিনি হচ্ছেন "আর এক সহায়" (যোহন 14:16), অথবা *'আল্লোস পারাক্লেতস'*। এখানে '*আল্লোস*' অর্থাৎ "একই প্রকৃতির আরেকজন" (**যেমন:** দুটি আপেল), যেখানে *'হেতেরস'* বোঝায় "অন্য রকম" (**যেমন:** একটি আপেল ও একটি কমলালেবু)। এই তুলনা থেকে স্পষ্ট হয়, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর স্বয়ং, ত্রিত্বতত্ত্বের একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি (I যোহন 5:7) যিনি পিতা ও পুত্রের সার্বিক প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এতটাই যীশুর সমরূপ এবং তাঁকে প্রতিনিধিত্বকারী যে যীশু নিজেই বলেন, *"আমি তোমাদের নিকটে আসিতেছি।"* এই সত্যকে আরও দৃঢ় করে তোলে যে পবিত্র আত্মাকে বলা হয় *"খ্রীষ্টের আত্মা"* (রোমীয় 8:9; I পিতর 1:11) এবং *"তাঁর পুত্রের আত্মা"* (গালাতীয় 4:6)।

পবিত্র আত্মাকে যীশুর নামে পাঠানো হয়েছে। অ্যামপ্লিফায়েড বাইবেল ক্লাসিক সংস্করণ ব্যাখ্যা করে *"আমার নামে"* বলতে কী বোঝায়। এটি বলে,

"আমার স্থানে, আমাকে প্রতিনিধিত্ব করতে এবং আমার পক্ষে কাজ করতে।" পবিত্র আত্মা এখানে যীশুর স্থানে রয়েছেন, সম্পূর্ণরূপে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর পক্ষে কাজ করছেন। এর অর্থ হলো পবিত্র আত্মা যীশুকে প্রকাশ ও প্রকাশ করবেন, তাঁকে পরিচিত করবেন, এবং যীশু নিজে এখানে থাকলে যা যা বলতেন ও করতেন, পবিত্র আত্মা তাই বলবেন ও করবেন।

পবিত্র আত্মা এইখানে যীশুর স্থানে অধিষ্ঠিত, সম্পূর্ণভাবে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং তাঁর হয়ে কার্য সম্পাদন করছেন।

যোহন 15:26,27

26 যাঁহাকে আমি পিতার নিকট হইতে তোমাদের কাছে পাঠাইয়া দিব, সত্যের সেই আত্মা, যিনি পিতার নিকট হইতে বাহির হইয়া আইসেন—যখন সেই সহায় আসিবেন—তিনিই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন।

27 আর তোমরাও সাক্ষী, কারণ তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।

পবিত্র আত্মা সাক্ষ্য দেন, সাক্ষ্য বহন করেন, যীশুকে প্রকাশ করেন। এবং আমাদেরকেও সেই একই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে — যীশুর সাক্ষ্য বহন করা, যীশুর হয়ে কথা বলা এবং তাঁকে প্রকাশ করা।

যোহন 16:14

তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

পবিত্র আত্মা এইখানে যীশুর নামে অবস্থান করছেন, এবং সেই নামে কথন ও কর্ম পরিচালনা করেন, যাতে যীশু গৌরবান্বিত হন। একইভাবে, এই পৃথিবীতে যীশুকে মহিমান্বিত করাও আমাদের দায়িত্ব।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য আমাদের অন্তরে গভীরভাবে ধারণ করা উচিত—পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের মাধ্যমেই কার্যকর হন। যীশুর নামে আসার যে ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়েছে, সেই ক্ষমতায় পবিত্র আত্মা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যীশুর কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হন।

যেমন পবিত্র আত্মা যীশুর নামে এসেছেন, তেমনই আমরাও প্রেরিত হয়েছি যীশুর নামে। অতএব, যখন আমরা বলি 'যীশুর নামে', তখন আমরা সাহসিকতার সঙ্গে ঘোষণা করি—আমরা তাঁর প্রতিনিধিত্বে, তাঁর হয়ে এবং তাঁর কর্তৃত্বে কাজ করছি। আমরা যা কিছু যীশুর নামে করি, সেই সমস্ত কৃত্যে তিনি আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন। যে বিশ্বাসী যীশুর নামে পদক্ষেপ নেয়, সে নিশ্চিত থাকতে পারে যে ঈশ্বরের আত্মা তার সহচর। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্যে ও আমাদের মাধ্যমে এমনভাবে কার্য করেন, যাতে যীশুর মহিমা বিকশিত হয় এবং যীশু আমাদের জীবন ও কার্যকলাপের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি আমাদের অপেক্ষাও অধিক আগ্রহী যেন এই কার্যগুলি পরিপূর্ণ হয়! আমরাও যীশুর নামে, পবিত্র আত্মার সহিত একত্রে রয়েছি।

যেমন প্রেরিতেরা বলেছিলেন: *"এই সকল বিষয়ের আমরা সাক্ষী, এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়াছেন, সেই পবিত্র আত্মাও সাক্ষী"* (প্রেরিত 5:32)

চিন্তাভাবনা

1) যীশুর নামে পবিত্র আত্মা এই পৃথিবীতে বর্তমান। সেই একই নামে বিশ্বাসীরাও প্রেরিত হয়েছেন। এবার চিন্তা করুন, এই বাস্তবতা একজন বিশ্বাসীর জন্য কী গভীর অর্থ বহন করে। এই উপলব্ধির আলোকে, আমরা কেমন করে পবিত্র আত্মার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও সহযোগিতার ধরন পুনর্বিবেচনা করবো?

7

কী ঘটে যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি?

যখন আমরা বলি যে আমরা যীশুর নামে কিছু করছি বা বলছি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা কী সাধন করি? উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা যীশুর নামে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির উপর হাত রাখি, কিংবা অন্য কোনো উপায়ে তার পরিচর্যা করি, তাহলে আত্মিক অর্থে আমরা কী সাধন করছি? যখন আমরা যীশুর নামে মন্দ আত্মাদের বহিষ্কারের আদেশ দিই, তখন আত্মিক পরিসরে এর তাৎপর্য কী দাঁড়ায়? আবার, যখন আমরা কোনো ঝড়কে (যা হতে পারে কোনো কঠিন পরিস্থিতি), অথবা কোনো পাহাড়কে (অর্থাৎ কোনো প্রতিবন্ধকতা) যীশুর নামে থামার বা সরে যাওয়ার আদেশ দিই—তখন আমাদের কী আশা করা উচিত? যখন আমরা যীশুর নামে প্রার্থনা করি, কোনো বিষয় সম্পন্ন করার জন্য পিতার নিকট মিনতি করি—তখন পিতা সেই প্রার্থনাকে কীভাবে গ্রহণ করেন? আত্মিক ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন সূচিত হয় যখন আমরা যীশুর নাম প্রয়োগ করি?

বিশ্বাসী হিসেবে, যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি, তখন আমরা যীশুর দ্বারা অর্পিত এক মোক্তারনামার প্রয়োগ করি। আমরা সেই কাজটিই করি, যার জন্য অধিকার আমাদের স্বয়ং প্রভু যীশু প্রদান করেছেন। ভাবুন, একজন ট্রাফিক পুলিশের কথা—ব্যস্ত রাস্তায় অসংখ্য যানবাহনের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি যখন কেবলমাত্র হাত তুলে যানবাহন থামার নির্দেশ দেন, তখন সমস্ত গাড়ি থেমে যায়। শারীরিক দিক থেকে, এই কাজটি তাঁর পক্ষে এককভাবে অসম্ভব। কিন্তু যেহেতু তিনি স্থানীয় সরকারের পক্ষ থেকে অধিকারপ্রাপ্ত, এবং তাঁর উর্দি সেই কর্তৃত্বকে বহন করে, তাই চালকেরা তাঁর আদেশকে মান্য করে। একইভাবে, যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি, তখন আত্মিক পরিসরে যেন আমরা এক কর্তৃত্বের পোশাক পরিধান করি এবং এমন একটি ঘোষণা উচ্চারণ করি, যা আত্মিক জগতে প্রতিধ্বনিত হয় ও সাড়া পায়।

যখন আমরা বলি “যীশুর নামে,” তখন আমরা সাহসের সঙ্গে ঘোষণা

করি যে, এই কার্যটি আমরা সম্পাদন করছি যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করে—তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে, এবং তাঁরই দেওয়া কর্তৃত্ব ও শক্তির বলে। আমরা তা-ই করছি, যা তিনি করতেন, যদি তিনি শারীরিকভাবে এখানে উপস্থিত থাকতেন।

যখন আমরা বলি "যীশুর নামে," তখন আমরা সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করি যে, এই কার্যটি আমরা সম্পাদন করছি যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করে—তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে, এবং তাঁরই প্রদানকৃত কর্তৃত্ব ও শক্তির বলে। আমরা তা-ই করছি, যা তিনি করতেন, যদি তিনি শারীরিকভাবে এখানে উপস্থিত থাকতেন।

তাঁর নামই তাঁকে সেই কাজ ও পরিস্থিতির মধ্যে নিযুক্ত করে। যীশু এখন এখানেই উপস্থিত আছেন—তিনি তাঁর নামের মধ্যেই বিরাজমান। তাঁর নামেই তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত (মথি 18:20)। যে অসুস্থ ব্যক্তির উপর আমরা হাত রাখি, যেন তিনি নিজেই সেই ব্যক্তির উপর স্পর্শ রাখছেন। যীশুর নামে যে আদেশ আমরা উচ্চারণ করি, যেন সেই আদেশ স্বয়ং তিনি প্রদান করছেন। তিনি আমাদের মধ্য দিয়ে কার্য সম্পাদন করছেন।

তাঁর নাম স্বর্গীয় সমস্ত কর্তৃত্বকে সেই পরিস্থিতির অন্তঃস্থলে নিয়ে আসে। এই নামের পিছনে রয়েছে রাজকীয় মহিমা, রাজ্যের শক্তি, কর্তৃত্ব ও সর্বময় আধিপত্য—সবই সেই পরিস্থিতিতে কার্যকর হয়ে ওঠে। তখন আর কিছুই অসম্ভব থাকে না। কারণ, সমস্ত কর্তৃত্ব নিহিত রয়েছে সেই নামেই। যখন আমরা অসুস্থতার বিরুদ্ধে যীশুর নাম প্রয়োগ করি, অসুস্থতার আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। যখন আমরা মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে যীশুর নাম প্রয়োগ করি, তখন তাদের সমস্ত ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে যায়—তারা সেই নামের সামনে নিঃসহায় হয়ে পড়ে। যীশুর নামের দ্বারা ঈশ্বরের রাজত্ব পরিস্থিতির উপর পরিব্যাপ্ত হয়।

তাঁর নামে, তাঁর শক্তি বিদ্যমান (I করিন্থীয় 5:4)। যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি, তখন পবিত্র আত্মা, যিনি খ্রীষ্টের আত্মা, যিনি তাঁর নামে প্রেরিত হয়েছেন, সেখানেই উপস্থিত থাকেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হয়। যীশুর নামে আমরা যে আদেশসূচক বাক্য উচ্চারণ করি, সেগুলির সঙ্গে আত্মার শক্তি প্রকাশিত হয়।

যখন আমরা যীশুর নামে প্রার্থনা করি, তখন আমরা তাঁর স্থানে, তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে পিতার কাছে আবেদন করি। এটা এমন যেন যীশু নিজেই সেই আবেদন করছেন। অন্য কোনোভাবে তা হতে পারে না। আমাদের প্রার্থনা এখন আমাদের নামের সাথে তাঁর নামও বহন করে। "যীশুর নামে" প্রার্থনা করা এবং আমাদের প্রার্থনায় তাঁর নাম না থাকার প্রত্যাশা করা অর্থহীন হবে! যখন আমরা আমাদের প্রার্থনায় "যীশুর নামে" উল্লেখ করি, তখন আমরা বোঝাই যে আমরা এই প্রার্থনা যীশুকে প্রতিনিধিত্ব করে, তাঁর স্থানে, তাঁর পক্ষে করছি, যেন আমরা তা-ই চাইছি যা যীশু চাইতেন যদি তিনি তাঁর সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দিয়ে আমাদের সমর্থন করতেন!

সঠিক ও নিখুঁত ভাবে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করা

তাঁর নামে আমরা তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করি—সেই কাজ সম্পাদনের জন্য ও সেই বাক্য উচ্চারণের জন্য, যা তিনি নিজে করতেন কিংবা বলতেন। অতএব, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের কার্য ও কথার মাধ্যমে তাঁকে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত করি।

অতএব, যেকোনো পরিস্থিতিতে যীশু কী বলতেন বা কী করতেন, তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মনকে নবায়িত করতে হবে, অর্থাৎ, আমাদের চিন্তাভাবনাকে যীশুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে, যেমন আমরা তাঁকে সুসমাচারগুলিতে দেখি। উদাহরণস্বরূপ, এখানে কয়েকটি বিষয় রয়েছে যা সুসমাচারে দেখা যায় যীশুর চিন্তা, কথা এবং চলার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে।

এক ঝড় যা প্রায় তাদের নৌকা ডুবিয়ে দিচ্ছিল, তাতে যীশু শান্তিতে ছিলেন। যখন তিনি জেগে উঠলেন, তিনি ঝড়ের মোকাবিলা করে বাতাস ও ঢেউকে শান্ত হতে আদেশ করলেন।

যখন কোনো বিষয় বা পরিস্থিতি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে এগিয়ে যায়—যেমন, জায়িরের কন্যার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, যে মেয়েটি যীশু তাঁর গৃহের দিকে যাত্রা করতেই মৃত্যুবরণ করেছিল—তখন যীশু কেবল বললেন, *"ভয় কোরো না, কেবল বিশ্বাস করো।"* এবং সেই কন্যা পুনরুজ্জীবিত হলো।

তাঁর সামনে যখন 5000 -এরও বেশি পুরুষ, নারী ও শিশুসহ এক অভাব উপস্থিত হলো, যীশু তাঁর শিষ্যদের তাদের খাবার দিতে বললেন। এটি ছিল এক স্বাভাবিক অসম্ভবতা, তবুও তিনি প্রার্থনা করে, একটি ছোট

ছেলের দুপুরের খাবার থেকে পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ বৃদ্ধি করে বিতরণ করলেন।

যখন তিনি সেই পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, যিনি সদ্য তাঁর শিষ্যদের আত্মিক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছিলেন—কারণ তারা তাঁর পুত্রের মধ্যে থেকে মন্দ আত্মাকে তাড়াতে ব্যর্থ হয়েছিল—তখন যীশু বললেন, *"যদি বিশ্বাস করিস, তবে বিশ্বাসীর পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।"* (মার্ক 9:23)

লাসারের মৃত্যুতে, যখন তিনি এক আশাভঙ্গের মুহূর্তের মুখোমুখি হন—কারণ চারদিন ধরে মৃতদেহ কবরে সমাহিত—তখন তিনি বললেন, *"যদি তুমি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে।"* (যোহন 11:40)

এই মনোভাবই খ্রীষ্টের মন; এই দৃষ্টিভঙ্গিই যীশুর ভাবনা। এভাবেই তিনি পরিস্থিতির প্রতি সাড়া দেন, কারণ এই ধরণেই তিনি পিতার কাছ থেকে দেখেছেন ও শুনেছেন।

পবিত্র আত্মাকে শুনুন

যোহন 16:13-15

13 পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন।
14 তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।
15 পিতার যাহা যাহা আছে, সকলই আমার; এই জন্য বলিলাম, যাহা আমার, তিনি তাহাই লইয়া থাকেন, ও তোমাদিগকে জানাইবেন।

পবিত্র আত্মা যীশুর নামে এখানে আছেন। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন। তিনিই আমাদের সমস্ত সত্যে পরিচালিত করেন। যীশু যা বলছেন, তা তিনি গ্রহণ করে আমাদের কাছে বলেন। সুতরাং, আমরা যাতে সঠিকভাবে যীশুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারি, তার জন্য আমাদের ঈশ্বরের আত্মার কথা শুনতে শিখতে হবে। তিনি আমাদের কাছে খ্রীষ্টের মন প্রকাশ করেন (1 করিন্থীয় 2:9-16), যাতে আমরা কী বলব এবং কী করব তা জানতে পারি, আর এর মাধ্যমে আমরা যীশুকে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করতে পারি।

চিন্তাভাবনা

1) বিভিন্ন আত্মিক গতিশীলতাগুলির বিষয়ে চিন্তন করুন, যেগুলি কার্যকরী হয়ে ওঠে যখন আমরা "যীশুর নামে" প্রার্থনা করি, কথা বলি, ও কর্ম করি। এই উপলব্ধি কীভাবে আপনার প্রার্থনার ধরণ, ব্যক্তিগত পরিস্থিতিগুলির মুখোমুখি হওয়ার পদ্ধতি, এবং প্রয়োজনে লোকদের প্রতি পরিচর্যার দৃষ্টিভঙ্গিকে রূপান্তরিত করে?

2) খ্রীষ্টকে যথাযথ ও নিখুঁতভাবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, যখন আমরা প্রার্থনা করি, তাঁর নামে কথা বলি ও কাজ করি, তখন আমাদের খ্রীষ্টের মন জানার প্রয়োজন রয়েছে—
   - সুসমাচারের মধ্যে তাঁকে কাছথেকে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে এবং
   - পবিত্র আত্মার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করার মাধ্যমে।

এই দুটি বিষয়ে নিজেকে মূল্যায়ন করুন:

- আপনি কি মনে করেন যে আপনি যথেষ্টভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম, যীশু প্রত্যেক পরিস্থিতিতে কেমনভাবে চিন্তা করতেন ও প্রতিক্রিয়া জানাতেন, যেমনটি আমরা সুসমাচারে দেখি?
- দৈনন্দিন জীবনের নানা পরিস্থিতিতে পবিত্র আত্মার কাছ থেকে আত্মিক অনুসন্ধান ও তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণের প্রক্রিয়ায় আপনি কি স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা অনুভব করেন?

(আরও গভীর অধ্যয়নের জন্য, অনুগ্রহ করে APC প্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ দেখুন: **"ঈশ্বরের পথনির্দেশ গ্রহণ"**, **"পবিত্র আত্মার দানসমূহ"** এবং **"নানাবিধ ভাষায় কথা বলার আশ্চর্য আশীর্বাদসমূহ"**। এই গ্রন্থগুলি বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ apcwo.org/books-এ।)

৪

যীশুর নামে বিশ্বাস করুন

যীশুর নাম কোনো সৌভাগ্যদায়ক মন্ত্র নয়, এটি “খুল যা সিমসিম”-এর মতো কোনো জাদুকরী বাক্যও নয়; এটি কেবলমাত্র জপ করার মতো একটি শব্দ, কিংবা মঙ্গলদায়ক কিছু ঘটানোর জন্য কোনো রীতিনীতি নয়। এই নামকে অনর্থক পুনরাবৃত্তি করলেই তা আমাদেরকে শক্তিসম্পন্ন করে তুলবে না, বা সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে বাস্তবে আনবে না, যেগুলি প্রভু আমাদেরকে দিয়েছেন। তাঁর নামকে কার্যকরভাবে উচ্চারণ কিংবা ব্যবহার করতে হলে, আমাদেরকে অবশ্যই যীশুকে জানতেই হবে, এবং বিশ্বাস করতে হবে তাঁর নামের অন্তর্নিহিত কর্তৃত্বে।

তাঁকে বিশ্বাস করুন, আর বিশ্বাস করুন তাঁর পবিত্র নামকে

শাস্ত্রে বেশ কয়েকটি স্থানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যীশুর নামকে এবং যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিকে বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে।

কয়েকটি বিবেচনা করে দেখুন:

যোহন 1:12
কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

যোহন 3:18 (এছাড়াও দেখুন যোহন 20:31; 1 যোহন 5:13)
যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

যোহন 6:28,29
28 তখন তাহারা তাঁহাকে কহিল, আমরা যেন ঈশ্বরের কার্য্য করিতে পারি, এ জন্য আমাদিগকে কি করিতে হইবে?
29 যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বরের কার্য্য এই, যেন তাঁহাতে তোমরা বিশ্বাস কর, যাঁহাকে তিনি প্রেরণ করিয়াছেন।

আগের অধ্যায়গুলিতে আমরা দেখেছি যে, যীশুর নামে বিশ্বাস রাখা মানে যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যীশুর নামে সত্যিকারের বিশ্বাস রাখতে হলে, আমাদের অবশ্যই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতে হবে এবং বিশ্বাস করতে হবে—ঐ ব্যক্তিকে যাঁর প্রতিনিধিত্ব করে এই মহান নামটি।

নামের উপর বিশ্বাস সহকারে সেই নামটিকে ব্যবহার করুন

যীশুর নাম ব্যবহারের সঙ্গে বিশ্বাসকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। নিম্নোক্ত শাস্ত্রাংশগুলির উপর চিন্তন করুন, যেগুলি আমাদের শেখায়—যখন আমরা যীশুর নামকে ব্যবহার করি, তখন বিশ্বাস কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মথি 17:19-21

19 তখন শিষ্যেরা বিরলে যীশুর নিকটে আসিয়া কহিলেন, কি জন্য আমরা উহা ছাড়াইতে পারিলাম না?

20 তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অল্প বলিয়া; কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যদি তোমাদের একটী সরিষা-দানার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তবে তোমরা এই পর্ব্বতকে বলিবে, 'এখান হইতে ঐখানে সরিয়া যাও,' আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।

21 কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর কিছুতেই এ জাতি বাহির হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে প্রেরিতরা যীশুর নামের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করেছিলেন—অসুস্থদের সুস্থ করে তুলেছিলেন, মন্দ আত্মাদের বিতাড়িত করেছিলেন এবং বহু অলৌকিক কাজ করেছিলেন। তারা ফলপ্রসূ সেবা ও কার্য প্রত্যক্ষ করছিলেন। তবে মথি 17 অধ্যায়ে আমরা একটি ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির মুখোমুখি হই, যেখানে শিষ্যরা একটি বালকের মধ্যস্থিত মন্দ আত্মাকে বিতাড়িত করতে ব্যর্থ হন। নিঃসন্দেহে, তারা পূর্বের অভিজ্ঞতার মতোই যীশুর নাম প্রয়োগ করেছিলেন। তবুও, সেই বালকটি মুক্তি লাভ করেনি। পরবর্তীতে যীশু এসে তাঁকে মুক্ত করেন। শিষ্যগণ যখন এই ব্যর্থতার কারণ জানতে চান, যীশু এক গূঢ় মূল সমস্যার দিকে ইঙ্গিত করেন—**অবিশ্বাস**। আর সমাধানস্বরূপ, তিনি দেখান সরষে দানার মতো সামান্য বিশ্বাসের অসীম শক্তিকে। যীশুর নামের মধ্যে নিহিত ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে, বিশ্বাস অবশ্যই অপরিহার্য। প্রার্থনা ও উপবাসের অনুশীলন আমাদের অন্তরের সংশয় ও অবিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অপসারিত করে, যাতে বিশ্বাস দৃঢ় হয় এবং এমন শক্তিশালী আত্মিক প্রতিকূলতার মোকাবিলা করার সক্ষমতা জন্মে।

যীশুর নামের কর্তৃত্বকে ব্যবহার করার সাথে বিশ্বাসকে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে।

যখন পিতর ও যোহন মন্দিরের দরজার সামনে সেই ব্যক্তিকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন—যিনি 40 বছর ধরে খঞ্জ অবস্থায় ছিলেন—তখন উপস্থিত সমস্ত লোক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। তখনই পিতর মন্দিরে তাঁর বার্তায় এই বাক্য উচ্চারণ করেন:

প্রেরিত 3:16

আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান্ করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।

পিতর যীশুর নামের প্রতি এবং সেই নামের উপর বিশ্বাসের প্রতি নির্দেশ করলেন—যেটিই সেই খঞ্জ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করেছিল। এই ঘটনা আমাদের ওপর জোর দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যীশুর নাম যেন আমরা বিশ্বাস সহকারে উচ্চারণ করি এবং সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করি—যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, সেই স্থানে যীশুই সর্বশক্তিমান ও কার্যক্ষম।

একই বিষয়টি আমরা যাকোবের পত্রে পুনরাবৃত্তি হতে দেখি।

যাকোব 5:14,15

[14] তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন।
[15] তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

আমরা যেন যীশুর নামের মাধ্যমে অসুস্থদের প্রতি পরিচর্যা করি এবং বিশ্বাসসহকারে প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করি। বিশ্বাসে গাঁথা প্রার্থনা এবং যীশুর নামের দ্বারা উচ্চারিত প্রার্থনা রোগীকে সুস্থতা দান করবে। এখানে আবারও সুস্পষ্টভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যে, অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনায় যখন যীশুর নাম প্রয়োগ করি, তখন আমাদের অবশ্যই এক অবিচল, সন্দেহহীন বিশ্বাস বহন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে মনে করিয়ে দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে,

যাকোব যে প্রকার বিশ্বাসের কথা বলছেন, তার পরিচয় তিনি তাঁর পত্রের প্রথম অধ্যায়েই প্রদান করেছেন: এক নিঃসন্দেহ, একনিষ্ঠ, দ্বিধাহীন বিশ্বাস—*"কিন্তু সে বিশ্বাসপূর্ব্বক যাচ্ঞা করুক কিছু সন্দেহ না করুক; কেননা যে সন্দেহ করে, সে বায়ুতাড়িত বিলোড়িত সমুদ্র-তরঙ্গের তুল্য। সেই ব্যক্তি যে প্রভুর নিকটে কিছু পাইবে, এমন বোধ না করুক; সে দ্বিমনা লোক, আপনার সকল পথে অস্থির"* (যাকোব 1:6-8)।

যখন আমরা প্রার্থনায় যীশুর নাম ব্যবহার করি, অথবা কোনো পরিস্থিতির উপর, অসুস্থতার উপর, মন্দ আত্মাদের উপর কিংবা স্বাভাবিক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করি, তখন যেন আমরা সেই কাজটি করি—**'সন্দেহ না করে, দ্বিমনা না হয়ে, এক অবিচল ও নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে'।**

যখন আমরা প্রার্থনায় যীশুর নাম ব্যবহার করি, অথবা কোনো পরিস্থিতির উপর, অসুস্থতার উপর, মন্দ আত্মাদের উপর কিংবা স্বাভাবিক বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করি, তখন যেন আমরা সেই কাজটি করি—'সন্দেহ না করে, দ্বিমনা না হয়ে, এক অবিচল ও নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে'।

চিন্তাভাবনা

1) মথি 17:14-21 পদসমূহের প্রেক্ষাপটে নিজেকে প্রেরিতদের মধ্যে একজন হিসেবে কল্পনা করুন—আপনি সেই বালকটির মধ্য থেকে মন্দ আত্মা তাড়াতে চেষ্টা করছেন। আপনি এবং আপনার সহপ্রেরিতেরা ইতিপূর্বে বহুবার এইরূপ কাজ করেছেন সেই কর্তৃত্বের মাধ্যমে, যা নাসরৎ-এর যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনাদের প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রে, আপনি কোনো ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন না। এমন পরিস্থিতিতে অবিশ্বাস কীভাবে বারবার বিশ্বাসকে পরাভূত করে—এর পেছনের কারণগুলো কী হতে পারে?

2) আমরা কীভাবে যীশু এবং তাঁর পবিত্র নামে আমাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় ও বলীয়ান করতে পারি?

9

যীশুর নামেতে

একজন বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের অবশ্যই এই সত্য অনুধাবন করতে হবে এবং প্রভুর প্রদত্ত আদেশপথে অবিচল থাকতে হবে—যখন তিনি আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহারের কর্তৃত্ব প্রদান করেছিলেন এবং তাঁর নামেই আমাদের প্রেরণ করেছিলেন। যেহেতু প্রভু স্বয়ং আমাদের এই মহত কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন, এবং তাঁর নাম ব্যবহারের বিস্তৃত সুযোগ ও অধিকার দিয়েছেন, সেহেতু আমাদের দায়িত্ব সেই নামকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে সেই সকল কর্ম সম্পন্ন করা, যেগুলি তিনি আমাদের মাধ্যমে সাধন করতে চান। আমরা লজ্জিত নই তাঁর নামে কাজ করতে, তাঁকে যথার্থরূপে প্রতিনিধিত্ব করতে, তাঁর স্থানে দাঁড়িয়ে সেইসব কর্ম সম্পন্ন করতে, যেগুলি তিনি স্বয়ং শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকলে করতেন। "যীশুর মতো হওয়া" আমাদের কাছে কোনো অপমানের বিষয় নয়—বরং সেটিই আমাদের আহ্বান! *"তিনি যেমন আছেন, আমরাও এই জগতে তেমনি আছি।"* (I যোহন 4:17)। আমরা যীশুর জীবনধারা অবলম্বন করি—যেমন তিনি জীবন যাপন করতেন, আমরাও তেমনি চলি; যেমন তিনি চিন্তা করতেন, আমরাও সেইরূপ চিন্তা করি; যেমন তিনি কাজ করতেন, আমরা তেমনি সাড়া দিই ও আচরণ করি (I যোহন 2:6)। এবং এই সকল কিছুই আমরা করি—তাঁর নামের মধ্যে, তাঁর নামে।

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী এই বিষয়টির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করেছিল। তারা ছিল সাধারণ মানুষ, কিন্তু যীশুর নামে কার্যসম্পাদনের অন্তর্নিহিত অর্থ তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করত। আজকের বিশ্বাসী হিসেবে, আমাদেরও উচিত সেই একই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা—যে যীশু যখন আমাদের তাঁর নাম ব্যবহারের অধিকার দেন, তখন তিনি প্রকৃতপক্ষে আমাদের কী প্রদান করতে চান, তা গভীরভাবে উপলব্ধি করা।

যীশুর নামে আপনার কাছে যা আছে, তা জানুন ও সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন

প্রেরিত 3:6,7

6 কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।

[7] পরে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার চরণ ও গুল্ফ সবল হইল।

পিতর বলেছিলেন: *"কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি"।* তিনি জানতেন—তাঁর হাতে কিছু আছে। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তাঁর কাছে নাসরৎ-এর যীশু খ্রীষ্টের নাম রয়েছে। তিনি অবগত ছিলেন, সেই নামের মধ্যে কী অপরিমেয় শক্তি নিহিত রয়েছে, এবং সেই নাম ব্যবহারের অধিকার তাঁকে প্রদান করা হয়েছে। তিনি জানতেন, সেই নামের মধ্যেই রয়েছে সুস্থতার উৎস। তিনি বিশ্বাস করতেন, জন্মগতভাবে 40 বছর ধরে খঞ্জ হয়ে থাকা এই ব্যক্তিকে সুস্থ করার ক্ষমতা সেই নামেই নিহিত। এবং সেই নির্দিষ্ট দিনে, পিতর নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রভু চান তিনি যেন এই খঞ্জ ব্যক্তির প্রতি পরিচর্যা করেন, এবং যীশুর নামের মধ্যস্থ যে শক্তি ও অনুগ্রহ রয়েছে, তা যেন তাঁর মধ্যে প্রবাহিত করেন।

তবুও, পিতরকে কিছু করতেই হয়েছিল। তাঁকে উচ্চারণ করতে হয়েছিল সেই নাম, গ্রহণ করতে হয়েছিল সাহসী পদক্ষেপ—যীশুর নামেতেই। অন্যথায়, তাঁর অধিকারভুক্ত সেই নাম, এবং সেই নামের অন্তর্নিহিত সমস্ত পরিপূর্ণতা, এই খঞ্জ ব্যক্তির জন্য একেবারেই মূল্যহীন হয়ে থাকত। সুতরাং, পিতর নির্ভয়ে অগ্রসর হলেন, যীশুর নামে দৃপ্তস্বরে উচ্চারণ করলেন, এবং সেই ব্যক্তিকে—যিনি জন্মাবধি কখনো হাঁটেননি—আদেশ দিলেন উঠে দাঁড়াতে ও চলতে। তিনি নিঃসংকোচে যীশুর নামের ওপর নির্ভর করে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে তুলে দাঁড় করালেন। সেই নাম পিতরকে ব্যর্থ করেনি। বরং, সেই নামের মধ্যে যে ঐশী শক্তি নিহিত ছিল, তা-ই সেই ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করে তুলেছিল।

প্রেরিত 4:7,10

[7] তাঁহারা উহাঁদিগকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ?

[10] তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক ইহা জ্ঞাত হউন, নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে।

এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, কতটা গভীর তাৎপর্য বহন করে ধর্মীয় নেতারা যখন পিতর ও যোহনকে জিজ্ঞাসা করলেন, খঞ্জ ব্যক্তির এই অলৌকিক আরোগ্যসাধনের বিষয়ে—*"কী ক্ষমতায়"* অথবা *"কী নামে"*

তোমরা এই কাজ করেছ? গ্রীক ভাষায় 'ক্ষমতা' শব্দটি হল *'ডুনামিস'*, যা অলৌকিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রেরিত 1:8 পদে, যেখানে পবিত্র আত্মার শক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। *"কী নামে"*—এই প্রশ্নের অন্তর্নিহিত অর্থ হল, কাহার কর্তৃত্বে, কাহার প্রতিনিধিত্বে এই কাজ সংঘটিত হয়েছে। পিতরের উত্তর ছিল নিঃসংশয় ও অকপট: এই শক্তি ও কর্তৃত্ব এসেছে *"নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে।"* আমাদেরও এই উপলব্ধি থাকা আবশ্যক যে যীশুর নামের মধ্য দিয়ে আমাদের জন্য কী অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব উপলব্ধ রয়েছে।

যখন আমরা সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম ধারণ করে
অগ্রসর হই এবং সেই কাজ সম্পাদনে প্রবৃত্ত হই,
যা তিনি আমাদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে চান,
তখনই ঈশ্বরের শক্তি ও স্বর্গীয় কর্তৃত্ব প্রকাশিত
হয়।

খ্রীষ্টেতে আপনার পরিচয় সম্পর্কে জানুন

আমাদের উপর অর্পিত কর্তৃত্ব প্রয়োগে আস্থা বিকাশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো খ্রীষ্টে আমাদের পরিচয় জানা। শয়তান, রোগ, পরিস্থিতি এবং অবস্থার ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের আমাদের ক্ষমতা খ্রীষ্টে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচয় বোঝার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। খ্রীষ্টে আমাদের আর যা কিছু আছে তার মধ্যে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমরা *"ঈশ্বরের দায়াদ ও খ্রীষ্টের সহদায়াদ"* (রোমীয় 8:17) হয়েছি। ঈশ্বর *"খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদিগকে তাঁহার সহিত উঠাইলেন ও তাঁহার সহিত স্বর্গীয় স্থানে বসাইলেন"* (ইফিষীয় 2:6)। ঈশ্বরের প্রচুর অনুগ্রহ এবং খ্রীষ্টে ধার্মিকতার উপহারের প্রাপক হিসাবে, আমরা এই জীবনে শাসন, রাজত্ব এবং আধিপত্য করার অবস্থানে রয়েছি (রোমীয় 5:17)। যখন আমরা যীশুর নামে কাজ করি, তখন আমরা পিতার ডান হাতে যীশুর সাথে উপবিষ্ট হওয়ার আমাদের অবস্থান থেকে কাজ করি, যা সমস্ত রাজ্যের সর্বোচ্চ সিংহাসন।

আমাদের এই সত্যগুলিকে গ্রহণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে। যীশুর নামে এগিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সাহসী ও নির্ভীক হতে হবে!

এই পুস্তকের বাকি অংশটি

পুস্তকের এই পর্যায় পর্যন্ত আমরা যীশুর নাম ব্যবহারের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তার মাধ্যমে আমাদের লাভ কী—এই বিষয়টির উপলব্ধির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি। আমরা দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি একটি দৃঢ় আত্মিক ভিত্তি নির্মাণে, যেন বুঝতে পারি, যীশুর নাম ব্যবহারের সৌভাগ্য কতখানি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

এই পুস্তকের অবশিষ্টাংশটি সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য অধ্যায়ে বিভক্ত, যা নতুন নিয়মের আলোকে যীশুর নাম ব্যবহারের শিক্ষা প্রদান করে। আসুন, আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি পরিসরে যীশুর মহিমাময় নাম প্রয়োগ করি, যেমনটি নতুন নিয়মে আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চিন্তাভাবনা

1) কয়েকটি প্রতিবন্ধক বিষয় চিহ্নিত করুন—যেসব কারণে আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে অথবা অন্যদের প্রতি পরিচর্যার ক্ষেত্রে সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম ব্যবহার করতে বাঁধাপ্রাপ্ত হন। এই অন্তরায়সমূহকে আপনি আত্মিকভাবে কীভাবে অতিক্রম করতে পারেন?

10
যীশুর নামে ক্ষমালাভ

লূক 24:47
আর তাঁহার নামে পাপমোচনার্থক মনপরিবর্ত্তনের কথা সর্ব্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে—যিরূশালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে।

প্রেরিত 10:43
তাঁহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়।

1 যোহন 2:12
বৎসেরা, আমি তোমাদিগকে লিখিতেছি, কারণ তাঁহার নামের গুণে তোমাদের পাপসমূহের ক্ষমা হইয়াছে।

যীশুর নামেই পাপের পরিপূর্ণ ক্ষমা নিহিত।

প্রথমত, ব্যক্তিগত স্তরে, এই সত্য উপলব্ধি করুন—তাঁর নামের গুণেই আমাদের পাপ ক্ষমা পেয়েছে। যীশু নাম সেই মহাপুরুষের নাম যিনি আমাদের সকল পাপের দণ্ড একবারেই চিরতরে পরিশোধ করেছেন। তিনি পাপের জন্য চিরকালের জন্য একটিমাত্র বলিদান হয়েছিলেন। যখন আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি ও তাঁর নামেতে পাপের ক্ষমা লাভ করি, তখন আমাদের আর কিছু করার প্রয়োজন নেই পাপের ক্ষমা লাভ করার জন্য। তিনি যা কিছু করেছেন, তাঁর পরিচয় ও নামের উপর অবিচল বিশ্বাসই হল একমাত্র পূর্বশর্ত।

এটা অত্যন্ত সরল একটি বিষয় কিন্তু উত্তেজনাপূর্ণ, যে যীশুর নামে পাপ সকল ক্ষমা হয়। বিশ্বাসী হিসেবে আমরা যদি পাপ করি, তখন আমরা স্বীকার করি এবং যীশুর নামে ক্ষমা লাভ করি। যখন আমরা বিনীতভাবে বলি, ‘পিতা, যীশুর নামে আমাকে ক্ষমা করুন’, তখন আমরা সেই ব্যক্তির নামেতে অনুরোধ জানাচ্ছি যিনি ইতিমধ্যেই আমাদের পাপের জন্য মূল্য দিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ, অনুতাপ অবশ্যই অপরিহার্য, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের

চোখের জল বা আবেগে নয়, ক্ষমা করেন সেই মহাশক্তির মাধ্যমে যার নামে আমরা প্রার্থনা করি। যে ব্যক্তি আমাদের সকল পাপের জন্য মূল্য পরিশোধ করেছেন, তিনি আমাদের পক্ষ থেকে পিতার সম্মুখে অবিরাম মধ্যস্থতা করছেন (1 যোহন 2:1,2)। *"যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন, এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন"* (1 যোহন 1:9), কারণ *"...তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে"* (1 যোহন 1:7)।

দ্বিতীয়ত, আমাদের আহ্বান করা হয়েছে যীশুর নামেই অনুতাপ ও পাপমোচনার বার্তা প্রচার করতে। যখন আমরা সুসমাচার প্রচার করি তখন আমরা অন্যদেরকে জানাই যে যীশুর নামের উপর বিশ্বাস করা দ্বারা এবং এবং ক্রুশের উপর তিনি কী করেছেন, সেটার উপর বিশ্বাস করা দ্বারা তারা পাপমোচনার অমূল্য অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। আমরা যেন আর কোনো প্রয়োজনীয়তা যোগ না করি যেমন, স্থানীয় মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়া বা অন্য কোনো কাজ তাদের কাছে যেন ক্ষমা 'অর্জন' বা 'ক্রয়' করার মাধ্যম বলে প্রতীয়মান হতে পারে। যে কেউ তাঁর উপর বিশ্বাস করে, তারা তাঁর নামের মধ্যে দিয়ে পাপের ক্ষমা লাভ করে।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 14 এর শেষে দেওয়া আছে)

১১
যীশুর নামেতে পরিত্রাণ

মথি ১:২১
এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু [ত্রাণকর্ত্তা] রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।

প্রথম অধ্যায়তে আমরা লক্ষ্য করেছি যে যীশু নামটির অর্থ হল উদ্ধারকর্তা অথবা ঈশ্বর যিনি আমাদের পরিত্রাণ। আমরা এটাও ব্যাখ্যা করেছি যে নতুন নিয়মে 'পরিত্রাণ' এক বিস্তৃত শব্দ *'সোজো'* এবং বহুমাত্রিক বাস্তবতা নির্দেশ করে যার মধ্যে অনন্তকালিন পরিত্রাণ, পাপের ক্ষমা, পাপের উপর বিজয়লাভ, অসুস্থতা থেকে সুস্থতা, লড়াইয়ের মধ্যে জয়লাভ, শত্রুর সকল কাজ থেকে মুক্ত হওয়া, আঘাত পাওয়া থেকে মুক্ত হওয়া, বিপদের মুখে সুরক্ষা লাভ করা এবং একটি সম্পূর্ণতা নিহিত। এর অন্তর্গত অর্থ: উদ্ধার, আরোগ্য, মুক্তি, বিজয়, রক্ষা, নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণতা। যীশুর মহিমান্বিত নামে নিহিত রয়েছে পরিত্রাণের সকল উপাদান।

প্রেরিত ৪:১২
আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।

বাইবেল অত্যন্ত জোরালো ও স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে যে শুধুমাত্র যীশুর নামেতে পরিত্রাণ রয়েছে। এইজন্য আমাদের দায়িত্ব হল যীশুকে পরিচিত করানো, যেন সকলেই তাঁর নামের উদ্দেশে আহ্বান জানাতে পারে।

রোমীয় ১০:১৩
কারণ, "যে কেহ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাইবে।"

সুসমাচারের বার্তা এই যে, যেকোনো ব্যক্তি যীশুর নামে আহ্বান জানালে, সে নিঃসন্দেহে পরিত্রাণ লাভ করবে।

মনে রাখবেন যে পরিত্রাণের মধ্যে পাপের ক্ষমা ছাড়াও আরও অনেক

কিছু যুক্ত রয়েছে। একজন বিশ্বাসী হিসেবে, আমরা প্রভুর নাম উচ্চারণ করে আহ্বান জানাতে পারি আরোগ্যের জন্য, মুক্তির জন্য, নিরাপত্তা ও সংরক্ষণের জন্য - কারণ এই সবকিছু এই নামের মধ্যে রয়েছে - এবং শাস্ত্র আমাদেরকে বলে যে আমরা অবশ্যই উদ্ধার পাব। স্মরণে রাখুন— এই পবিত্র নামেই নিহিত আছে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ। যীশুর উপর বিশ্বাস সহকারে আমরা সেই নামকে উল্লেখ করতে পারি, নির্ভয়ে ও দৃঢ় বিশ্বাসে ঘোষণা করতে পারি, এবং তাহলে আমরা পরিত্রাণ লাভ করবো।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 14 এর শেষে দেওয়া আছে)

12
যীশুর নামেতে অনন্ত জীবন

যোহন 1:12
কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।

যোহন 3:18
যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তাহার বিচার করা যায় না; যে বিশ্বাস না করে, তাহার বিচার হইয়া গিয়াছে, যেহেতুক সে ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে বিশ্বাস করে নাই।

যোহন 20:30,31
30 যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই।
31 কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

1 যোহন 5:13
তোমরা যাহারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করিতেছ, আমি তোমাদিগকে এই সকল কথা লিখিলাম, যেন তোমরা জানিতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পাইয়াছ।

আমরা নতুন জন্ম লাভ করি, ঈশ্বরের পরিবারে তাঁর পুত্র ও কন্যা হিসেবে অধিষ্ঠিত হই যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস স্থাপন করি এবং হৃদয় দিয়ে তাঁর নামকে গ্রহণ করি। যখন আমরা তাঁর নামেতে বিশ্বাস করি তখন আমরা এই জগতেই অনন্ত জীবন লাভ করি। আমরা জানতে পারি, নিশ্চিত হই, এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি যে আমরা অনন্তজীবন লাভ করেছি। এবং এটাই ঈশ্বর আমাদেরকে করার জন্য আদেশ দিয়েছেন, তাঁর পুত্র যীশুর খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করার জন্য (1 যোহন 3:23)।

যীশুর নাম আমাদের কাছে অনন্তজীবন নিয়ে আসে—ঈশ্বরীয় জীবন (গ্রীক ভাষায় *‘জো’*), ঈশ্বরের মতো এক জীবন। যীশু এসেছিলেন প্রচুর পরিমাণে আমাদেরকে অনন্ত জীবন দেওয়ার জন্য। এই জীবন আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরীয় জ্যোতিতে আলোকিত করে, এবং অন্ধকারকে তাড়িয়ে দেয়। (যোহন 1:4,5)। যখন আমরা যীশুর নাম উচ্চারণ করি, তখন আমরা সেই পরিস্থিতিতে যীশুর জীবনকে আমন্ত্রণ জানাই। যেখানে তাঁর জীবন প্রবাহিত হয়, সেখানে মৃত্যুর শক্তি টিকে থাকতে পারে না। যেখানে তাঁর জীবন রয়েছে, সেখান থেকে অন্ধকারের বিষয়গুলি পালিয়ে যায়। ঐ পবিত্র নাম উচ্চারণ করুন, সাহসের সাথে ঘোষণা করুন, হৃদয় ভরে গান করুন, এবং দেখুন যে কীভাবে মৃত্যু ও অন্ধকার দূর হয়, কারণ, তাঁর নামই জীবন ও আলো—এক ঈশ্বরীয় জীবনধারা ও ঐশিক দীপ্তির প্রকাশ।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 14 এর শেষে দেওয়া আছে)

13

যীশুর নামেতে ধৌত হওয়া, পবিত্রীকৃত হওয়া, ধার্মিক গণিত হওয়া

1 করিন্থীয় 6:9-11

9 অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না;

10 যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপূজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ আচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটুভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না।

11 আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছ।

প্রেরিত 22:16

আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল।

করিন্থের বিশ্বাসীদের ন্যায়, আমাদের প্রত্যেকের অতীতে এমন বহু বিষয় ছিল যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করত। তবে আশাব্যঞ্জক ও আনন্দময় সুসমাচার এই—প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে এবং ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আমরা ধৌত হয়েছি, শুচি হয়েছি এবং ধার্মিক গণিত হয়েছি।

“ধৌত” (গ্রিক: *অ্যাপোলুও*) শব্দটির অর্থ—সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে শুচি করা, সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি লাভ করা। যখন আমরা প্রভু যীশুর নামে ডাকি তখন যীশু খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে আমাদের সকল পাপ থেকে ধৌত হই। যীশুর নামে আমরা পরিষ্কার হই। আমাদের পাপের কোনো দাগ আর আমাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না!

“পবিত্রীকৃত” শব্দটির (গ্রীক *‘হ্যাগাইজো’*) অর্থ হল পবিত্র করা, পৃথক করা, শুচি করা, ঈশ্বরের জন্য পাপ থেকে আলাদা করা। আমাদের

পৃথক করা হয়েছে, এই জগত থেকে এবং ঈশ্বরের জন্য আলাদা করা হয়েছে, এবং যীশুর নামেতে তাঁর নিজস্ব (আপন) করে তোলা হয়েছে।

"ধার্মিক গণিত" (গ্রিক: *ডিকাইউ*) শব্দটি নির্দেশ করে—ধার্মিকতা লাভ করা, সমস্ত দোষ, লজ্জা ও দণ্ড থেকে পূর্ণ মুক্তি। যীশুর নামের উপর বিশ্বাস করা দ্বারা, ঈশ্বরের অনুগ্রহের কারণে আমার বিনামূল্যে ধার্মিক গণিত হয়েছি।

আসুন, আমরা নির্ভয়ে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করি যে আমরা ধৌত হয়েছি, পবিত্রীকৃত হয়েছি ও ধার্মিক গণিত হয়েছি যীশুর নামেতে। শয়তানের অন্যতম প্রবল কৌশল হল—আমাদের মনকে পাপবোধ, অপবিত্রতা, অযোগ্যতা ও লজ্জায় আচ্ছন্ন করে তোলা। শত্রু যদি আমাদেরকে এইগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটার মধ্যে আটকে ফেলতে পারে, তখন আমরা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সেবা করার জন্য অযোগ্য মনে করি। কিন্তু আমাদেরকে সাহসের সাথে সেই সবকিছু ঘোষণা করতে হবে যা আমরা যীশুর নামেতে পেয়েছি। প্রভু যীশু স্বয়ং নিজেকে আমাদের জন্য সমর্পণ করেছেন, যেন আমরা ধৌত, পবিত্রীকৃত ও ধার্মিক গণিত হই।

যখন আমরা অপরকে পাপের অতল গহ্বরে পতিত অবস্থায় দেখি, তখন যেন আমরা তাদের প্রতি একটা প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে দেখি। প্রভু যীশু ধৌত করতে পারেন, পবিত্র করতে পারেন ও তাদেরকে ধার্মিক গণিত করতে পারেন, ঠিক যেমন ভাবে তিনি আমাদের প্রতি করেছিলেন! প্রার্থনায় নিবিষ্ট হোন, এবং প্রত্যাশায় দৃঢ় থাকুন—যেন তাঁর নামেই তাদের জীবনে এই রূপান্তর ঘটে। লোকেদেরকে যেকোনো প্রকারের পাপ থেকে বের করে আনা যেতে পারে - তাদের ধৌত, পবিত্র, এবং ধার্মিক গণিত করা যেতে পারে - যীশুর নামেতে এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে। অতল প্রত্যাশা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায়, তাদের জীবনের উপর যীশুর নামের মহিমা সাহসের সাথে ঘোষণা করুন।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 14 এর শেষে দেওয়া আছে)

14

যীশুর নামেতে বাপ্তাইজিত হওয়া

মথি 28:19

অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর

প্রেরিত 2:38

তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

মহান আদেশে প্রভু যীশু আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন শিষ্যদেরকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য *"পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামেতে"*। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, জল বাপ্তিস্ম হল খ্রীষ্টের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ ও তাঁর প্রভুত্বের অধীনস্থ হওয়ার এক গম্ভীর ও দৃঢ় প্রকাশ। এই ক্ষেত্রে আমরা বাইবেলের ঈশ্বরের সাথে, ত্রিত্ব ঈশ্বর—পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে আত্মিক পরিচয়ের এক ঘোষণামূলক চিহ্ন প্রদর্শন করছি।

প্রভুর স্বর্গারোহণের পর, পঞ্চাশত্তমির দিন থেকে শুরু করে (প্রেরিত 2:28) শমরীয়া থেকে কিছু নতুন বিশ্বাসীদের লক্ষ্য করতে পারি (প্রেরিত 8:16), কর্ণীলিয়ের পরিবারের লোকেদের মন পরিবর্তন (প্রেরিত 10:48), ইফিষে বিশ্বাসীদের (প্রেরিত 19:5) এবং আরও অনেককে যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হতে দেখেছি। কোথাও সরাসরি উল্লেখ নেই যে তাঁরা বাপ্তিস্মের এই নির্ধারিত বিধান ব্যবহার করেছিলেন: "পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে"। এটি নিঃসন্দেহে একটি গভীর মননযোগ্য বিষয়। কিন্তু, আমরা ধারণা করতে পারি যে প্রেরিতেরা যারা তাদের পরে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, তারা নির্দেশ পালন করেছিলেন ও "বাপ্তিস্মের ফর্মুলা" অনুযায়ী তারা বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, যেমন প্রভু যীশু তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রেরিতদের দ্বারা নববিশ্বাসীদের যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছিল, এবং যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হওয়া অন্তত দুটি মৌলিক সত্যকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

1) প্রথমত, নববিশ্বাসীদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের দাবিসমূহকে বিশ্বাস করতে হতো এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে হতো। অর্থাৎ, তিনিই একমাত্র ঈশ্বর, যিনি মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন—ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পিতার নিকট থেকে আগত, যিনি আমাদের মুক্তির জন্য পরিপূর্ণ মূল্য প্রদান করেছেন, পবিত্র আত্মার দ্বারা পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং এখন স্বর্গে পিতার দক্ষিণ হস্তে অধিষ্ঠিত।

2) দ্বিতীয়ত, যীশুর নামে কাউকে বাপ্তিস্ম দেওয়া মানে হল, বাপ্তিস্মদাতা ব্যক্তি যীশুর প্রতিনিধিত্বে, তাঁর স্থানে, তাঁর হয়ে সেই কার্য সম্পাদন করছেন—যেমন তিনি নিজে চাইতেন। অতএব, বর্তমান সময়ে যখন আমরা জলবাপ্তিস্ম প্রদান করি, তখন উচ্চারণ করি: "যীশুর নামে, আমি তোমাকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নাম অনুসারে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি"—এবং তারপর তাঁকে সম্পূর্ণরূপে জলে নিমজ্জিত করি।

যখন আমরা যীশুর নামে জল বাপ্তিস্ম নিই তখন আমরা যীশুর সাথে আমাদের আত্মিক পরিচয়ের একটা প্রকাশ্যে ঘোষণা করি (আত্মিক ভাবে যুক্ত হওয়া)। যেমন গালাতীয় **3:27** পদে লেখা আছে, *"কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ"।* আমরা খ্রীষ্টকে পরিধান করি এবং যীশু যেন সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের মধ্যে তাঁর জীবনধারা প্রতিফলিত হয়। সরল ভাবে যদি বলি, খ্রীষ্টের মতো জীবন যাপন করার মধ্যে দিয়ে, তিনি যেমন ভাবে বলতেন ও কাজ করতেন, সেইরূপ করার জন্য যীশু খ্রীষ্টকে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিত্ব করার ডাকে আমরা "হ্যাঁ" বলেছি। আমরা এখানে তাঁর নামে রয়েছি।

যীশুর নামেই নিহিত রয়েছে ক্ষমা,
পরিত্রাণ এবং অনন্তজীবনের আশ্বাস।
আমরা যীশুর নামে ধৌত, পবিত্রীকৃত
ও ধার্মিক গণিত হয়েছি। আমরা যীশুর
নামে বাপ্তাইজিত হয়েছি।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 10-14 -র জন্য

1) এই চিরন্তন সত্যটি গভীরভাবে বিবেচনা করুন যে যীশুর নামেতে পাপের ক্ষমা, পরিত্রাণ এবং অনন্ত জীবন রয়েছে। এটা আপনার কাছে, ব্যক্তিগত ভাবে কী অর্থ ধারণ করে? অপরের প্রতি পরিচর্যায় আপনি কীভাবে এই মহত্ সত্যকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করেন?

2) এই সত্যটিকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করুন যে যীশুর নামেতে আপনি ধৌত হয়েছেন, পবিত্রীকৃত হয়েছেন এবং ধার্মিক গণিত হয়েছেন। এটা আপনার কাছে, ব্যক্তিগত ভাবে কী অর্থ ধারণ করে? যখন আপনি অন্যদের প্রতি পরিচর্যা করেন তখন এই সত্যটিকে কীভাবে ব্যবহার করেন?

3) মহান আদেশে যীশু নির্দেশ দিয়েছেন যে, *“পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে”* (মথি 28:19) বাপ্তিস্ম দিতে হবে। কিন্তু যখন “যীশুর নামে” জলে বাপ্তিস্ম নেওয়া হয়, তখন এর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য কী?

15
যীশুর নামেতে প্রার্থনা করা

যোহন 14:13,14
[13] আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।
[14] যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

যোহন 15:7,16
[7] তোমরা যদি আমাতে থাক, এবং আমার বাক্য যদি তোমাদিগেতে থাকে, তবে তোমাদের যাহা ইচ্ছা হয়, যাচ্ঞা করিও, তোমাদের জন্য তাহা করা যাইবে।
[16] তোমরা যে আমাকে মনোনীত করিয়াছ, এমন নয়, কিন্তু আমিই তোমাদিগকে মনোনীত করিয়াছি; আর আমি তোমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, যেন তোমরা গিয়া ফলবান্ হও, এবং তোমাদের ফল যেন থাকে; যেন তোমরা আমার নামে পিতার নিকটে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা তিনি তোমাদিগকে দেন।

যোহন 16:23,24,26,27
[23] আর সেই দিনে তোমরা আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না। সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পিতার নিকটে যদি তোমরা কিছু যাচ্ঞা কর, তিনি আমার নামে তোমাদিগকে তাহা দিবেন।
[24] এ পর্য্যন্ত তোমরা আমার নামে কিছু যাচ্ঞা কর নাই; যাচ্ঞা কর, তাহাতে পাইবে, যেন তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।
[26] সেই দিন তোমরা আমার নামেই যাচ্ঞা করিবে, আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না যে, আমিই তোমাদের নিমিত্ত পিতাকে নিবেদন করিব;
[27] কারণ পিতা আপনি তোমাদিগকে ভাল বাসেন, কেননা তোমরা আমাকে ভাল বাসিয়াছ, এবং বিশ্বাস করিয়াছ যে, আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি।

যীশু বহু বিষয়ে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, যেখানে তিনি তাঁর নাম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছেন, এবং সেইগুলির মধ্যে থেকে একটা বিষয় হল প্রার্থনা। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নামের মাধ্যমে সরাসরি স্বর্গীয় পিতার নিকট যাচ্ঞা করতে। তিনি আমাদেরকে এই নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে যখন আমরা এটা করবো তখন আমরা যা কিছু

যাচ্ঞা করবো তা আমরা পাব, যাতে আমাদের আনন্দ উপচে ওঠে।

আসুন, এখন আমরা বিবেচনা করি যে যীশুর নামেতে প্রার্থনা করার অর্থ কী। যখন আমরা যীশুর নামের মাধ্যমে প্রার্থনা করি, তখন যেন যীশু স্বয়ং ভূমিতে অবস্থান করে সেই প্রার্থনা নিবেদন করছেন। আমরা তাঁর প্রতিনিধিরূপে দাঁড়িয়ে, তাঁর হয়ে আহ্বান জানাই, যেন আমরাই তাঁর ভূমিকায় সমর্পিত এবং এমন একপ্রকার যাচ্ঞা তুলে ধরি যেটা যীশু নিজে তুলে ধরতেন যদি তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে উপস্থিত থাকতেন। এবং স্বর্গীয় সিংহাসনের সম্মুখে, যেন যীশু নিজেই সেই বিনতিগুলিকে উত্থাপন করছেন, এমন যা পিতা কখনই অস্বীকার করবেন না। এই উপলব্ধি প্রার্থনাকে এক ভিন্নতর, মহিমান্বিত স্তরে উন্নীত করে, যীশুর নামেতে প্রার্থনা করাকে অনেক গুরুত্ব প্রদান করে। প্রত্যেকটি প্রার্থনা যা আমরা যীশুর নামেতে করি, সেখানে যীশুর স্বাক্ষর রয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে যীশুর নামে আমরা যা কিছু যাচ্ঞা করি, পিতা তা আমাদেরকে দেবেন। এই প্রার্থনা-শক্তির মূল রহস্য নিহিত আমাদের অন্তরে তাঁর বাক্যের বাস ও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে (যোহন 15:7)। যীশুর নামেতে আমাদের প্রার্থনা যেন তাঁর সাথে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত থাকার পরিণতি হিসেবে বেরিয়ে আসে। এইরূপ প্রার্থনা পিতার হৃদয়কে স্পর্শ করে, এবং তিনি কখনোই তা প্রত্যাখ্যান করেন না।

উপরোক্ত শাস্ত্রপদগুলিতে প্রতিফলিত হয়—প্রার্থনার উত্তরপ্রাপ্তির মাধ্যমে আমাদের জীবনে পিতা মহিমান্বিত হন, আমরা চিরস্থায়ী ফল বহন করি, এবং আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ আনন্দে উপচে পড়ে। পিতা চান, যেন আমরা প্রার্থনার উত্তরপ্রাপ্তির মাধ্যমে এই আধ্যাত্মিক সৌভাগ্য ও অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হই, যখন আমরা যীশুর নামেতে তাঁর কাছে প্রার্থনা করি।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 17 এর শেষে দেওয়া আছে)

16

যীশুর নামেতে ধন্যবাদ দেওয়া ও আরাধনা করা

1 করিন্থীয় 1:2
করিন্থে স্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে, খ্রীষ্ট যীশুতে পবিত্রীকৃত ও আহূত পবিত্রগণের সমীপে, এবং যাহারা সর্ব্বস্থানে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাহাদের সর্ব্বজন সমীপে; তিনি তাহাদের এবং আমাদের প্রভু।

ইফিষীয় 5:18-21
18 আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও;
19 গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তনে পরস্পর আলাপ কর; আপন আপন অন্তঃকরণে প্রভুর উদ্দেশে গান ও বাদ্য কর;
20 সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়ের নিমিত্ত আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ কর;
21 খ্রীষ্টের ভয়ে এক জন অন্য জনের বশীভূত হও।

কলসীয় 3:16,17
16 খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর।
17 আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

ইব্রীয় 13:15
অতএব আইস, আমরা তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশে নিয়ত স্তব-বলি, অর্থাৎ তাঁহার নাম স্বীকারকারী ওষ্ঠাধরের ফল, উৎসর্গ করি।

আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা যীশু খ্রীষ্টের নামের মাধ্যমে আমাদের ধন্যবাদ, প্রশংসা ও আরাধনা পেশ করি। যখন আমরা উপাসনায় প্রবেশ করি, আমরা বলি, "পিতা, আমরা যীশুর নামেই তোমার আরাধনা করি।" এই নামই আমাদের পিতার মহাপ্রসাদের সিংহাসনের সামনে প্রবেশাধিকার প্রদান করে। এই নামই আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে

গ্রহণযোগ্য করেছে—আমাদের ধৌত করেছে, পবিত্রীকৃত করেছে, ও ধার্মিক গণিত করেছে। এই নাম আমাদের নৈবেদ্যকে ঈশ্বরের কাছে প্রীতিজনক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে, কারণ এই নাম সেই মহাপুরুষকে প্রতিনিধিত্ব করে, যিনি তাঁর রক্ত দিয়ে আমাদের শুচি করেছেন এবং আমাদের রাজকীয় যাজকত্বর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন। এই নামই প্রতিনিধিত্ব করে সেই ব্যক্তিকে, যিনি ক্রুশের উপরে তাঁর আত্মবলি দ্বারা আমাদের জন্য এক নব ও জীবন্ত পথ উন্মুক্ত করেছেন—এক পথ যা আমাদের মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করার সাহস ও অধিকার প্রদান করে। অতএব, এই নামেই এবং একমাত্র এই নামেই আমরা আমাদের গীত, উপাসনা ও কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস ঈশ্বরের প্রতি নিবেদন করি।

অতএব, যখন আমরা আমাদের ঈশ্বরের প্রশংসা ও আরাধনায় নিমগ্ন হই, তখন আমরা এই চিরন্তন সত্যের উপর স্থির থাকি—আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণযোগ্য হয় না আমাদের নিজ গুণে, ব্যক্তিগত ধার্মিকতা কিংবা কোনো মহৎ কর্মের কারণে। আমাদের প্রশংসা, আরাধনা ও কৃতজ্ঞতার নিবেদন ঈশ্বরের সম্মুখে সুগন্ধি ধূপের মতো সুস্বাগতম হয়, কারণ এই সকল উৎসর্গ যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত নামে নিবেদিত।

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বরের পবিত্র প্রাঙ্গণে যাজকেরা পরিচর্যা করতেন—তাঁরা লোকদের দ্বারা আনা নৈবেদ্যসমূহ গ্রহণ করে ঈশ্বরের কাছে তা উৎসর্গ করতেন। কিন্তু সেই যাজকেরা ছিলেন রক্ত-মাংসের মানুষ, নিজেরাও ব্যর্থতা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হতেন। অথচ এখন, আমাদের আছে এক মহিমান্বিত মহাযাজক—যীশু খ্রীষ্ট, যিনি স্বয়ং স্বর্গীয় মণ্ডপে পরিচর্যা করেন। *"এই সমস্ত কথার সার এই, আমাদের এমন এক মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে, মহিমা-সিংহাসনের দক্ষিণে, উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পবিত্র স্থানের, এবং যে তাম্বু মনুষ্যকর্ত্তৃক নয়, কিন্তু প্রভুকর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছে, সেই প্রকৃত তাম্বুর সেবক"* (ইব্রীয় 8:1,2)। অতএব, যখন আমরা যীশুর নামে আমাদের প্রশংসা, আরাধনা, কৃতজ্ঞতা, দান ও দশমাংশ নিবেদন করি, তখন তা স্বর্গীয় তাম্বুর সেই মহান যাজকের কাছে পৌঁছে যায়। তিনিই আমাদের পক্ষে সেই আত্মিক নৈবেদ্য গ্রহণ করে পিতার সম্মুখে তা নিবেদন করেন। এভাবেই যীশুর নামে উৎসর্গকৃত প্রতিটি নৈবেদ্য ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে গৃহীত ও পবিত্র হয়ে ওঠে।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 17 এর শেষে দেওয়া আছে)

17

যীশুর নামেতে সকল কাজ করা

কলসীয় 3:16,17

[16] খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুররূপে তোমাদের অন্তরে বাস করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় গীত, স্তোত্র ও আত্মিক সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা পরস্পর শিক্ষা ও চেতনা দান কর; অনুগ্রহে আপন আপন হৃদয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর।

[17] আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর।

আমরা যা কিছুই করি—প্রত্যেকটি কাজ, প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কর্মকাণ্ড—শাস্ত্র আমাদের আহ্বান জানায় যেন সবকিছুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে করি। আসুন, আমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিই! স্মরণ করুন, সপ্তম অধ্যায়ে আমরা ইতিমধ্যেই অন্বেষণ করেছি—কি ঘটে যখন আমরা যীশুর নাম প্রয়োগ করি। যখন আমরা সাহসের সাথে ঘোষণা করি, "যীশুর নামেতে," তখন আমরা সেই পরিস্থিতির মাঝে স্বয়ং যীশুকে আমন্ত্রণ জানাই। তাঁর উপস্থিতি, তাঁর শক্তি, তাঁর কর্তৃত্ব, এবং তাঁর আত্মা সেই পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকর হয়ে ওঠে। যীশু—যিনি তিনি, তাঁর সকল গুণ ও মহিমাসহ—আমাদের মধ্যস্থতায় কার্য সম্পাদন করেন, কারণ আমরা তাঁর নামে ডাকি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

- সকালবেলা যখন আপনি ঘুম থেকে উঠে পা মাটিতে রাখেন, তখনই ঘোষণা করুন: "যীশুর নামেই আমি আজকের দিনযাপন শুরু করছি। যীশুর নামে আমি আমার পথকে বিজয়, আশীর্বাদ, শান্তি, আনন্দ, প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ বলে ঘোষণা করি।"
- যখন আপনি রান্নাঘরে প্রবেশ করে রান্না করছেন, উচ্চারণ করুন: "এই দিনের আহার আমি যীশুর নামেই প্রস্তুত করছি।"
- গাড়িতে উঠেই যখন আপনি যাত্রা শুরু করেন, বলুন: "যীশুর নামেই আমি আজকের পথচলা শুরু করছি।"
- ব্যবসায়িক কোনো বৈঠকে অংশ নিতে গেলে হৃদয় থেকে উচ্চারণ করুন: "এই আলোচনায় আমি যীশুর নামেই অংশ নিচ্ছি।"

- যখন আপনি কাউকে সাহায্য করছেন, কারও পাশে দাঁড়াচ্ছেন, কারও জন্য প্রার্থনা করছেন কিংবা প্রয়োজন মেটাচ্ছেন—সেই প্রতিটি পরিচর্যা করুন এই ঘোষণা সহঃ "এই সেবা আমি যীশুর পবিত্র নামে নিবেদন করছি।"

আপনি যা কিছুই করুন, সর্বাগ্রে এই ঘোষণা করুন: "আমি এটি যীশুর নামে করছি।" এরপর যীশুকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করুন। যীশু যা ভাবতেন, যা বলতেন এবং যা করতেন—আপনিও যেন তা-ই ভাবেন, বলেন ও করেন। এই সবকিছু করবার জন্য পবিত্র আত্মার সহায়তা প্রার্থনা করুন, যেন আপনি সত্যিই যীশুর মতোই বাঁচতে ও কাজ করতে পারেন। *"আর বাক্যে কি কার্য্যে যাহা কিছু কর, সকলই প্রভু যীশুর নামে কর, তাঁহার দ্বারা পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে করিতে ইহা কর"* (কলসীয় 3:17)।

আমাদের প্রার্থনা যীশুর নামেই উত্তরপ্রাপ্ত হয়। আমাদের প্রশংসা, উপাসনা ও কৃতজ্ঞতার নিবেদন যীশুর নামেই গ্রহণযোগ্য হয়। আমরা যা কিছু বলি কিংবা করি, তা যেন সর্বদা যীশুর নামেই সম্পন্ন হোক।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 15-17 -এর জন্য।

1) যীশুর নামের মাধ্যমে স্বর্গীয় পিতার কাছে প্রার্থনা করার গুরুত্ব বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তন করুন। কীভাবে আপনি সেই 'প্রার্থনায় শক্তি' গড়ে তুলতে পারেন, যা আপনাকে আপনার প্রার্থনার উত্তর দেখার অভিজ্ঞতায় নিয়ে যাবে? এবং কীভাবে আপনি সেই পথেই চলতে পারেন, যা যীশু আপনার জন্য নির্ধারণ করেছেন, যেখানে আপনার প্রার্থনার জীবন ফলপ্রসূ হয়?

2) যখন আপনি যীশুর নামের মাধ্যমে আপনার আত্মিক নৈবেদ্য পেশ করেন, তখন আধ্যাত্মিকভাবে কী ঘটে—সেই বিষয়ে প্রতিফলন

করুন। আপনার উৎসর্গিত প্রতিটি দান, উপাসনা ও আরাধনায় ঈশ্বর সন্তুষ্ট হচ্ছেন কি না, সে বিষয়ে যে সংশয় ও দ্বিধা আপনার মনে আসে, তা আপনি কীভাবে বিশ্বাসে অতিক্রম করবেন?

3) যখনই আপনি কোনো কার্য সম্পাদন করছেন—বাড়িতে হোক, কর্মক্ষেত্রে হোক, কিংবা অন্য কোথাও—তখন যীশুর নামের ঘোষণা দিয়ে সেই কাজটি করার তাৎপর্য কী? অধ্যায় 7-এর আলোকে ভাবুন, যেখানে আমরা বিশ্লেষণ করেছি—যখন আমরা যীশুর নাম ব্যবহার করি, তখন আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

18

যীশুর নামেতে আমরা একত্র হই

মথি 18:18-20

[18] আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।
[19] আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে।
[20] কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।

1 করিন্থীয় 5:4

আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা এবং আমার আত্মা সমাগত হইলে

প্রভু যীশু নিজেই এই গম্ভীর সত্যটি প্রকাশ করেছেন—যেখানে দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি তাঁর নামে একত্রিত হয়, সেখানেই তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, তাঁর নামই তাঁকে সেই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসে। যীশু তাঁর নামের মধ্যেই বাস করেন। যখন আমরা বিশ্বাসীরা তাঁর নামে একত্রিত হই, তখন আমরা সম্মিলিতভাবে অনেক মহৎ কার্য সাধন করতে পারি—যেমন উপাসনা, প্রার্থনা, পবিত্র বাক্যের অধ্যয়ন, পারস্পরিক সহভাগিতা, উৎসাহদান ও পরিচর্যার কাজ। মথি সুসমাচারের নির্দিষ্ট অংশে আমরা লক্ষ্য করি—যখন যীশু আমাদের মাঝে থাকেন, তখন আমরা তাঁর কর্তৃত্ব থেকে বল ও অনুমোদন লাভ করি। আমরা একমত হয়ে প্রার্থনায় একতাবদ্ধ হই এবং সেই বিষয়টিকে স্বর্গীয় বিচারে "বদ্ধ করা ও মুক্ত করার" পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরি।

প্রেরিত পৌল এই সত্যকে দৃঢ়ভাবে স্বীকার করে বলেছেন—যখন বিশ্বাসীরা প্রভু যীশুর নামে একত্র হয়, তখন সেখানে প্রভুর শক্তিও কার্যকরভাবে উপস্থিত থাকে।

অতএব, যখন দুইজন, তিনজন অথবা একত্রিত কোনও বৃহৎ

সমাবেশে আমরা যীশুর নামে মিলিত হই, তখন আমাদের মধ্যে যীশুর জীবন্ত উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা তাঁর শক্তিকে আকর্ষণ করি, এবং সেই পরিস্থিতির মধ্যে এনে ফেলি। আমরা যেন একচিত্ত, একমনা ও একপ্রাণ হই, কারণ এই একতায় আমাদের প্রার্থনার উত্তর নিহিত। সেই সম্মিলিত প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভুর কর্তৃত্ব কার্যকর হয়, এবং সেই বিষয়ে স্বর্গীয় ইচ্ছা মূর্ত হয়। এইরূপ একত্রতায়, আমরা পৃথিবীতে বিষয়সমূহকে বদ্ধ করি অথবা মুক্ত করি, পিতার ইচ্ছানুযায়ী পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে বা ঘটবে না—তার অনুমোদন বা নিষেধ ঘোষণা করি। স্বর্গ তখন আমাদের সমর্থনে দাঁড়ায়। যখন আমরা যীশুর নামের পরিপূর্ণতায় একত্র হই, তখন আমাদের হাতে অর্পিত হয় এক মহান শক্তি, এক স্বর্গীয় কর্তৃত্ব, এবং এক বিজয়ী অধিকার। আসুন, আমরা সেই সকল আধ্যাত্মিক সম্পদ গ্রহণ করি—যা যীশু আমাদের জন্য রক্ষা করে রেখেছেন।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 19 এর শেষে দেওয়া আছে)

19

যীশুর নামেতে পরস্পরকে গ্রহণ করা, সমাদর করা ও আশীর্বাদ করা

মথি 10:41,42

41 যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলিয়া গ্রহণ করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার পাইবে; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করে, সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে।

42 আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া কেবল এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হইবে না।

মার্ক 9:37 (দেখুন মথি 18:5; লূক 9:48)

যে কেহ আমার নামে ইহার মত কোন শিশুকে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে; আর যে কেহ আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়, কিন্তু যিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই গ্রহণ করে।

ইব্রীয় 6:10

কেননা ঈশ্বর অন্যায়কারী নহেন; তোমাদের কার্য্য, এবং তোমরা পবিত্রগণের যে পরিচর্য্যা করিয়াছ ও করিতেছ, তদ্দ্বারা তাঁহার নামের প্রতি প্রদর্শিত তোমাদের প্রেম, এই সকল তিনি ভুলিয়া যাইবেন না।

3 যোহন 1:5-8

5 প্রিয়তম, সেই ভ্রাতৃগণের, এমন কি, সেই বিদেশীদের প্রতি যাহা যাহা করিয়া থাক, তাহা বিশ্বাসীর উপযুক্ত কার্য্য।

6 তাঁহারা মণ্ডলীর সাক্ষাতে তোমার প্রেমের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছেন; তুমি যদি ঈশ্বরের উপযোগীরূপে তাঁহাদিগকে সযত্নে পাঠাইয়া দেও, তবে ভালই করিবে।

7 কারণ সেই নামের অনুরোধে তাঁহারা বাহির হইয়াছেন, পরজাতীয়দের কাছে কিছুই গ্রহণ করেন না।

8 অতএব আমরা এই প্রকার লোকদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতে বাধ্য, যেন সত্যের সহকারী হইতে পারি।

যখন আমরা যীশুর নামের কারণে কাউকে সম্মান করি, তখন আমরা স্বয়ং যীশুকেই সম্মান করি। সে একজন শিষ্য হোক, কোনো শিশু হোক, অথবা সুসমাচারের এক পরিচর্যাকারী হোক—যখন আমরা তাদেরকে যীশুর নামে সম্মান করি, তখন আমরা প্রভু যীশু ও স্বর্গীয় পিতাকে সমাদর জানাই। যীশুর নামে সম্পন্ন প্রতিটি সেবাকর্ম—এমনকি এক কাপ ঠাণ্ডা পানীয় জল দেওয়ার মতো সরল কাজ হোক, কিংবা অন্য যেকোনো কর্ম হোক না কেন—আমরা তা প্রভুর প্রতিই করি। যারা পরিচর্যার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে, তাদেরকে যদি আমরা যীশুর নামে সম্মান করি, আশীর্বাদ করি ও সহযোগিতা করি, তবে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের কার্যে অংশীদার হই। প্রভু এই কাজগুলিকে স্মরণে রাখবেন এবং আমাদের উপযুক্ত পুরস্কারে সম্মানিত করবেন।

আমরা যেন অবশ্যই যীশুর নামে একে অপরকে গ্রহণ ও সম্মান করার গুরুত্বটি গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করি। বাস্তবতা এই যে—আমরা সবসময় প্রতিটি ব্যক্তিকে 'পছন্দ' করবো না, কিংবা সবার সঙ্গে সর্ব বিষয়ে একমত হবো না। তবুও, আমরা প্রেমে স্থির থেকে, সম্মান প্রদর্শনে নিষ্ঠ হয়ে, একে অপরকে যীশু খ্রীষ্টের নামে আশীর্বাদ জানাতে পারি।

যদিও শাস্ত্র আমাদের শিক্ষা দেয়, যাঁরা *"বাক্যে ও শিক্ষাদানে পরিশ্রম করেন,"* তাঁদের প্রতি *"দ্বিগুণ সমাদর"* প্রদর্শন করতে (I তীমথিয় 5:17), আমরা যেন ভুলে না যাই যে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থানীয় ব্যক্তিকেও আশীর্বাদ করা ততটাই মূল্যবান। স্মরণ করুন, যীশু বলেছেন: *"...আমার এই ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতমদিগের—মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে"* (মথি 25:40)। আমরা যা কিছুই করি—ছোট হোক বা বড়—যখন তা যীশুর নামে করি, ঈশ্বরের একজন পরিচর্যাকারী, ক্ষুদ্র অথবা বিশিষ্ট যেই হোন না কেন, আমরা সেই কাজটি যীশুর প্রতিই করে থাকি। এটাই চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এইরূপ আচরণই আমাদের যীশুর একজন যথাযথ প্রতিনিধি হিসেবে স্থাপন করে।

[**বি:দ্র:** একটি প্রাসঙ্গিক সতর্কতা—আমরা যেন *"সাপের ন্যায় চতুর"* হই, যাতে কেউ আমাদের দয়ার মনোভাবের অপব্যবহার না করতে পারে এবং আমরা যেন ঈশ্বরদত্ত সময়, শক্তি ও সম্পদ এমন কারো জন্য ব্যয় না করি, যিনি প্রকৃত অর্থে "শিষ্যের নামে" গ্রহণযোগ্য নন।]

যখন আমরা যীশুর নামে একত্র হই,
তখন সেখানে যীশু উপস্থিত থাকেন এবং
তাঁর শক্তি আমাদের জন্য উপলব্ধ হয়।
যখন আমরা একে অপরকে যীশুর নামে
আশীর্বাদ ও সমাদর করি, তখন আমরা
যীশু ও পিতাকে সম্মান জানাই।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 18 ও 19 -এর জন্য

1) এই সত্যটির উপর চিন্তা করুন যে যখন আমরা যীশুর নামে একত্র হই, তখন যীশু সেখানে উপস্থিত থাকেন এবং তাঁর শক্তি আমাদের জন্য উপলব্ধ হয়। মথি 18:18-20-এ যীশু কী নির্দেশ দিয়েছেন, যা শেখায়—কীভাবে আমরা তাঁর উপস্থিতি ও শক্তির মাধ্যমে পার্থিব বিষয়গুলির উপর প্রভাব ফেলতে পারি?

2) কীভাবে আপনি যীশুর নামে অন্যদের সম্মান ও আশীর্বাদ করাকে আপনার জীবনের একটি স্বাভাবিক ও ধারাবাহিক অভ্যাসে পরিণত করতে পারেন? যদি এমন কোনো অন্তর্নিহিত বিষয় থাকে—যেমন ক্ষমাহীনতা, ঘৃণা, পূর্বধারণা, দ্বন্দ্ব, হিংসা, প্রতিযোগিতা বা নিরাপত্তাহীনতা—যা আপনাকে একজন বা একাধিক ব্যক্তিকে সম্মান করা থেকে বিরত রাখে, তাহলে প্রভুর কাছে তা স্বীকার করুন এবং সেই বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার হৃদয় যেন সদা বিশুদ্ধ থাকে, যাতে আপনি স্বাধীনভাবে সকলকে যীশুর নামে সম্মান ও আশীর্বাদ জানাতে পারেন।

20

যীশুর নামেতে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা

প্রেরিত 4:17,18

[17] কিন্তু কথাটা যেন লোকদের মধ্যে আরও রটিয়া না যায়, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ভয় দেখান যাউক, যেন কোন লোককেই আর এই নামে কিছু না বলে।

[18] পরে তাঁহারা উহাঁদিগকে ডাকিয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যীশুর নামে একেবারেই কোন কথা বলিও না, কোন উপদেশও দিও না।

প্রেরিত 5:28

আমরা তোমাদিগকে এই নামে উপদেশ দিতে দৃঢ়রূপে নিষেধ করিয়াছিলাম; তথাপি দেখ, তোমরা আপনাদের উপদেশে যিরূশালেম পরিপূর্ণ করিয়াছ, এবং সেই ব্যক্তির রক্ত আমাদের উপরে বর্ত্তাইতে মনস্থ করিতেছ।

প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলীর একটি বিষয় যেটা সেই সময়কার ধর্মীয় গুরুরা ভয় পেত, সেটা হল তাদের প্রচার, শিক্ষা ও পরিচর্যা যা তারা যীশু খ্রীষ্টের নামে করত। তারা সেই নামটিকে ভয় পেত! এটি বর্তমানেও সত্য। লোকেরা সুন্দর অনুপ্রেরনাদায়ক প্রচার শুনতে আপত্তি করে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা যীশু খ্রীষ্টের নাম উচ্চারণ করি। কিন্তু বাহ্যিক চাপ ও হুমকিগুলি প্রেরিতদেরকে যীশুর নামেতে প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া ও পরিচর্যা করা থেকে আটকাতে পারেনি। তারা সেই নামেতে পরিচর্যা করে গিয়েছিল, এবং আমরাও যেন তাই করি। আমাদের জীবনের ও পরিচর্যার ভিত্তি হল যে আমরা সবাই সেই নামেতে প্রচার করি ও শিক্ষা দিয়ে থাকি।

যীশুর নামে প্রচার জীবন পরিবর্তন করে, আরোগ্যতা আনে, অলৌকিক কার্য ঘটায় এবং মানুষকে মুক্ত করে। প্রথম শতাব্দীর যিরূশালেমে ঠিক এমনটাই ঘটেছিল।

প্রেরিত 8:5-8,12

[5] আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন।

[6] আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য্য সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল।
[7] কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল;
[8] তাহাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল।
[12] কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।

ফিলিপ যিরূশালেমের স্থানীয় মণ্ডলীতে পরিপক্ক ও প্রশিক্ষিত হয়েছিলেন। শমরীয়ায় তিনি খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিলেন—যার অন্তর্ভুক্ত ছিল ঈশ্বরের রাজ্য এবং যীশু খ্রীষ্টের নাম সংক্রান্ত সুসমাচার। তিনি যা করেছিলেন, তা তিনি প্রেরিতদের কাছে দেখে শিখেছিলেন; এবং তিনি সেই একই ফল পেয়েছিলেন—লোকেরা যীশুর প্রতি ফিরেছিল, অলৌকিক কাজ হয়েছিল, মন্দ আত্মারা বিতাড়িত হয়েছিল, মানুষ সুস্থ হয়ে উঠেছিল এবং শহরজুড়ে মহা আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছিল। যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রচার সর্বদা এমনই ফল উৎপাদন করে।

আজ আমরা যখন প্রচার করি, শিক্ষা দিই ও পরিচর্যা করি—আমরাও যেন যীশুর নামেই তা করি। এর মানে হলো—আমরা যেন তাঁকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করি এবং যীশুর প্রকৃত সত্তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার অভিপ্রায়ে করি। যীশুর নাম তার শক্তি হারায়নি, এবং যদি আমরা সেই নামের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে প্রচার ও শিক্ষা দিই, তাহলে আমরা প্রাচীন মণ্ডলীর মতোই ফলাফল প্রত্যক্ষ করব।

যীশুর নামের পক্ষে সাহসিকতার সাথে প্রচার করতে আমরা যেন সংকল্প করি। শৌল একজন বিদ্বান ফরীশী ছিলেন, যিনি একসময় যীশু খ্রীষ্টের নামের বিরুদ্ধে ছিলেন। কিন্তু দম্মেষকে যাওয়ার পথে প্রভুর সঙ্গে এক পরাক্রমশালী সাক্ষাৎ তাঁর জীবনকে বদলে দেয়। এরপর তিনি *"দম্মেশকে যীশুর নামে সাহসপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছেন"* (প্রেরিত 9:27,29)।

আমরা যেন প্রত্যেকে উপলব্ধি করি—যে অনুগ্রহ ও আহ্বান আমাদের দেওয়া হয়েছে, তা এই উদ্দেশ্যেই যে আমরা তাঁর নামের

মাধ্যমে জাতিগুলিকে স্পর্শ করতে পারি। যেমন প্রেরিত পৌল রোমীয় 1:5 পদে লিখেছেন, *“তিনি যীশু খ্রীষ্ট, আমাদের প্রভু, যাঁহার দ্বারা আমরা তাঁহার নামের পক্ষে সকল জাতির মধ্যে বিশ্বাসের আজ্ঞাবহতার উদ্দেশে অনুগ্রহ ও প্রেরিতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি”।*

প্রভু যীশু, যিনি মণ্ডলীর মস্তক, আমাদের প্রচার, শিক্ষা ও পরিচর্যার প্রতিটি প্রয়াস পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর নামের জন্য আমাদের অধ্যবসায়, ধৈর্য, ও অক্লান্ত পরিশ্রম তিনি লক্ষ্য করেন (প্রকাশিত বাক্য 2:3)।

অতএব, আসুন—আমাদের প্রচার, শিক্ষাদান ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যীশু খ্রীষ্টের নামের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকি। যদি আমরা তাঁর নামকে ও তাঁকেই সাহসিকতার সাথে ঘোষণা না করি, তবে আমরা সেই প্রভুকে নিরাশ করি, যিনি আমাদেরকে এই মহিমান্বিত নাম ব্যবহারের অধিকার ও সৌভাগ্য দিয়েছেন।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 24 এর শেষে দেওয়া আছে)

21
যীশুর নামেতে আরোগ্য দান করা

মার্ক 16:17,18
17 আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে
ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,
18 তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের
হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

প্রেরিত 3:6,12,16
6 কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান
করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।
12 তাহা দেখিয়া পিতর লোকসমূহকে কহিলেন, হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা, এই ব্যক্তির
বিষয়ে কেন আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছ? অথবা আমরাই যে নিজ শক্তি বা ভক্তিগুণে ইহাকে
চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া
রহিয়াছ?
16 আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জান, তাঁহারই
নাম ইহাকে বলবান্ করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে
এই সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।

প্রেরিত 4:7,10
7 তাঁহারা উহাঁদিগকে মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি ক্ষমতায় অথবা কি
নামে তোমরা এই কর্ম্ম করিয়াছ?
10 তবে আপনারা সকলে ও সমস্ত ইস্রায়েল লোক ইহা জ্ঞাত হউন, নাসরতীয় যীশু
খ্রীষ্টের নামে, যাঁহাকে আপনারা ক্রুশে দিয়াছিলেন, যাঁহাকে ঈশ্বর মৃতগণের মধ্য হইতে
উঠাইলেন, তাঁহারই গুণে এই ব্যক্তি আপনাদের সম্মুখে সুস্থ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে।

যাকোব 5:14,15
14 তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং
তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন।
15 তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে, এবং প্রভু তাহাকে
উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

যীশু একজন মহান চিকিৎসক, পরাক্রমশালী আরোগ্যদাতা, এবং তাঁর নামের মধ্যেই রয়েছে সুস্থতার ক্ষমতা। তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে প্রেরণ করেছেন, যেন তাঁরা তাঁর নাম ব্যবহার করে অসুস্থদের প্রতি পরিচর্যা করেন এবং আরোগ্যতা ঘোষণা করেন। অলৌকিক আরোগ্য প্রদানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট একমাত্র পদ্ধতি নেই। আপনি অসুস্থ ব্যক্তির উপর হাত রাখতে পারেন, দূর থেকে প্রার্থনা করতে পারেন, ফোনের মাধ্যমে পরিচর্যা করতে পারেন, প্রার্থিত একটি কাপড় পাঠাতে পারেন, তেল দিয়ে অভিষিক্ত করতে পারেন—পদ্ধতি যাই হোক, আসল বিষয়টি হল: পরিচর্যাটি যেন যীশুর নামে হয়। যীশুর নামই যীশুকে সেই পরিস্থিতিতে নিয়ে আসে। যখন আমরা যীশুর নামে অসুস্থতাকে আদেশ দিই সরে যাওয়ার জন্য, এবং অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ হওয়ার ঘোষণা করি, তখন আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা উচিত—আমরা সেই মুহূর্তে যীশুর স্থানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করছি, এবং যা কিছু বলছি বা করছি, তা যেন যীশু স্বয়ং সেই ব্যক্তির প্রতি করতেন। এই হচ্ছে যীশুর নামে অসুস্থদের প্রতি পরিচর্যা করার প্রকৃত অর্থ। আমরা আমাদের নিজস্ব ক্ষমতা বা পবিত্রতার উপর নির্ভর করে পরিচর্যা করি না। আমরা পরিচর্যা করি সেই কর্তৃত্ব ও শক্তির উপর নির্ভর করে—যেটা যীশুর নামে আমাদের দেওয়া হয়েছে।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 24 এর শেষে দেওয়া আছে)

22
যীশুর নামেতে অলৌকিক কাজ করা

মার্ক 9:38,39

**38 যোহন তাঁহাকে কহিলেন, হে গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে
দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম, কারণ সে আমাদের পশ্চাদগমন করে
না।**
**39 কিন্তু যীশু কহিলেন, তাহাকে বারণ করিও না, কারণ এমন কেহ নাই, যে আমার নামে
পরাক্রম-কার্য্য করিয়া সহজে আমার নিন্দা করিতে পারে।**

মার্ক 16:17,18

**17 আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে
ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,**
**18 তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের
হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।**

প্রেরিত 4:29-31,33

**29 আর এখন, হে প্রভু, উহাদের ভয়প্রদর্শনের প্রতি দৃষ্টিপাত কর; এবং তোমার এই
দাসদিগকে সম্পূর্ণ সাহসের সহিত তোমার বাক্য বলিবার ক্ষমতা দেও,**
**30 আরোগ্য-দানার্থে তোমার হস্ত বিস্তার কর; আর তোমার পবিত্র দাস যীশুর নামে যেন
চিহ্ন-কার্য্য ও অদ্ভুত লক্ষণ সাধিত হয়।**
**31 তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, যে স্থানে তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন, সেই স্থান কাঁপিয়া
উঠিল; এবং তাঁহারা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন ও সাহসপূর্ব্বক ঈশ্বরের
বাক্য বলিতে থাকিলেন।**
**33 আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন, এবং
তাহাদের সকলের উপরে মহা অনুগ্রহ ছিল।**

যীশুর নামে অলৌকিক কাজ, চিহ্নময় কার্য এবং আশ্চর্য বিষয়সমূহ সংঘটিত হয়। যীশুর নামেই ঘটতে পারে এমন সমস্ত কিছু—অলৌকিক, অস্বাভাবিক, অপ্রত্যাশিত এবং মানবদৃষ্টিতে অসম্ভব ঘটনা। কখনো কখনো স্বাভাবিক নিয়মাবলিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়; জড় ও জীবন্ত উভয়ই যীশুর নামের অধিকার ও কর্তৃত্বের অধীন হয়ে পড়ে। প্রতিটি

বিশ্বাসীকে যীশুর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে এইরূপ অলৌকিক কার্য, চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজ সম্পাদনের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ, পরিস্থিতি, পার্থিব বস্তুসমূহ—সবকিছুই সাড়া দেয় সেই আদেশের প্রতি যা আমরা যীশুর নামে উচ্চারণ করি। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে—আমরা যেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি বা শৃঙ্খলাহীন আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে কিছু আদেশ না দিই। সেই রকম ব্যবহার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় এবং তা করা আমাদের অধিকারও নয়। তবে যখন পিতার ইচ্ছা আমাদের জীবনে কিংবা অপর কারও জীবনে পরিপূর্ণ করার প্রেক্ষিতে অলৌকিকতার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা বিশ্বাসের সঙ্গে যীশুর নামে ঘোষণা করতে পারি, প্রার্থনা করতে পারি—এবং সেই ঘোষণার ফলে অলৌকিক কার্য ঘটতে আমরা প্রত্যক্ষ করব। যীশু হলেন অলৌকিক কার্যকারী ঈশ্বর। তিনিই একমাত্র যিনি চিহ্ন, আশ্চর্য ও অলৌকিক কার্য ঘটান। এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর নাম ব্যবহারের মাধ্যমে সেই কাজগুলো করার অধিকার ও কর্তৃত্ব দিয়েছেন। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী এই বিষয়ে প্রার্থনা করেছিল। তারা যীশুর নামে আশ্চর্য ও চিহ্নকর্ম দেখতে চেয়েছিল—এবং তারা তা দেখেছিল। এখন সময় আমাদের—আমরাও যেন সাহসিকতার সাথে যীশুর নামে এগিয়ে আসি।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 24 এর শেষে দেওয়া আছে)

23

যীশুর নামেতে মন্দ আত্মাদের দূর করা

লূক 10:17-19

[17] পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়।

[18] তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত দেখিতেছিলাম।

[19] দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না।

মার্ক 16:17,18

[17] আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে,

[18] তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।

প্রেরিত 16:16-18

[16] এক দিন আমরা সেই প্রার্থনাস্থানে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা এক দাসী আমাদের সম্মুখে পড়িল; সে ভাগ্যকথন দ্বারা তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর লাভ জন্মাইত।

[17] সে পৌলের এবং আমাদের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তিরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা তোমাদিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন।

[18] সে অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিল। কিন্তু পৌল বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে কহিলেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহাতে সেই দণ্ডেই সে বাহির হইয়া গেল।

যীশুর নামে, প্রত্যেক বিশ্বাসীকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা (গ্রীক শব্দ *এক্সৌসিয়া,* যার অর্থ "প্রদত্ত অধিকার") প্রদান করা হয়েছে মন্দ আত্মাদের উপর ("সর্প ও বৃশ্চিক") এবং শয়তানের সকল শক্তির উপর (গ্রীক *ডুনামিস,* অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি)। শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর আমাদেরকে এই মহৎ কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। যীশু নিজেই আমাদেরকে প্রেরণ

করেছেন, যেন আমরা তাঁর নামের কর্তৃত্ব ব্যবহার করে মন্দ আত্মাদের দূর করতে পারি। কেমন করে এটি করতে হয়, তার একটি স্পষ্ট উদাহরণ পাই প্রেরিত 16 অধ্যায়ে। আমরা যীশু খ্রীষ্টের নামে মন্দ আত্মাদের আদেশ দিই—বেরিয়ে যাওয়ার জন্য, সরে দাঁড়ানোর জন্য, কিংবা তাদের কার্য বন্ধ করার জন্য। এবং তারা আমাদের আদেশ মান্য করে।

অনেক সময় দেখা যায়, মন্দ আত্মারা আমাদের জীবনে হস্তক্ষেপ করতে চায়—তাড়না, বিপর্যয় বা অত্যাচারের মাধ্যমে। সেই সময় আমরা যেন সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে যীশুর নামে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াই—ধমক দিই, আদেশ করি যেন তারা চলে যায়। যখন আমরা ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করি ও শয়তানের প্রতিরোধ করি, তখন শাস্ত্র বলে—সে আমাদের থেকে ভয়ে পালিয়ে যায় (যাকোব 4:7)। একইভাবে, যখন আমরা পরিচর্যা করি এমন কারও জীবনে মন্দ আত্মার কাজ বিদ্যমান থাকে, তখনও আমরা যীশুর নামেই কর্তৃত্ব প্রয়োগ করি।

কল্পনা করুন, আপনি যখন যীশুর নামে কোনো মন্দ আত্মাকে ধমক দিচ্ছেন—স্বর্গীয় স্থানে তখন কী ঘটছে? আপনি খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরের দক্ষিণ পাশে অবস্থান করছেন, খ্রীষ্টের সহ-দায়াদ হিসেবে। শয়তান ও সকল মন্দ আত্মা আপনার পদতলে অবনত। আপনি যীশুর রক্ত দ্বারা আচ্ছাদিত, পবিত্র আত্মায় অভিষিক্ত, আত্মার তলোয়ার হাতে এবং ঈশ্বরের সম্পূর্ণ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত। স্বর্গদূতগণ আপনার সাহায্যে নিয়োজিত। এখন, আপনি যীশুর নাম উচ্চারণ করছেন, ঘোষণা করছেন যে আপনি তাঁর প্রতিনিধি, তাঁর স্থলাভিষিক্ত, এবং সেই কাজই করছেন যা তিনি স্বয়ং করতেন যদি শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকতেন। তখন সেই নামের মধ্যে যীশু উপস্থিত হন, পবিত্র আত্মা কার্যরত থাকেন—এবং আপনি মন্দ আত্মাকে আদেশ দেন সরে যাওয়ার জন্য। এমন পরিস্থিতিতে মন্দ আত্মার কাছে কোনো আশ্রয় থাকে না। তারা হয়তো প্রতিরোধের ভান করতে পারে, কিন্তু আপনি জানেন—তাদের জয়ের কোনো সুযোগই নেই। একেবারেই নেই! যীশুর নামের কর্তৃত্বে আপনাকে রোখা সম্ভব নয়। তাদেরকে অবশ্যই পালাতে হবে।

বিশ্বাসীদের পক্ষে, মন্দ আত্মারা ভয় পায়—যখন আমরা যীশুর নামে আমাদের আত্মিক কর্তৃত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকি এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করি। আমরা যেন কখনও এই কাজ করার সময় ভীত না হই—পরাজিত হওয়ার বা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় কাঁপি না। যীশু স্পষ্টভাবে

বলেছেন: *“কোনো কিছুই তোমাদের আঘাত করবে না”* (লূক 10:19)। এটাই হল এই বিষয়ের শেষ কথা। আমরা আশা করি না যে কোনো মন্দ আত্মা আমাদেরকে ক্ষতি করবে। *“আমরা জানি, যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপ করে না, কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে আপনাকে রক্ষা করে, এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না”* (I যোহন 5:18)।

“...ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য্য সকল লোপ করেন” (I যোহন 3:8)। যীশু আমাদেরকে তাঁর নাম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা তাঁর মতো করেই কাজ করি। সাহসের সঙ্গে যীশুর নাম ব্যবহার করুন। মন্দ আত্মার উপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করুন এবং তাদের সকল কার্য ধ্বংস করে দিন।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 24 এর শেষে দেওয়া আছে)

24

যীশুর নামেতে আরও মহান কাজ করা

যোহন 14:11-14

11 আমার কথায় বিশ্বাস কর যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন; আর না হয়, সেই সকল কার্য্য প্রযুক্তই বিশ্বাস কর।

12 সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;

13 আর তোমরা আমার নামে যাহা কিছু যাচ্ঞা করিবে, তাহা আমি সাধন করিব, যেন পিতা পুত্রে মহিমান্বিত হন।

14 যদি আমার নামে আমার কাছে কিছু যাচ্ঞা কর, তবে আমি তাহা করিব।

পিতার নামে যীশু যে অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন, তিনি সেগুলির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি আরোগ্যদান, মুক্তি, এবং চিহ্ন-কাজগুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন যে এইসবই প্রমাণ করে তিনি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রেরিত। যেমন পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিত পিতর প্রচার করেছিলেন: *"নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান"* (প্রেরিত 2:22)।

প্রভু যীশু ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর বিশ্বাসীরা তাঁর মতো অলৌকিক কাজ করবে এবং এমনকি আরও বড় অলৌকিক কাজও করবে। আর এই ঘোষণার ঠিক পরেই তিনি বিশ্বাসীদের তাঁর নামে চাইতে বললেন। তাঁর নাম ব্যবহার করার আমাদের বিশেষাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আমরা তাঁর করা অলৌকিক কাজগুলি এবং এমনকি আরও বড় অলৌকিক কাজগুলিও করব।

এই "বৃহৎ কাজ" করার অর্থ হলো—আমরা কেবল বাইবেলের মধ্যে উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নই। যেমন উদাহরণস্বরূপ,

বাইবেলে কোথাও উল্লেখ নেই যে কারও শরীর থেকে ধাতব বস্তু অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিংবা অনুপস্থিত কোনো অঙ্গ হঠাৎ পুনরুৎপন্ন হয়েছে, অথবা শরীরের রসায়নিক ভারসাম্য স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মূল কথা হলো, আমরা যেন খোলা হৃদয়ে বর্তমান কালের অলৌকিক ঘটনাগুলোকেও গ্রহণ করতে শিখি, এমনকি সেগুলি বাইবেলের মধ্যে সরাসরি দেখা না গেলেও। যীশু বলেছেন, *"বড় বড় কাজ"* (যোহন 14:12)—আর এই বাক্য আমাদের জন্য সমস্ত রকম অলৌকিক কাজ, চিহ্ন এবং আশ্চর্য ঘটনার দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয়, যা ঈশ্বর যীশুর নামের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে দিয়ে সাধন করেন।

আসুন, আমরা সাহসী হই! যীশুর নামে আরও মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য প্রত্যাশা রাখি!

যীশুর নাম আজও তার পূর্ণ শক্তিতে কার্যকর।
সেই নামে আজও সুস্থতা, মুক্তি এবং অলৌকিকতা
বিদ্যমান। যীশুর নামেই আজও ঘটে বড় বড়
অলৌকিক কার্য।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 20-24 -এর জন্য।

1) বর্তমান কালে যীশুর নামে প্রচার ও পরিচর্যা যেন প্রেরিত পুস্তকের মতোই ফলপ্রসূ হয়, কারণ যীশুর নামের শক্তি কক্ষণোই হ্রাস পায়নি। এইরূপ ফলাফল পেতে আমাদের জীবনে কী কী পরিবর্তন প্রয়োজন, যেন আমরা আরও বিস্তৃতভাবে অলৌকিক কার্য দেখতে পাই, মুক্তির সাক্ষী হই, এবং যীশুর নামে চিহ্নকাজ ঘটাতে পারি?

2) একজন বিশ্বাসী হিসেবে, আপনার চারপাশের মানুষের মধ্যে সুস্থতা, মুক্তি এবং অলৌকিক কার্য সাধনের জন্য যীশুর নামের অধিকার ও সুযোগকে আপনি কীভাবে প্রয়োগ করতে পারেন?

25

অনুনমোদিত হয়ে যীশুর নামকে ব্যবহার করা

মথি 1:21-23

[21] যাহারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে,
এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে।
[22] সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি
ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই?
[23] আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম-কার্য্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই
বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্ম্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।

মথি 24:5

কেননা অনেকে আমার নাম ধরিয়া আসিবে, বলিবে, আমিই সেই খ্রীষ্ট, আর অনেক লোককে ভুলাইবে।

প্রেরিত 19:11-20

[11] আর ঈশ্বর পৌলের হস্ত দ্বারা অসামান্য পরাক্রম-কার্য্য সাধন করিতেন;
[12] এমন কি, তাঁহার গাত্র হইতে রুমাল কিম্বা গামছা পীড়িত লোকদের নিকটে আনিলে
ব্যাধি তাহাদিগকে ছাড়িয়া যাইত, এবং দুষ্ট আত্মারা বাহির হইয়া যাইত।
[13] আর কয়েক জন পর্য্যটনকারী যিহূদী ওঝাও দুষ্ট আত্মাবিষ্ট লোকদের কাছে প্রভু যীশুর
নাম জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিল, পৌল যাঁহাকে প্রচার করেন, সেই যীশুর
দিব্য দিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি।
[14] আর স্কিবা নামে এক জন যিহূদী প্রধান যাজকের সাত পুত্র ছিল, তাহারা এই প্রকার
করিত।
[15] তাহাতে দুষ্ট আত্মা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিল, যীশুকে আমি জানি, পৌলকেও
চিনি, কিন্তু তোমরা কে?
[16] তখন যে ব্যক্তি দুষ্ট আত্মাবিষ্ট, সে তাহাদের উপরে লাফ দিয়া পড়িল, দুই জনকে
পরাভব করিয়া তাহাদের উপরে এমন বল প্রকাশ করিল যে, তাহারা উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত
হইয়া সেই গৃহ হইতে পলায়ন করিল।
[17] আর ইহা ইফিষ-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই জানিতে পাইল, তাহাতে সকলে
ভয়গ্রস্ত হইল, এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত হইতে লাগিল।
[18] আর যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদের অনেকে আসিয়া আপন আপন ক্রিয়া স্বীকার

ও প্রকাশ করিতে লাগিল।
[19] আর যাহারা যাদুক্রিয়া করিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে আপন আপন পুস্তক আনিয়া একত্র করিয়া সকলের সাক্ষাতে পোড়াইয়া ফেলিল; সে সকলের মূল্য গণনা করিলে দেখা গেল, পঞ্চাশ সহস্র রৌপ্যমুদ্রা।
[20] এইরূপে সপরাক্রমে প্রভুর বাক্য বৃদ্ধি পাইতে ও প্রবল হইতে লাগিল।

অননুমোদিতভাবে যীশুর নাম ব্যবহারের বিষয়ে প্রভু আমাদের সাবধান করেছেন। প্রথমত, এমন কিছু মানুষ আছে যাদের মধ্যে আত্মিক শক্তি বর্তমান, কিন্তু সে শক্তির উৎস শুদ্ধ নয়। মন্দ আত্মারা এইসব মানুষদের ব্যবহার করে বিভ্রান্তিকর চিহ্নকাজ সম্পাদন করে থাকে (1 তীমথিয় 4:1; 2 থিষলনীকীয় 2:9; 2 করিন্থীয় 11:13-15)। তারা এমনকি যীশুর নামের দোহাই দিয়ে এসব কাজ করতে পারে, যেন তা প্রকৃত মনে হয়—কারণ একটি নকল বস্তু সবসময় আসলটির কাছাকাছি দেখতে হয়। তবে প্রকৃত যাচাই এইখানে—তাঁদের কাজের মাধ্যমে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হচ্ছেন কিনা, লোকেরা ব্যক্তিগতভাবে যীশুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছে কিনা, এই ব্যক্তিরা খ্রীষ্টের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করছেন কিনা এবং তাঁরা ধার্মিক ও পবিত্র জীবনযাপন করছেন কিনা—অর্থাৎ পাপাচারের অভ্যাস থেকে দূরে রয়েছেন কিনা। আমরা তাদের 'ফল' দ্বারা চিনে নিতে পারব (মথি 7:16)। দ্বিতীয়ত, স্কীবাদের সাত পুত্রের মতো এমন মানুষও আছে, যারা যীশুর নামে কিছু লাভের আশায় কার্য সম্পাদন করতে চায়—তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখেই। কিন্তু তারা সফল হতে পারে না, কারণ নামের ক্ষমতা তাঁদের জন্য নয়—যারা তাঁকে জানে না, তাঁদের দ্বারা সে নাম প্রয়োগযোগ্য নয়।

এই ধরনের নকল এবং বিভ্রান্তিকর উপস্থিতি যেন আমাদের সচেতন করে তোলে। মনে রাখতে হবে—শুধুমাত্র মূল্যবান জিনিসেরই নকল তৈরি করা হয়। তাই নকলকে সনাক্ত করতে গেলে আসলটির সঙ্গে গভীর পরিচয় থাকা আবশ্যক। নকলের ভয়ে আমরা যেন আসল শক্তিকে উপেক্ষা না করি। বরং, সত্যে দৃঢ়মূল হয়ে আমরা নিজেই যীশুর নামে গমনাগমন শুরু করি। আমরা যেন যীশুর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হই, যেন তাঁকে যথাযথভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য যেন শুদ্ধ হয়—যাতে আমরা যীশুর নামের মাধ্যমে কেবল তাঁর গৌরবই না, তাঁর উপস্থিতিকেও প্রকাশ করি।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 29 এর শেষে দেওয়া আছে)

26

যীশুর নামের জন্য তাড়িত হওয়া

মথি 10:22
আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে।

লূক 21:12,17
[12] কিন্তু এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে, তোমাদিগকে তাড়না করিবে, সমাজ-গৃহে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে; আমার নামের নিমিত্ত তোমরা রাজাদের ও শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে নীত হইবে।
[17] আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে।

প্রভু যীশু পূর্বেই আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, তাঁর নামের কারণে আমাদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হবে এবং তাড়নার সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি যারা আমাদের তাড়না করবে, তারাও ভাববে—তারা যেন এক মহৎ কর্ম সম্পাদন করছে।

প্রেরিত 5:40-42
[40] তখন তাঁহারা তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন, আর প্রেরিতদিগকে কাছে ডাকিয়া প্রহার করিলেন, এবং যীশুর নামে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।
[41] তখন তাঁহারা মহাসভার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন, আনন্দ করিতে করিতে গেলেন, কারণ তাঁহারা সেই নামের জন্য অপমানিত হইবার যোগ্যপাত্র গণিত হইয়াছিলেন।
[42] আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্ম্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না।

যীশুর স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই প্রেরিতেরা সেই সময়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে প্রবল হুমকি, বিরোধিতা ও তাড়নার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তারা এই তাড়নাকে একটি সম্মানরূপে গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর নামের জন্য কষ্ট ভোগ করাকে গৌরব বলে বিবেচনা করেছিলেন। কারণ, তারা প্রভু যীশু ও তাঁর পবিত্র নামকে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ভালোবাসতেন। প্রথম শতাব্দীর মণ্ডলী চরম

তাড়নার মধ্যেও তাদের বিশ্বাসে অটল ছিলেন এবং যীশু খ্রীষ্টের সেবায় নির্ভীকভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ, কাইসরিয়ার বিশ্বাসীদের উদ্দেশে প্রেরিত পৌলের অঙ্গীকারটি লক্ষ্য করুন। যখন তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যিরূশালেমে পৌলের সম্ভাব্য বিপদের কথা চিন্তা করে, তখন তিনি বলেছিলেন: *"তখন পৌল উত্তর করিলেন, তোমরা এ কি করিতেছ? ক্রন্দন করিয়া আমার হৃদয় চূর্ণ করিতেছ? কারণ আমি প্রভু যীশুর নামের নিমিত্ত যিরূশালেমে কেবল বদ্ধ হইতে, তাহা নয়, বরং মরিতেও প্রস্তুত আছি"* (প্রেরিত 21:13)।

আমরাও যেন সেইরূপ হৃদয় নিয়ে যীশুকে ভালোবাসতে পারি, এমনভাবে যে তাঁর নামের জন্য কখনো লজ্জিত না হই, বরং তাড়না ও অপমানের সম্মুখীন হতেও ভয় না পাই। এই মনোভাবেই প্রেরিত পিতর তাড়িত বিশ্বাসীদের উদ্দেশে উৎসাহজনক শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন: *"তোমরা যদি খ্রীষ্টের নাম প্রযুক্ত তিরস্কৃত হও, তবে তোমরা ধন্য; কেননা প্রতাপের আত্মা, এমন কি, ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের উপরে অবস্থিতি করিতেছেন"* (1 পিতর 4:14)। প্রভু যীশু লক্ষ্য করেন—যখন আমরা তাঁর নামকে আঁকড়ে ধরি, যখন আমরা তাড়নার মুখেও তাঁকে অস্বীকার করতে অস্বীকার করি, তখন তিনি আমাদের বিশ্বাস ও বিশ্বস্ততাকে গুরুত্ব দেন (প্রকাশিত বাক্য 2:13; প্রকাশিত বাক্য 3:8)।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 29 এর শেষে দেওয়া আছে)

27

যীশুর নামের জন্য ত্যাগস্বীকার করা

মথি 19:29

আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শত গুণ পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।

প্রেরিত 9:16

কারণ আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে।

প্রেরিত 15:26

আমাদের প্রিয় যে বার্ণবা ও পৌল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের নিমিত্ত প্রাণপণ করিয়াছেন...।

এমনও সময় আসে, যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের কারণে আমাদের স্বেচ্ছায় ত্যাগস্বীকার করতে আহ্বান জানানো হয়। কেউ পার্থিব লাভ ত্যাগ করেন, কেউ ত্যাগ করেন আত্মীয়তার বন্ধন; কেউ কঠিন ও ভারসাম্যপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন, শুধুমাত্র প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিতে; কেউ বা জীবন বিপন্ন করে যীশুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন; আবার কেউ ঈশ্বরের রাজ্যকে অগ্রসর করতে গ্রহণ করেন মহৎ কার্যভার। প্রভু যীশুর নামের জন্য এমন বহু রকম ত্যাগের আহ্বান আমাদের জীবনে আসতে পারে।

এই সমস্ত ত্যাগের অন্তরালে যেন আমাদের অনুপ্রেরণা হয় যীশুর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম এবং সেই মানুষদের প্রতি দায়িত্ববোধ যাঁদের প্রতি ঈশ্বর আমাদের প্রেরণ করেন। যেমন পৌল লিখেছিলেন: *“কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদিগকে বশে রাখিয়া চালাইতেছে; কেননা আমরা এরূপ বিচার করিয়াছি যে, এক জন সকলের জন্য মরিলেন, সুতরাং সকলেই মরিল; আর তিনি সকলের জন্য মরিলেন, যেন, যাহারা জীবিত আছে, তাহারা আর আপনাদের উদ্দেশে নয়, কিন্তু তাঁহারই উদ্দেশে জীবন ধারণ করে, যিনি তাহাদের জন্য মরিয়াছিলেন, ও উত্থাপিত হইলেন”* (2 করিন্থীয়

5:14,15)। আমাদের উদ্দেশ্য যেন হয় খাঁটি ও নির্মল—মানুষের চোখে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়ার অভিলাষে নয়, বা মিথ্যা নম্রতার প্রদর্শন করে নয়; বরং এমন এক অন্তরের প্রকাশ হোক, যা ঈশ্বরের সামনে সত্য ও শুদ্ধ।

যখন আমরা যীশুর নামের জন্য কিছু ত্যাগ করি, প্রভু নিজেই আশ্বাস দিয়েছেন—এই জীবনে তিনি আমাদের একশো গুণ ফিরিয়ে দেবেন, এবং অনন্ত জীবনের আশীর্বাদও আমাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে (মার্ক 10:29,30)। ঈশ্বর কখনোই কোনো মানুষের কাছে ঋণী থাকেন না; তিনি এমন অনেক কিছুই দেন, যা পৃথিবীর ধন-সম্পদে মূল্যায়িত হয় না।

আসুন, আমরা যেন এই ত্যাগের আহ্বানকে গৌরবের বিষয় বলে গণ্য করি, কারণ এই আহ্বান এসেছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পবিত্র নামে।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 29 এর শেষে দেওয়া আছে)

28

আমরা যীশুর নামেক ধারণ করি

প্রেরিত 9:15

কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র।

প্রেরিত 15:14

ঈশ্বর আপন নামের জন্য পরজাতিগণের মধ্য হইতে এক দল প্রজা গ্রহণার্থে কিরূপে প্রথমে তাহাদের তত্ত্ব লইয়াছিলেন, তাহা শিমোন বর্ণনা করিয়াছেন।

বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের কেবল যীশুর নাম ব্যবহারের অধিকারই প্রদান করা হয়নি, বরং আমাদেরকে এই মহিমান্বিত নাম বহন করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছে। যেমন পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে *"তাঁর নামে আহূত জাতি"* বলেছিলেন, তেমনই নতুন নিয়মের মণ্ডলীকেও তিনি একই মর্যাদা দিয়েছেন। যাকোব তাঁর পত্রে স্মরণ করিয়ে দেন, *"যে উত্তম নাম তোমাদের উপরে কীর্ত্তিত হইয়াছে..."* (যাকোব 2:7)। আমরা প্রত্যেকে সেই গৌরবময়, মধুর, আশ্চর্য ও সম্মানিত নাম বহন করি—যীশু খ্রীষ্টের নাম।

2 থিষলনীকীয় 1:12

যেন আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশুর নাম তোমাদিগেতে গৌরবান্বিত হয়, এবং তাঁহাতে তোমরাও গৌরবান্বিত হও।

আমাদের জীবনযাত্রা, আচরণ, বাকচর্চা এবং অভ্যাস যেন এমন হয়, যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামকে মহিমান্বিত করে। যেন মানুষ আমাদের মধ্যে তাঁর চরিত্রের দীপ্তি দেখে এবং তাঁর নামের প্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হয়। আমরা যারা সেই নাম বহন করি, আমাদের পক্ষে পাপের মধ্যে জীবন যাপন করা কিংবা ঈশ্বরের চোখে অপ্রিয় কিছু করা কখনোই মানানসই নয়। পবিত্র শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *"যে কেহ প্রভুর নাম করে, সে অধার্ম্মিকতা হইতে দূরে থাকুক"* (2 তীমথিয় 2:19)।

একটি জীবন্ত উদাহরণ—আমাদের কর্মক্ষেত্রে যেন আমরা এমনভাবে আচরণ করি, যাতে যীশুর নাম অপবাদ না পায়, বরং সম্মানিত হয়। এজন্যই পৌল বলেন, *"যে সকল লোক যোঁয়ালির অধীন দাস, তাহারা আপন আপন কর্ত্তাদিগকে সম্পূর্ণ সমাদরের যোগ্য জ্ঞান করুক, যেন ঈশ্বরের নাম এবং শিক্ষা নিন্দিত না হয়"* (1 তীমথিয় 6:1)।

যখন আমরা সচেতনভাবে জানি যে আমরা যীশুর নাম বহন করছি, তখন তাঁর প্রতি আমাদের গভীর প্রেম আমাদের এমন এক জীবনধারার দিকে পরিচালিত করে, যা প্রতিটি কার্যকলাপে সেই মহান ও তুলনাহীন নামের প্রতি গৌরব, সম্মান এবং প্রশংসা নিয়ে আসে।

(**চিন্তাভাবনা** করার প্রশ্নগুলি অধ্যায় 29 এর শেষে দেওয়া আছে)

29
যীশুর নামে অনুযোগ করা

1 করিন্থীয় 1:10
কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমি তোমাদিগকে বিনয় করিয়া বলি, তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না হউক, কিন্তু এক মনে ও এক বিচারে পরিপক্ক হও।

2 থিষলনীকীয় 3:6
আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাদিগকে এই আদেশ দিতেছি, যে কোন ভ্রাতা অনিয়মিতরূপে চলে, এবং তোমরা আমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তদনুসারে চলে না, তাহার সঙ্গ ত্যাগ কর।

নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে আমরা লক্ষ্য করি যে প্রেরিত পৌল, একজন আত্মিক নেতা হিসেবে, প্রভু যীশুর নামের অধিকার বলে সেইসব বিশ্বাসীদেরকে অনুযোগ ও সংশোধন করেছিলেন, যাঁদের উপর তাঁর আত্মিক দায়িত্ব ছিল। অবশ্যই, তিনি তা প্রেম ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসীদের মঙ্গল ও আত্মিক উন্নতি সাধন। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, তিনি এই অনুশাসন প্রদান করেছিলেন যীশু খ্রীষ্টের নামে—অর্থাৎ মণ্ডলীর মস্তক, যীশু খ্রীষ্টের প্রতিনিধিত্বে। এর মাধ্যমে, প্রেরিত পৌল যেন প্রভুর হৃদয়কেই বিশ্বাসীদের কাছে প্রকাশ করছিলেন। ফলে, যাঁরা তাঁর নেতৃত্বের অধীনে ছিলেন, তাঁরা এই আত্মিক নির্দেশাবলিকে হালকা মনে করেননি, বরং শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে, ঈশ্বরপ্রদত্ত দায়িত্বরূপে তা গ্রহণ করেছিলেন। আমরা যারা আজ আত্মিক নেতৃত্বে রয়েছি, তাদের উপরও সেই একই পবিত্র আহ্বান বর্তায়—যীশুর নামে প্রেম ও বিনয়ের সঙ্গে বিশ্বাসীদের অনুশাসন প্রদান করা।

[**বি:দ্র:** এখানে আমাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। যেকোনো আত্মিক নেতার হাতে যীশুর নামের অজুহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণমূলক আচরণের শিকার যেন কেউ না হয়। এরূপ আত্মিক নির্যাতনের ফলে অনেকে গভীরভাবে আঘাত পেয়েছেন। (দ্রষ্টব্য: 1 পিতর 5:2-4)]।

যখন আমরা প্রভু যীশুর নামে তাড়নার সম্মুখীন হই কিংবা স্বেচ্ছায় ত্যাগ স্বীকারের আহ্বানে সাড়া দিই, তখন আমরা সেটিকে এক সম্মানজনক সুযোগ বলেই বিবেচনা করি। আমরা যেহেতু তাঁর নামে পরিচিত, তাই সেই নামকে গৌরবান্বিত করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

চিন্তাভাবনা

অধ্যায় 25 থেকে 29 -এর জন্য।

1) আপনি কি চিন্তা করেছেন কেন শয়তান এমন নকল সৃষ্টি করে, যা যীশুর নাম ব্যবহার করেও মন্দ আত্মার দ্বারা পরিচালিত? আমরা বিশ্বাসী হিসেবে কীভাবে এই প্রকার অপব্যবহার ও প্রতারণা চিহ্নিত করব?

2) আপনি কি কখনও প্রভু যীশুর নামের জন্য তাড়নার সম্মুখীন হয়েছেন? সেই অভিজ্ঞতাটি কেমন ছিল? আপনি কি দৃঢ় বিশ্বাসে স্থির রয়েছেন যে প্রাণের ঝুঁকি সত্ত্বেও যীশুর নামকে অস্বীকার করবেন না?

3) আপনি কি কখনও প্রভু যীশুর নামে ত্যাগ স্বীকার করতে আহ্বান পেয়েছেন—হোক তা রাজ্যের কাজ, অথবা অন্য কোনো পরিচর্যা? আপনি কীভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন? আপনি কি যীশুকে এতটাই প্রেম করেন যে, তাঁর নামের জন্য আপনি যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত?

4) আমরা সেই জাতি, যাঁরা তাঁর নামে আহূত। আপনার জীবনে কি এমন কোনো ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে আপনি নিশ্চিত যে প্রভু যীশু গৌরবান্বিত হয়েছেন? আবার এমন কোনো ক্ষেত্র যা এখনও তাঁর নামে মহিমান্বিত নয়? ইতিবাচক বিষয়গুলির জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিন এবং নেতিবাচকগুলি যেন রূপান্তরিত হয়, সে বিষয়ে প্রার্থনা করুন।

5) অধ্যায় 3-এ উল্লেখিত পুরাতন নিয়মে ব্যবহৃত ঈশ্বরের নামসমূহ এবং অধ্যায় 10 থেকে 29-এ নতুন নিয়মে আবিষ্কৃত নামসমূহ প্রতিদিন পর্যালোচনা করুন। আপনি কী ধরনের সমান্তরাল বা সংযোগ লক্ষ্য করেছেন এই নামগুলির ব্যবহারে?

30

যীশুর নাম চিরকালের জন্য

বাইবেলের অন্তিম পুস্তক প্রকাশিত বাক্য এই ঘোষণার দ্বারা শুরু হয় যে এটি যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশ। আর শেষ হয়— আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আশীর্বচন প্রদান করে। এই মহাগ্রন্থের বিভিন্ন অংশ জুড়ে যীশুর বিভিন্ন নাম ও উপাধি তুলে ধরা হয়েছে, যেমন:

- *বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতদের মধ্যে থেকে প্রথমজাত, রাজা* (প্রকাশিত বাক্য 1:5),
- *আলফা ও ওমেগা, আদি আর অন্ত* (প্রকাশিত বাক্য 1:8),
- *প্রথম ও শেষ* (প্রকাশিত বাক্য 1:11),
- *যিহূদাবংশীয় সিংহ, দায়ূদের মূলস্বরূপ* (প্রকাশিত বাক্য 5:5)
- *মেষশাবক* (প্রকাশিত বাক্য 5:12)
- *ঈশ্বরের বাক্য* (প্রকাশিত বাক্য 19:13),
- *রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু* (প্রকাশিত বাক্য 19:16),

ইত্যাদি...

এটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে যীশু নিজে একটি "নূতন নাম" গ্রহণ করেছেন:

প্রকাশিত বাক্য 3:12
যে জয় করে, তাহাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরে স্তম্ভস্বরূপ করিব, এবং সে আর কখনও তথা হইতে বাহিরে যাইবে না; এবং তাহার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম লিখিব, এবং আমার ঈশ্বরের নগরী যে নূতন যিরূশালেম স্বর্গ হইতে, আমার ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিবে, তাহার নাম এবং আমার নূতন নাম লিখিব।

"আমার নূতন নাম" কী? এটা এক রহস্য। এটি কি যীশুর নাম, যে নাম তাঁর জন্মের পূর্বে তাঁর ছিল না এবং যা তাঁর জন্মের সময়ে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ও তাঁর সাধিত কর্মের কারণে তাঁকে অর্পণ করা

হয়েছিল? এটি কি অন্য কোনো উপাধি যা শাস্ত্র এই মুহূর্তে প্রকাশ করে না এবং যা ভবিষ্যতে তাঁকে অর্পণ করা হবে? আমরা জানি না। আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, পদ 12-তে ব্যবহৃত "নূতন" (গ্রিক: *কাইনোস*) শব্দটি চরিত্র, প্রকৃতি, গুণমান ও সতেজতার দিক থেকে নূতন বোঝায়, যা "নূতন" (গ্রিক: *নেওস*) থেকে ভিন্ন, যা সময়ের দিক থেকে নূতন বা সাম্প্রতিক বোঝায়।

অন্তিম অধ্যায়ে, 'চিরকালের নগর' নতুন যিরূশালেমে সকল ঈশ্বরের লোকেদের কপালে তাঁর নামটি লেখা থাকবে। এটা চিহ্ন যে আমরা চিরকালের জন্য তাঁর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের।

প্রকাশিত বাক্য 22:1-5

1 আর তিনি আমাকে "জীবন-জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে;

2 "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়, এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক"।

3 এবং "কোন শাপ আর হইবে না;" আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে,

4 এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে।

5 সেখানে রাত্রি আর হইবে না, এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না, কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"।

আমাদের সবার জন্য এটি চিরন্তন সৌভাগ্য—তাঁর নাম বহন করার অধিকার লাভ করা।

এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয়
উচ্চপদান্বিতও করিলেন, এবং তাঁহাকে
সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয়
নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল-নিবাসীদের "সমুদয়
জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা
যেন স্বীকার করে" যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু,
এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত
হন।
ফিলিপীয় 2:9-11

আমেন!

চিন্তাভাবনা

1) আপনি এই গ্রন্থটির পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন—এ জন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন! কিছু সময় দিন এই যাত্রার সারাংশ নিয়ে ভাবতে। যীশুর নাম সম্পর্কে আপনি কী কী নতুন সত্য শিখেছেন? আপনার আত্মিক জীবনে কোন শিক্ষাগুলি স্থায়ীভাবে আপনাকে রূপান্তরিত করেছে?

2) আমরা সত্যকে যত বেশি পুনরালোচনা করি, ততই তা গভীর হয় এবং আমাদের অভিজ্ঞতায় শক্তি যোগায়। **"যীশুর পরাক্রমশালী নাম"** বিষয়ের উপরে আপনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, তা নিয়মিত পর্যালোচনা করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করুন এবং তা আপনার দিনলিপিতে লিখে রাখুন।

3) সত্যকে সবচেয়ে ভালোভাবে শেখা যায় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। যীশুর পরাক্রমশালী নামের শক্তির অভিজ্ঞতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকুন।

আপনি কি সেই ঈশ্বরকে জানেন যিনি আপনাকে প্রেম করেন?

প্রায় 2000 বছর আগে, ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে এই জগতে এসেছিলেন। তাঁর নাম হল যীশু। তিনি একটা নিষ্পাপ জীবন যাপন করেছিলেন। যেহেতু যীশু মানব রূপে ঈশ্বর ছিলেন, তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন, তার দ্বারা ঈশ্বরকে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। যে কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কথা। তিনি যে কাজগুলি সাধন করেছিলেন, সেইগুলি ঈশ্বরের কাজ। এই পৃথিবীতে যীশু অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করেছিলেন। তিনি অসুস্থদের ও পীড়িতদের সুস্থ করেছিলেন। তিনি অন্ধ মানুষদের দৃষ্টিদান করেছিলেন, বধিরদের শ্রবণশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, খঞ্জদের চলতে সাহায্য করেছিলেন এবং প্রত্যেক ধরণের অসুস্থতা ও ব্যাধি সুস্থ করেছিলেন। আশ্চর্য ভাবে কয়েকটি রুটিকে প্রচুর সংখ্যক রুটিতে পরিণত করে ক্ষুধার্তদের খাইয়েছিলেন, ঝড় থামিয়েছিলেন এবং অনেক আশ্চর্য কাজ করেছিলেন।

এই সকল কিছু আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে ঈশ্বর উত্তম, যিনি চান যে লোকেরা যেন সুস্থ হয়, সম্পূর্ণ হয়, স্বাস্থ্যকর হয় এবং খুশী থাকে। ঈশ্বর তার লোকেদের প্রয়োজন মেটাতে চান।

তাহলে কেনই বা ঈশ্বর মানব রূপ ধারণ করে আমাদের এই পৃথিবীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন? যীশু কেন এসেছিলেন?

আমরা সকলে পাপ করেছি এবং সেই সকল কাজ করেছি যা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে অগ্রহণীয়। পাপের পরিণাম আছে। পাপ হল ঈশ্বর এবং আমাদের মাঝে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর। পাপ আমাদের ঈশ্বর থেকে পৃথক করে রেখেছে। এটা আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে জানতে ও তাঁর সাথে এক অর্থপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে বাঁধা দেয়। সুতরাং, আমাদের অনেকেই এই শূন্য স্থানটি অন্যান্য বিষয় দিয়ে পূর্ণ করার চেষ্টা করি।

পাপের আরও একটা পরিণাম হল ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালের জন্য পৃথক হয়ে যাওয়া। ঈশ্বরের আদালতে, পাপের বেতন মৃত্যু। মৃত্যু হল নরকে প্রবেশ করার ফলস্বরূপ ঈশ্বরের থেকে অনন্তকালীন পৃথকীকরণ।

কিন্তু, আমাদের জন্য একটা সুসংবাদ আছে যে আমরা পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং ঈশ্বরের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। বাইবেল বলে, ***"কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন"*** **(রোমীয় 6:23)**। যীশু তাঁর ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা সমস্ত পৃথিবীর পাপের মূল্য পরিশোধ করলেন। তারপর, তিন দিন পর তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলেন, তিনি নিজেকে জীবিত অবস্থায় অনেক মানুষের কাছে দেখা দিলেন এবং তারপর তিনি স্বর্গে চলে গেলেন।

ঈশ্বর প্রেমের ও দয়ার ঈশ্বর। তিনি চান না যে একটা মানুষও নরকে শাস্তি পাক। আর সেই কারণে, তিনি এসেছিলেন, যাতে তিনি সমুদয় মানবজাতির জন্য পাপ ও পাপের পরিণাম থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা পথ প্রদান করতে পারেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন—আপনার এবং আমার মতো মানুষদের পাপ থেকে ও অনন্তকালীন মৃত্যু থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

পাপের এই ক্ষমাকে বিনামূল্যে গ্রহণ করতে গেলে, বাইবেল আমাদের বলে যে আমাদের একটা কাজ করতে হবে—প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর যা করেছিলেন তা স্বীকার করতে হবে এবং তাঁকেই সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে।

***"... যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে তাঁহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়"* (প্রেরিত 10:43)।**

***"কারণ তুমি যদি 'মুখে' যীশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার কর, এবং 'হৃদয়ে' বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপন করিয়াছেন, তবে পরিত্রাণ পাইবে"* (রোমীয় 10:9)।**

আপনি যদি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনিও আপনার পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারেন ও শুচিকৃত হতে পারেন।

নিম্নলিখিত একটা সহজ প্রার্থনা রয়েছে যা আপনাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস তথা তিনি ক্রুশের উপর যা করেছেন, তা সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি যীশুর বিষয়ে আপনার অঙ্গীকারকে ব্যক্ত করতে ও পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করতে সাহায্য করবে। এই প্রার্থনাটি একটা নির্দেশরেখা মাত্র। এই প্রার্থনাটি আপনি আপনার নিজের ভাষাতেও করতে পারেন।

প্রিয় প্রভু যীশু, আজ আমি বুঝতে পেরেছি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশের উপর কী সাধন করেছো। তুমি আমার জন্য মারা গেছ, তুমি তোমার বহুমূল্য রক্ত সেচন করেছ এবং আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, যাতে আমি ক্ষমা লাভ করতে পারি। বাইবেল আমাকে বলে যে কেউ তোমার উপর বিশ্বাস করবে, সে তার পাপের ক্ষমা লাভ করবে।

আজ, আমি তোমাকে বিশ্বাস করার এবং তুমি আমার জন্য যা করেছো, তা গ্রহণ করার একটা সিদ্ধান্ত নিই, এবং বিশ্বাস করি যে তুমি আমার জন্য ক্রুশে মারা গিয়েছ এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছ। আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার উত্তম কাজ দ্বারা নিজেকে উদ্ধার করতে পারব না, না অন্য কোন মানুষও আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। আমি আমার পাপের ক্ষমা অর্জন করতে পারি না।

আজ, আমি আমার হৃদয়ে বিশ্বাস করি এবং আমার মুখে স্বীকার করি যে তুমি আমার জন্য মারা গিয়েছ, তুমি আমার পাপের মূল্য দিয়েছ, তুমি মৃতদের মধ্যে থেকে উত্থিত হয়েছ, এবং তোমার উপর বিশ্বাস করার মধ্যে দিয়ে, আমি আমার পাপের ক্ষমা ও শুচিকরণ লাভ করি।

যীশু তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে প্রেম করতে পারি, তোমাকে আরও জানতে পারি এবং তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারি। আমেন।

অল পিপালস্ চার্চের সম্বন্ধে কিছু কথা

অল পিপালস্ চার্চ (APC) তে, আমাদের দর্শন হল বেঙ্গালুরু শহরে একটা লবণ ও জ্যোতির মতো হওয়া এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে একটা রব হওয়া।

অল পিপালস্ চার্চ হল **যীশুকে প্রেম করা, ঈশ্বরের বাক্য কেন্দ্রিক, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ,** পরিবার মণ্ডলী, একটি প্রস্তুতির কেন্দ্র, এক মিশন ভিত্তিক ও বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী।

- একটি **পরিবার মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা খ্রীষ্ট-কেন্দ্রিক সহভাগীতায় একটি সম্প্রদায় হিসেবে বেড়ে উঠি, ঈশ্বরের দেহ হিসেবে পরস্পরের যত্ন নিয়ে থাকি ও প্রেম করি।
- একটি **প্রস্তুতি কেন্দ্র** হিসেবে, আমরা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে শক্তিযুক্ত করি ও প্রস্তুত করি একটি বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য, খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তি অনুযায়ী পরিপক্ক হওয়ার জন্য এবং তাদের জীবনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য।
- এক **মিশন ভিত্তিক** হিসেবে, এই শহরটিকে, আমাদের দেশকে আশীর্বাদ করার জন্য ও ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য দেশে যীশু খ্রীষ্টের সম্পূর্ণ সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার জন্য ও পবিত্র আত্মার শক্তির অলৌকিক প্রদর্শন করার জন্য অর্থপূর্ণ পরিচর্যাতে নিজেদের নিযুক্ত করি।
- এক **বিশ্বব্যাপী প্রসারিত মণ্ডলী** হিসেবে, আমরা স্থানীয়ভাবে ও বিশ্বব্যাপীভাবে ঈশ্বরভক্ত নেতৃবৃন্দ ও আত্মায় পূর্ণ মণ্ডলীগুলিকে লালন-পালন করার দ্বারা সেবা করে থাকি, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য তাদের অঞ্চলগুলিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

অল পিপালস্ চার্চে, ঈশ্বরের আত্মার অভিষেক ও প্রদর্শনে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও আপসহীন বাক্যকে উপস্থাপন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা বিশ্বাস করি যে ভালো সঙ্গীত, সৃজনশীল উপস্থাপনা, অসাধারণ অ্যাপলজেটিক্স, সমকালীন পরিচর্যার পদ্ধতি, আধুনিক প্রযুক্তি, ইত্যাদি কখনই ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার শক্তিতে, চিহ্নকাজ, আশ্চর্যকাজ, পবিত্র আত্মার বরদান সহকারে, ঈশ্বরের বাক্য ঘোষণা করার ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতির বিকল্প হতে পারে না (1 করিন্থীয় 2:4,5; ইব্রীয় 2:3,4)। আমাদের মূল বিষয় হলেন যীশু, আমাদের বিষয়বস্তু হল ঈশ্বরের বাক্য, আমাদের পদ্ধতি হল পবিত্র আত্মার শক্তি, আমাদের আবেগ হল মানুষ, এবং আমাদের লক্ষ্য হল খ্রীষ্টের মত পরিপক্কতা।

বেঙ্গালুরুতে আমাদের প্রধান কার্যালয় থাকা সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে অল পিপালস্ চার্চ -এর অনেক মণ্ডলী রয়েছে। অল পিপালস্ চার্চ -এর মণ্ডলীর তালিকা এবং যোগাযোগ নম্বর পেতে গেলে, আমাদের ওয়েবসাইটে **apcwo.org/locations** দেখুন, অথবা **contact@apcwo.org** এ ই-মেইল পাঠান।

বিনামূল্যে যে পুস্তকগুলি উপলব্ধ আছে

A Church in Revival
A Real Place Called Heaven
A Time for Every Purpose
Ancient Landmarks
Baptism in the Holy Spirit
Being Spiritually Minded and Earthly Wise
Biblical Attitude Towards Work
Breaking Personal and Generational Bondages
Change
Code of Honor
Divine Favor
Divine Order in the Citywide Church
Don't Compromise Your Calling
Don't Lose Hope
Equipping the Saints
Foundations (Track 1)
Fulfilling God's Purpose for Your Life
Gifts of the Holy Spirit
Giving Birth to the Purposes of God
God Is a Good God
God's Word—The Miracle Seed
How to Help Your Pastor
Integrity
Interpreting Scripture
Kingdom Builders
Laying the Axe to the Root
Living Life Without Strife
Marriage and Family
Ministering Healing and Deliverance
Offenses—Don't Take Them
Open Heavens
Our Redemption
Receiving God's Guidance
Revivals, Visitations and Moves of God
Shhh! No Gossip!
Speak Your Faith
The Conquest of the Mind
The Father's Love
The House of God
The Kingdom of God
The Mighty Name of Jesus
The Night Seasons of Life
The Power of Commitment
The Presence of God
The Redemptive Heart of God
The Refiner's Fire
The Spirit of Wisdom, Revelation and Power
The Wonderful Benefits of Praying in Tongues
Timeless Principles for the Workplace
Understanding the Prophetic
Water Baptism
We Are Different
Who We Are in Christ
Women in the Workplace
Work—Its Original Design

নিয়মিত নতুন পুস্তক প্রকাশিত হয়ে থাকে। উপরের পুস্তকগুলির PDF সংস্করণ, অডিও, এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিনামূল্যে চার্চের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: **apcwo.org/books** এই পুস্তকগুলির মধ্যে অনেকগুলি অন্যান্য ভাষাতেও উপলব্ধ রয়েছে। এ ছাড়াও, বিনামূল্যে অডিও ও ভিডিও-তে প্রচার শোনার জন্য, প্রচারের টীকা, এবং আরও অন্যান্য নিশুল্ক উপাদান লাভ করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: **apcwo.org/sermons**

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং ব্যক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে মানুষকে জীবনের প্রতিকূলতাগুলিকে সম্মুখীন ও অতিক্রম করতে সাহায্য করার জন্য। ক্রিসালিস কাউন্সেলিং হল পেশাগত ভাবে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ খ্রীষ্টিয় পরামর্শদাতাদের একটি দল।

আমাদের এই পরিষেবা সকল বয়সের মানুষদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে এবং জীবনের বিভিন্ন প্রকারের প্রতিকূলতার সাথে মোকাবিলা করে থাকে।

কৈশোর	**আচরণগত ব্যাধি**
ব্যক্তিগত মীমাংসা	**পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার**
সম্পর্ক সম্বন্ধীয় সমস্যা	**মনস্তাত্ত্বিক/আবেগজনিত সমস্যা**
পড়াশোনায় বিফলতা	**মানসিক চাপ/মানসিক আঘাত**
কর্মক্ষেত্রে সমস্যা	**মদ/মাদক আসক্তি**
পরিবার/দম্পতি: প্রাক-বিবাহ, বিবাহ	**আধ্যাত্মিক সমস্যা**
পিতা-মাতা/সন্তান/ভাই-বোন/সমকক্ষ	**লাইফ কোচিং**

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং -এর পরিষেবা ফি সাশ্রয়ী ও সহজে উপলব্ধ।

আমাদের কোন একজন প্রশিক্ষিত পরামর্শদাতার সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট -এর সময় স্থির করার জন্য:

ওয়েবসাইট: chrysalislife.org
ফোন: +91-80-25452617 অথবা টোল ফ্রি (শুধুমাত্র ভারতে) **1-800-300-00998**
ই-মেইল: counselor@chrysalislife.org

ক্রিসালিস কাউন্সেলিং **অল পিপালস্ চার্চ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আউটরিচ**-এর একটি পরিচর্যা।

অল পিপালস্ চার্চের সাথে অংশীদারিত্ব করুন

অল পিপালস্ চার্চ একটি স্থানীয় মণ্ডলী হিসেবে নিজ সীমার ঊর্ধ্বে গিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পরিচর্যা করে থাকে, বিশেষ করে উত্তর ভারতে, যেখানে আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য কেন্দ্র করি (ক) নেতাদের শক্তিযুক্ত করা, (খ) পরিচর্যার জন্য যুবক-যুবতীদের তৈরি করা এবং (গ) খ্রীষ্টের দেহকে গেঁথে তোলা। যুবক-যুবতীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেমিনার, এবং খ্রীষ্টিয় নেতাদের জন্য অধিবেশন সমস্ত বছর জুড়ে আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও, বিশ্বাসীদের বাক্যে ও আত্মায় তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরাজিতে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় কয়েক হাজার পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

আমরা আপনাকে এককালীন দান প্রদান অথবা মাসিকভাবে আর্থিক দান পাঠানোর দ্বারা আর্থিকভাবে অংশীদারিত্ব করার জন্য আহ্বান জানাই। আমাদের দেশব্যাপী এই কাজের জন্য সাহায্যার্থে আপনার পাঠানো যে কোন পরিমাণ অর্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

আপনারা আপনাদের দান চেক/ব্যাংক ড্রাফটের দ্বারা “All Peoples Church” এই নামে আমাদের কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। নতুবা, আপনি সরাসরি ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে দান করতে পারেন। আমাদের ব্যাংক একাউন্ট নিচে দেওয়া হল:

একাউন্টের নাম: All Peoples Church
একাউন্ট নম্বর: 50200068829058
IFSC কোড: HDFC0004367
ব্যাংকের নাম: HDFC Bank, 7M/308 80Ft Rd, HRBR Layout, Kalyan Nagar, Bengaluru, 560043, Karnataka, India

অনুগ্রহ করে লক্ষ্য রাখবেন: *অল পিপালস্ চার্চ শুধুমাত্র কোনো ভারতীয় ব্যাংক থেকেই অর্থ গ্রহণ করতে পারে। যখন আপনি দান করছেন, যদি চান, তাহলে আপনি উল্লেখ করতে পারেন যে আমাদের পরিচর্যার কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য আপনি দান করছেন। অতিরিক্ত তথ্যের জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন:* **apcwo.org/give**

এ ছাড়াও, আমাদের জন্য ও আমাদের পরিচর্যার জন্য যখনই সম্ভব, প্রার্থনায় স্মরণে রাখবেন।

ধন্যবাদ ও ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন!

DOWNLOAD THE FREE APP!

Search for
"All Peoples Church Bangalore"
in the App or Google play stores.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

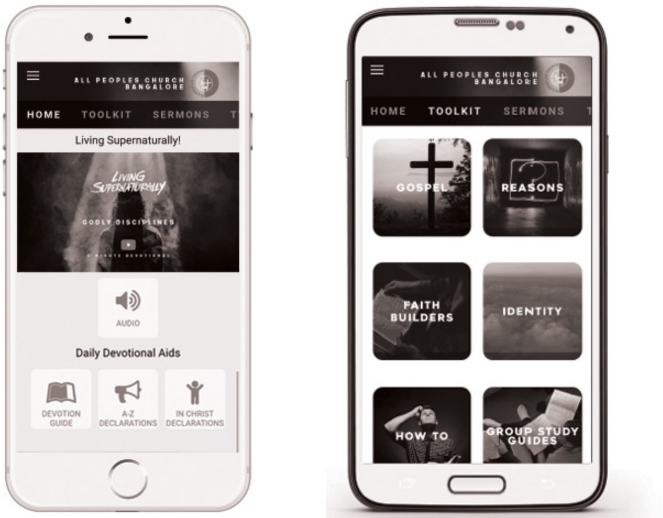

A daily 5-minute video devotional.
A daily Bible reading and prayer guide.
5-minute Sermon summary.
Toolkit with Scriptures on various topics to build faith and information to share the Gospel.
Resources with sermons, sermon notes, TV programs, books, music and more

IF YOU LOVE IT, TELL OTHERS ABOUT IT!

निःशुल्क ऐप डाउनलोड करें:

ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में खोजें
“ऑल पीपुल्स चर्च (APCWO)”/
All Peoples Church Hindi

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play

विश्वास को मजबूत करने और सुसमाचार साझा करने के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित वचनों के टूलकिट।
उपदेशों, टीवी कार्यक्रमों, पुस्तकों, संगीत और बहुत कुछ से भरे संसाधन।
अगर आपको यह पसंद आए, तो
दूसरों को भी इसके बारे में बताएं!

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ

apcbiblecollege.org

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজ এবং পরিচর্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (APC-BC), যা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত, আত্মায় পরিপূর্ণ, অভিষিক্ত এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে অলৌকিক ভাবে পরিচর্যা করার ক্ষমতা প্রদান করার মধ্যে দিয়ে প্রশিক্ষণ দেয়, এবং তার সাথে নিরাময় ঈশ্বরের বাক্য শেখানো হয়। আমরা পরিচর্যার জন্য একটা ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ ভাবে গঠন করাতে বিশ্বাস করি, যেখানে আমরা একটি ঐশ্বরিক চরিত্রে, ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে প্রবেশ করা, এবং আশ্চর্য কাজ ও চিহ্ন কাজ দ্বারা পরিচর্যা করায় জোর দিই, যা প্রভুর সাথে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে উত্থাপিত হয়।

অল পিপালস্ চার্চ বাইবেল কলেজে, নিরাময় বাক্য শেখানোর সাথে সাথে আমরা ঈশ্বরের প্রেমকে আমাদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত করার উপর, পবিত্র আত্মার অভিষেক ও উপস্থিতি এবং ঈশ্বরের কাজের অলৌকিক কাজের উপর গুরুত্ব দিই। অনেক যুবক যুবতীরা প্রশিক্ষিত হয়ে ঈশ্বরের আহ্বান পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছে।

নিম্নলিখিত তিনটি কার্যক্রম আমরা প্রদান করি:

- এক বছরের সার্টিফিকেট ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (C.Th.)
- দুই বছরের ডিপ্লোমা ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (Dip.Th.)
- তিন বছরের ব্যাচেলর ইন থিওলজি অ্যান্ড খ্রিস্টিয়ান মিনিস্ট্রি (B.Th.)

সপ্তাহের পাঁচ দিন ক্লাস নেওয়া হয়, **সোমবার থেকে শুক্রুবার, সকাল 9 টা থেকে দুপুর 12 টা (UTC +5:30) পর্যন্ত**। শিক্ষা গ্রহণ করার তিনটি বিকল্প আমরা প্রদান করে থাকি।

- **চার্চ ক্যাম্পাসে:** ক্যাম্পাসের মধ্যে শারীরিক ভাবে মিলিত হয়ে ক্লাস করা।
- **অনলাইন:** অনলাইনে লাইভ লেকচারগুলিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।
- **ই-লার্নিং:** অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নিজের সুবিধামত গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করা। **apcbiblecollege.org/elearn**

অনলাইনে আবেদন করার জন্য, এবং কলেজ, পাঠ্যক্রম, অংশগ্রহণ করার জন্য যোগ্যতা, খরচ সম্বন্ধে আরও তথ্য জানার জন্য এবং আবেদন ফর্ম ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে **apcbiblecollege.org** ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রত্যেক বিশ্বাসীদেরকে আশীর্বাদ করা হয়েছে যীশুর মহান নামটিকে ডাকার, ঘোষণা করার ও ব্যবহার করার সৌভাগ্য দিয়ে। যীশুর শিষ্যেরা ও প্রথম শতাব্দীর বিশ্বাসীরা সেই কর্তৃত্বকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যেটা যীশুর নামকে ব্যবহার করার মধ্যে দিয়ে তাদের কাছে উপলব্ধ ছিল, এবং তারা সেই পথে চলেছিল।

এই পুস্তকটি বিশ্বাসীদেরকে যীশুর নামের শক্তিকে পুনরায় আবিষ্কার করতে সাহায্য করে এবং প্রতিদিনের জীবনে সেই নামের শক্তিতে চলাফেরা করতে শেখায়। আমরা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সহকারে, সিদ্ধ ও নিখুঁত শান্তিতে এবং ঈশ্বরের সকল যোগানের মধ্যে দিয়ে গমন করি যখন আমরা যীশুর নামের শক্তিতে গমন করতে শিখি।

All Peoples Church & World Outreach
319, 2nd Floor, 7th Main, HRBR Layout,
2nd Block, Kalyan Nagar, Bangalore 560 043
Karnataka, INDIA

Phone: +91-80-25452617
Email: contact@apcwo.org
Website: apcwo.org